ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী

১৯৯৮-৯৯

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

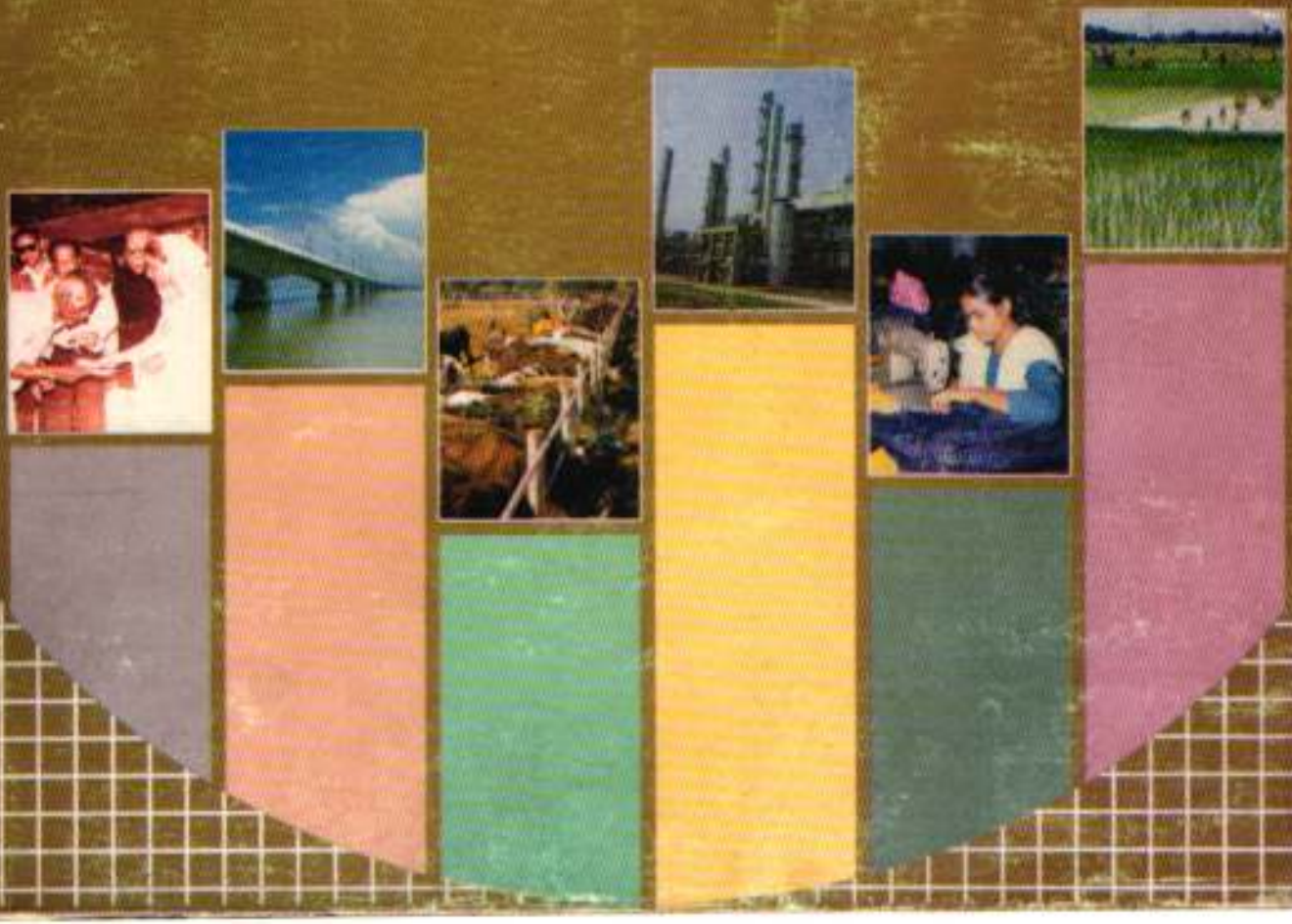

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ১৯৯৮-৯৯

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শাহ্ এ,এম,এস, কিবরিয়া
অর্থমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ আজকের সঞ্চয়কে আগামী দিনের বিনিয়োগে রূপান্তর করে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ শুধু আজকের প্রবৃদ্ধিই নয় ভবিষ্যতের উন্নয়নও নিয়ন্ত্রণ করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ অতীতের ভ্রান্ত নীতি এবং দূর্বল ব্যবস্থাপনার ফলে বাংলাদেশে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের ঈপ্সিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথে বর্তমান সরকার এই খাতে সংস্কার তরান্বিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে লক্ষ্য করেছি যে, সরকারের সৃষ্ট নীতির ফলে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর যে সব নতুন ঋণ দেওয়া হয়েছে তার আদায়ের হার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে গেছে। ১৯৯৬ সালের আগে যে সব ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর করা হয় তার এখন ৪০ শতাংশ খেলাপি। অথচ ১৯৯৬ সালের পর প্রদত্ত ঋণের মাত্র শতকরা ৯ ভাগ খেলাপি ঋণ।

২। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংস্কার একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়া। এই চলমান প্রক্রিয়াতে ইতোমধ্যে অর্থ ঋণ আদালত আইন ও ব্যাংকিং কোম্পানী আইন সংশোধন করা হয়েছে। দেউলিয়া আইন জারি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে শুধুমাত্র অর্থ ঋণ ও দেউলিয়া সংক্রান্ত মামলার জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামে স্বতন্ত্র আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধান নিবিড় করা হয়েছে। খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য সরকারের প্রচেষ্টা আরো জোরদার করা হবে। এ সম্পর্কে আরো আইন প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলছে।

৩। আইনগত সংস্কারের পাশাপাশি ব্যাংকসমূহের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হচ্ছে। ব্যাংক সংস্কারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই উদ্দেশ্যে বিশ্ব ব্যাংকের কারিগরি সহায়তা নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে আরো শক্তিশালী করা হচ্ছে।

৪। শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা প্রলয়ংকরী বন্যার পরে বর্তমান বৎসরে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারের নির্দেশে অতি দ্রুততার সাথে বন্যা পুনর্বাসনের কাজে এগিয়ে চলেছে। বিশেষ করে বর্তমান বৎসরে কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে একটি নতুন রেকর্ড স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২২৬১ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ পরিশোধের হারও সন্তোষজনক। সুষ্ঠু কৃষি পুনর্বাসন ব্যবস্থার ফলে বর্তমান বৎসরে বোরো উৎপাদনে একটি নতুন মাত্রার সংযোজন হবে।

৫। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বেসরকারী উদ্যোগের অংশীদার হিসাবে গড়ে তোলা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। ব্যাংক খাতে বেসরকারী উদ্যোগকে জোরদার করার জন্য ইতোমধ্যে ৯টি নতুন বেসরকারী ব্যাংক নিবন্ধনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদী শিল্পায়নের জন্য ঋণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকারের গ্যারান্টিসহ প্রবাসীদের জন্য সোনালী ব্যাংক বণ্ড ও বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য অগ্রণী ব্যাংক বণ্ড বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপরন্তু বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সংস্থান করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, সরকারের গৃহীত ব্যবস্থার ফলে অদূর ভবিষ্যতে শিল্প খাতে ঋণের পরিমাণ বাড়বে।

৬। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় ইতোমধ্যে পুঁজিবাজার সংস্কার কর্মসূচী এগিয়ে চলেছে। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনকে জোরদার করা হয়েছে। দেশের দু'টো স্টক এক্সচেঞ্জেই কম্পিউটারের মাধ্যমে লেনদেনের প্রবর্তন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় ডিপজটরি আইন পাশ করা হয়েছে। শীঘ্রই কেন্দ্রীয় ডিপজটরি কাজ শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৭। আর্থিক খাতে সংস্কার বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। জাতির সামগ্রিক স্বার্থে যে কোন কঠিন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার কখনও দ্বিধাবোধ করবে না। আমরা নিশ্চিত যে, বর্তমান সরকারের সুদৃঢ় নেতৃত্বে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি নতুন চালিকা শক্তি হিসাবে গড়ে উঠবে।

(শাহ্ এ, এম, এস, কিবরিয়া)
অর্থমন্ত্রী

বয়স্ক ভাতা প্রদানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একজন প্রবীনকে প্রথম চেকটি তুলে দিচ্ছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**, তাঁর পাশে রয়েছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী শাহ এ, এম, এস, কিবরিয়া

সূচীপত্র

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী — পৃষ্ঠা

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা — i

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

- বাংলাদেশ ব্যাংক — ১

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক

- সোনালী ব্যাংক — ১৫
- জনতা ব্যাংক — ২২
- অগ্রণী ব্যাংক — ২৭
- রূপালী ব্যাংক লিমিটেড — ৩৫

স্থানীয় বেসরকারী ব্যাংক

- পূবালী ব্যাংক লিমিটেড — ৪০
- উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড — ৪৪
- ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড — ৪৯
- দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড — ৫৩
- ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড — ৫৭
- আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড — ৬২
- ইন্টারন্যাশনাল ফাইনান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড — ৬৭
- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড — ৭১
- আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড — ৭৬
- ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড — ৮০
- ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড — ৮৫
- প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড — ৮৯
- সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড — ৯৪
- ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড — ৯৭
- আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড — ১০১
- সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড — ১০৫
- ভাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড — ১০৯

বিদেশী বেসরকারী ব্যাংক

- আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক — ১১৩
- স্টান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক — ১১৭
- এ এন জেড গ্রীণডলেজ ব্যাংক পিএলসি — ১২০
- হাবিব ব্যাংক লিমিটেড — ১২৪
- ষ্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া — ১২৮
- ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ — ১৩২
- ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান — ১৩৬
- মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক — ১৪০

- ❒ সিটি ব্যাংক এন এ ১৪৪
- ❒ সোসাইটি জেনারেল ১৪৭
- ❒ হানিল ব্যাংক ১৫০
- ❒ দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন ১৫৪
- ❒ ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব বাহরাইন ইসি ১৫৬

বিশেষায়িত ব্যাংক

- ❒ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ১৬০
- ❒ রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ১৬৫
- ❒ বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ১৭০
- ❒ বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা ১৭৪
- ❒ ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাষ্ট্রিজ এন্ড কমার্স বাংলাদেশ লিমিটেড ১৭৯
- ❒ আনসার ভিডিপি ব্যাংক লিমিটেড ১৮৪
- ❒ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ১৮৭
- ❒ গ্রামীণ ব্যাংক ১৯০
- ❒ কর্মসংস্থান ব্যাংক ১৯৩

আর্থিক প্রতিষ্ঠান

- ❒ ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ১৯৬
- ❒ বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ২০৪
- ❒ সৌনী বাংলাদেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (সাবিনকো) ২০৭
- ❒ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লীজিং কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (আইডিএলসি) ২১১
- ❒ জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড ২১৪
- ❒ বাংলাদেম ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড (বিআইএফসি) ২১৮
- ❒ বণিক বাংলাদেশ লিমিটেড ২২১
- ❒ ইউএই-বাংলাদেশ ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড ২২৪
- ❒ ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী লিমিটেড (পিএলসি) ২২৫
- ❒ বে লীজিং এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড ২২৯
- ❒ প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড (পিএফআইএল) ২৩২
- ❒ ডেল্টা ব্রাক হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড ২৩৬
- ❒ ইন্টারন্যাশনাল লীজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (আইএলএফএসএল) ২৩৮
- ❒ বাহরাইন বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড ২৪০
- ❒ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ (আইপিডিসি) ২৪৩
- ❒ উত্তরা ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড ২৪৭
- ❒ ইউনাইটেড লীজিং কোম্পানী লিমিটেড (ইউএলসি) ২৪৯
- ❒ ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ২৫৩
- ❒ চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) ২৫৫

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। তাই যে কোন দেশের অর্থনীতি ও অর্থ ব্যবস্থাপনায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। একটি সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ব্যতীত দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কাঙ্খিত গতি সঞ্চার সম্ভব নয়। বাংলাদেশেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। সরকার দেশের ব্যাংক ও বহুমুখী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সুষ্ঠু বিকাশে বাস্তবমুখী সংস্কারমূলক পদক্ষেপ ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। দেশের অর্থনীতির চাহিদা ও গতির সংগে সংগতি রেখে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। পাশাপাশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের কর্মকান্ড সম্প্রসারণ অব্যাহত রেখেছে এবং সেবার মান যুগোপযোগী উন্নত করছে।

২। বর্তমানে বাংলাদেশে তফসিলী ব্যাংকের সংখ্যা ৩৯টি। তফসিলী ব্যাংকের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ব খাতে ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ১৭টি বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক, ১৩টি বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক ও রাষ্ট্রায়ত্ব খাতে ৫টি বিশেষায়িত ব্যাংক অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। বাংলাদেশে কার্যরত ব্যাংকসমূহের বর্তমান শাখা সংখ্যা ৫৯৭৩টি যার মধ্যে শহরাঞ্চলে রয়েছে ২৩৫১টি (৩৯.৩৬%) এবং অবশিষ্ট ৩৬২২টি (৬০.৬%) গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। মোট শাখার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা ৩৬১৭টি, বেসরকারী ব্যাংকের শাখা ১১৫০টি, বিদেশী ব্যাংকের শাখা ৩১টি এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের শাখা ১১৭৫টি। এর মধ্যে ৪টি ইসলামী ব্যাংক রয়েছে। এছাড়া একটি বেসরকারী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকিং অব্যাহত রেখেছে। অতি সম্প্রতি, বেসরকারী খাতে আরও ৯টি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ফলে ব্যাংকিং খাতে প্রতিযোগিতা বাড়বে এবং এর ফলে ব্যাংকিং খাতে সেবা উন্নততর হবে।

৩। বেশ কিছু অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যাংকিং খাতের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অর্থায়ন করছে এবং তাদের কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রীয় খাতে গৃহ নির্মাণ ঋণ দান সংস্থা এবং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ছাড়াও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন ও প্রবিধানমালার অধীনে এ পর্যন্ত দেশে মোট ১৯টি প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬টি সম্পূর্ণ দেশীয় বেসরকারী মালিকানাধীন, ১টি সরকারী মালিকানাধীন, ১২টি স্থানীয় ও বিদেশী যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। এ সমস্ত অ-ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের বিপরীতে আদায়ের হার সন্তোষজনক।

৪। ১৯৯৮-৯৯ সালের প্রথম ৮ মাসে (ফেব্রুয়ারী, ৯৯ পর্যন্ত) ব্যাংক সমূহের মোট আমানত ৩৩৮২২ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৬.৫২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫২৭২৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ে তাদের মোট ঋণের স্থিতি ২৮৯৬০ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৬.৫৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬৯৭৩৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে আমানত ও ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল শতকরা ৪.৩২ ভাগ ও ৬.৫৪ ভাগ। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ব্যাংকসমূহের কর্জের পরিমাণ ৫৭২৭ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরে ১২২০ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। একই সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে ব্যাংকসমূহের নগদ জমা ৬৯৭ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ে ১৯০৩ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য সময়ে ব্যাংকসমূহের তারল্য পরিস্থিতিও বেশ সন্তোষজনক ছিল। এ ধারা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে আলোচ্য বছরে ব্যাংকসমূহের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে বেশ উন্নতি ঘটেছে এবং তারা নিজস্ব সম্পদের উপর ভিত্তি করে ঋণদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৫। বন্যা পরবর্তী ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যাংক সমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণের গুরুত্ব বিবেচনায় কর্মসূচী ভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং ঋণের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয় নিয়মিতভাবে ঋণ কার্যক্রম তদারক করছে।

৬। দেশের শিল্পায়নে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশে শিল্প বিনিয়োগে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের বিশেষ করে প্রবাসী বাংলাদেশীদের পরামর্শ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে গঠিত শিল্প ঋণ পরামর্শ সেলের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে বন্ড বিক্রয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৭। খেলাপী ঋণ আদায় ব্যাংকিং খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এর সমাধানকল্পে এবং ঋণ খেলাপী সংস্কৃতি রোধকল্পে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার বদ্ধপরিকর। অনাদায়ী ঋণ আদায়ের আইনগত পরিবেশ উন্নয়নের অংশ হিসেবে অর্থ ঋণ আদালত আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নপূর্বক এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। পাশাপাশি এ উদ্দেশ্যে ব্যাংক কোম্পানী আইনেরও প্রয়োজনীয় সংশোধনী জারী করা হয়েছে। কোন ব্যাংক কোম্পানীর পরিচালক তৎকর্তৃক গৃহীত অগ্রিম বা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তার পরিচালক পদ শূন্য হবে। এ ছাড়া কোন খেলাপী ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে পুনঃ ঋণ সুবিধা প্রদান না করার পদ্ধতি চালু রয়েছে। খেলাপী ঋণ আদায় পরিস্থিতির উন্নয়নকল্পে দেউলিয়া বিষয়ক

আইন ১৯৯৭ এর অধীন দেউলিয়া বিষয়ক ও অর্থ ঋণ সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির মাধ্যমে খেলাপী ঋণ আদায় জোরদারকরণের লক্ষ্যে অর্থ ঋণ সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার জন্য ঢাকা এবং চট্টগ্রামে অর্থ ঋণ আদালত ও দেউলিয়া আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৮। পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। গ্রামীন ব্যাংক ও এনজিওসমূহ পল্লী দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয় উৎসারী ও কর্ম সংস্থানমূলক কর্মকান্ড অব্যাহত রেখেছে। এ সকল সংস্থা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করেছে এবং এ ব্যবস্থা ইতোমধ্যে বেশ সাফল্য অর্জন করেছে যা আরো সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৯। ব্যাংকিং খাতে সুশৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ন ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অভিন্ন এখতিয়ার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং সরকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সকল ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানে অথবা বেসরকারী ব্যাংকে সরকার মনোনীত বা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নির্বাচনের ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

১০। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাণিজ্যিক বিবেচনায় পূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব সহকারে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। কেননা জনগণের জমাকৃত অর্থের সংরক্ষণ এবং ব্যাংকের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উক্ত অর্থের নিরাপত্তা বিধান ব্যাংক ব্যবস্থাপনার পবিত্র দায়িত্ব। তাই প্রজ্ঞা, মেধা, সামাজিক দায়িত্ববোধ, সততা ইত্যাদি গুণাবলী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীর ক্ষেত্রে অপরিহার্য। এ প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বক্ষণিক প্রধান নির্বাহী নিয়োগের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইপূর্বক সুপারিশ করার নিমিত্তে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১১। আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি কর্মকর্তার শূন্য পদে ব্যাংকার্স রিক্রুটমেন্ট কমিটির মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা পর্যায়ক্রমে মেধাবী প্রার্থী নিয়োগ অব্যাহত রয়েছে। বেকার শিক্ষিত যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ রূপে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং এর কর্মকান্ড ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে।

১২। বরাবরের ন্যায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য সরকার সদা সচেষ্ট এবং তা অব্যাহত থাকবে। তবে এ ক্ষেত্রে আপামর জনসাধারণ, বিশেষ করে ঋণ গ্রহীতাদের সহযোগিতা একান্তভাবে আবশ্যক। সকলের সম্মিলিত সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় ব্যাংকিং খাত জাতীয় অর্থনীতিতে আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা এবং কার্যকরী অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

১৩। পুঁজি বাজারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে ইতোমধ্যে বেশ কিছু সুদূর প্রসারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যথা ঃ

(১) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে অত্যাধুনিক অটোমেটেড ট্রেডিং পদ্ধতি চালু করা;

(২) দেশের উভয় স্টক এক্সচেঞ্জের কাউন্সিলে নন ব্রোকার সদস্য অন্তর্ভুক্তি এবং বৃদ্ধির মাধ্যমে এদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা;

(৩) Central Depository System (CDS) প্রতিষ্ঠাকল্পে জাতীয় সংসদ কর্তৃক আইন পাশ;

(৪) স্টক এক্সচেঞ্জ গুলিতে 'ইনভেস্টরস প্রটেকশন ফান্ড' গঠন;

(৫) স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা আরো বৃদ্ধি করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিধি বিধানে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আনয়ন;

(৬) স্টক এক্সচেঞ্জে সদস্য কর্তৃক গ্রাহকদেরকে প্রদত্ত ঋণের সুষ্ঠু ব্যবহার ও পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য 'মার্জিন রুলস' প্রবর্তন;

(৭) প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ উদ্বুদ্ধ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৮) পুঁজি বাজারে প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২০টি মার্চেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি প্রদান এবং বেসরকারী খাতে মিউচুয়াল ফান্ড গঠনের উদ্দেশ্যে প্রবিধান প্রণয়ন;

(৯) কোম্পানী কর্তৃক সুষ্ঠু, স্বচ্ছ এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় সিকিউরিটিজ ইস্যু নিশ্চিত করার জন্য Initial Public Offering (IPO) Rules 1998 জারীকরণ।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের 'মার্কেট মনিটরিং' কার্যক্রম অধিকতর শক্তিশালী করা হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ বিরোধী কার্যক্রমের জন্য কতিপয় কোম্পানীর উপর কঠোর দন্ড আরোপ করা হয়েছে। কমিশনের লোকবলও অনেকাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তাপুষ্ট 'ক্যাপিটাল মার্কেট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম লোন' প্রকল্পের আওতায় পুঁজি বাজারে আরো সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

(ডঃ আকবর আলি খান)
সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের আর্থ ব্যবস্থাপনা এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসূহের সার্বিক তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত। নোট ইস্যুকরণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ এবং সরকারের যাবতীয় লেনদেন ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় দেশের মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে। মুদ্রানীতির মূল উদ্দেশ্য, যথা(১) অর্থনৈতিক উন্নয়ন, (২) টাকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক মূল্যমান স্থিতিশীলকরণ, (৩) মূল্যস্তর যুক্তিযুক্ত পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা এবং (৪) দীর্ঘ মেয়াদে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে। দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও ব্যাংকটি মুদ্রা বাজারের উন্নয়ন ও গভীরতা সাধনের জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। গভর্নরসহ ৯(নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। প্রধান কার্যালয় ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের ঢাকায় দু'টি এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়া, সিলেট, রংপুর ও বরিশালে একটি করে শাখা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯৯৭-৯৮ সালের স্থিতিপত্র সংযোজনী -১এ দেখানো হ'ল।

অর্থ সরবরাহ

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই'৯৮-ফেব্রুয়ারী '৯৯ পর্যন্ত) সংকীর্ণ অর্থ সরবরাহ (ন্যারো মানি এম-১) ৫২৩৭ মিলিয়ন টাকা (৩.৩%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী শেষে ১৬৪১২২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়কালে বৃদ্ধি পেয়েছিল ২৪২৮ মিলিয়ন টাকা(১.৬%)। আলোচ্য অর্থ বছরের এই সময়কালে ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (ব্রড মানি এম-২) ৩৪৭৯৯ মিলিয়ন টাকা (৬.২%) বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯৩৪৯০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালে যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ২৬৩১২ মিলিয়ন টাকা (৫.২%)। একই সময়ে রিজার্ভ মুদ্রা ৩৩৮ মিলিয়ন টাকা (০.৩%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৬৫১৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালে বৃদ্ধি পেয়েছিল ৫৯৪৮ মিলিয়ন টাকা (৪.৮%)।

আলোচ্য বছরে অর্থের গুণক (Money Multiplier) জুন, ১৯৯৮ শেষের ৪.১০ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ শেষে ৪.৩৫ এ দাঁড়ায়। মুদ্রা/ আমানত অনুপাত জুন, ১৯৯৮ শেষের ০.১৭৫ হতে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ শেষে ০.১৭৩ এ দাঁড়ায় এবং রিজার্ভ/আমানত অনুপাত ০.০৮৭ হতে হ্রাস পেয়ে ০.০৭৪ এ দাঁড়ায়।

আলোচ্য অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে ব্যাপক অর্থ সরবরাহের উপাদানসমূহের মধ্যে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা ৪০১৫ মিলিয়ন টাকা (৪.৯%) বৃদ্ধি পেয়ে ৮৫৫৪৮ মিলিয়ন টাকায়, মেয়াদী আমানত ২৯৫৬২ মিলিয়ন টাকা (৭.৪%) বৃদ্ধি পেয়ে ৪২৯৩৬৮ মিলিয়ন টাকায় এবং তলবী আমানত ১২২২ মিলিয়ন টাকা (১.৬%) বৃদ্ধি পেয়ে ৭৮৫৭৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়কালে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা ৭৯৩৫ মিলিয়ন টাকা (১০.৫%) এবং মেয়াদী আমানত ২৩৮৮৪ মিলিয়ন টাকা (৬.৭%) বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে তলবী আমানত ৫৫০৭ মিলিয়ন টাকা (৭.৩%) হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস শেষে ব্যাংক অর্থ সরবরাহের মধ্যে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রার পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগ, তলবী আমানতের পরিমাণ শতকরা ১৩ ভাগ এবং মেয়াদী আমানতের পরিমাণ শতকরা ৭২ ভাগ এ দাঁড়ায়, যা ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী শেষে ছিল যথাক্রমে শতকরা ১৬ ভাগ, শতকরা ১৩ ভাগ এবং শতকরা ৭১ ভাগ। ১ নম্বর এবং ২ নম্বর সারণিতে অর্থ সরবরাহ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান দেখানো হল।

সারণি–১

অর্থ সরবরাহ

(মিলিয়ন টাকায়)

বছর/মাস	ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	তলবী আমানত	সংকীর্ণ অর্থ সরবরাহ	পরিবর্তন	মেয়াদী আমানত	ব্যাপক অর্থ সরবরাহ	পরিবর্তন
১৯৯৭							
মার্চ	৭৪৭৩৭	৬৮০৭৫	১৪২৮১২	-	৩৪১৭৮১	৪৮৪৫৯৩	-
জুন	৭৫৭৪৬	৭৫৯২৪	১৫১৬৭০	+৮৮৫৮	৩৫৫৪৪০	৫০৭১১০	+২২৫১৭
সেপ্টেম্বর	৭৭৫৩৭	৬৮৭২৩	১৪৬২৬০	-৫৪১০	৩৬৩৬৮০	৫০৯৯৪০	+২৮৩০
ডিসেম্বর	৭৬০৭৪	৭৬৫৫৯	১৫২৬৩৩	+৬৩৭৩	৩৮৩৮১১	৫৩৬৪৪৪	+২৬৫০৪
১৯৯৮							
মার্চ	৮১৫৫২	৭১৪২৩	১৫২৯৭৫	+৩৪২	৩৭৭৪৯৪	৫৩০৪৬৯	-৫৯৭৫
জুন	৮১৫৩৩	৭৭৩৫২	১৫৮৮৮৫	+৫৯১০	৩৯৯৮০৬	৫৫৮৬৯১	+২৮২২২
সেপ্টেম্বর	৮৩৩২৬	৭২২৪৪	১৫৫৫৭০	-৩৩১৫	৪০৮২১৯	৫৬৩৭৮৯	+৫০৯৮
ডিসেম্বর	৮০৭৫৬	৮৩২১৫	১৬৩৯৭১	+৮৪০১	৪৩৩৫৮৫	৫৯৭৫৫৬	+৩৩৭৬৭
১৯৯৯							
ফেব্রুয়ারী	৮৫৫৪৮	৭৮৫৭৪	১৬৪১২২	+১৫১	৪২৯৩৬৮	৫৯৩৪৯০	-৪০৬৬

নোটঃ তলবী ও মেয়াদী আমানতে ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত সরকারী আমানত এবং আন্তঃব্যাংক লেনদেন অন্তর্ভুক্ত নয়। তলবী আমানতে বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত অ-তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানত অন্তর্ভুক্ত।

সারণি–২

ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২) ও এর বিভিন্ন অংশের শতকরা হার

(মিলিয়ন টাকায়)

বছর/মাস	ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২)	অর্থ সরবরাহে (এম-২) ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রার শতকরা হার	অর্থ সরবরাহে (এম-২) তলবী আমানতের শতকরা হার	অর্থ সরবরাহে (এম-২)মেয়াদী আমানতের শতকরা হার
১৯৯৭				
মার্চ	৪৮৪৫৯৩	১৫.৪২	১৪.০৫	৭০.৫৩
জুন	৫০৭১১০	১৪.৯৪	১৪.৯৭	৭০.০৯
সেপ্টেম্বর	৫০৯৯৪০	১৫.২১	১৩.৪৮	৭১.৩১
ডিসেম্বর	৫৩৬৪৪৪	১৪.১৮	১৪.২৭	৭১.৫৫
১৯৯৮				
মার্চ	৫৩০৪৬৯	১৫.৩৭	১৩.৪৭	৭১.১৬
জুন	৫৫৮৬৯১	১৪.৫৯	১৩.৮৫	৭১.৫৬
সেপ্টেম্বর	৫৬৩৭৮৯	১৪.৭৮	১২.৮১	৭২.৪১
ডিসেম্বর	৫৯৭৫৫৬	১৩.৫১	১৩.৯৩	৭২.৫৬
১৯৯৯				
ফেব্রুয়ারী	৫৯৩৪৯০	১৪.৪১	১৩.২৪	৭২.৩৫

book Qp 2

বাংলাদেশ ব্যাংক : 'মুদ্রানীতি-এ সম্পর্কে করণীয় কিছু' শীর্ষক বিষয়ে ৮ ফেব্রুয়ারী '৯৯ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমী আয়োজিত সেমিনারে সভাপতির ভাষণ দিচ্ছেন গভর্নর ডঃ মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। পাশে সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তণ গভর্নর জনাব এ.কে.এন আহমেদ।

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে সংকীর্ণ অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধির কারণসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সরকারী খাতে (রাষ্ট্রায়ত্ত খাতসহ) এবং বেসরকারী খাতে যথাক্রমে ২১২৯২ মিলিয়ন টাকা ও ২৭৬০৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বৃদ্ধি অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধিতে সম্প্রসারণমূলক প্রভাব রাখে, তবে বৈদেশিক খাতে (নীট) ১০৯০৭ মিলিয়ন টাকা ঘাটতি, মেয়াদী আমানত ২৯৫৬২ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য পরিসম্পদ ৩১৯৫ মিলিয়ন টাকা হ্রাস উক্ত সম্প্রসারণমূলক প্রভাব অনেকাংশে রোধ করে।

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সংকীর্ণ অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের কারণসমূহের বিশ্লেষণ সারণী-৩ এ দেখানো হ'ল।

সারণি—৩

অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের কারণ সূচক উপাদানসমূহ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	জুলাই, ১৯৯৭ হতে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮	জুলাই ১৯৯৮ হতে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯
ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	+৭৯৩৫	+৪০১৫
তলবী আমানত	-৫৫০৭	+১২২২
মোট অর্থ সরবরাহের পরিবর্তন	+২৪২৮	+৫২৩৭
কারণসূচক উপাদানসমূহঃ		
সম্প্রসারণ(+)		
সংকোচন (-)		
১। সরকারী খাত (রাষ্ট্রায়ত্ত খাতসহ)	+৬১৫৯	+২১২৯২
(ক) সরকারী খাত (নীট)	+৪৪৪০	+২০৫৮৬
(খ) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত		+১৭১৯
+৭০৬		
২। বেসরকারী খাত	+২৪০৯৯	+২৭৬০৯
৩। মেয়াদী আমানত (বৃদ্ধি) (-)	-২৩৮৮৪	-২৯৫৬২
৪। বৈদেশিক খাত (নীট)	+৬৭	-১০৯০৭
৫। অন্যান্য পরিসম্পদ (নীট)	-৪০১৩	-৩১৯৫
মোট	+২৪২৮	+৫২৩৭

ব্যাংক আমানত

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে ব্যাংক সমূহের মোট আমানতের পরিমাণ (আন্তঃব্যাংক বাদে) ৩৩৮২২ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৬.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস শেষে ৫৫২৭২৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ে মোট ব্যাংক আমানতের পরিমাণ ২০১২৯ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৪.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য সময়কালে মোট ব্যাংক আমানতের মধ্যে মেয়াদী আমানত ২৯৫৬২ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৭.৪ ভাগ, সরকারী আমানত ৩০৩৩ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৭.৩ ভাগ এবং তলবী আমানত ১২২২ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১.৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে মেয়াদী আমানত ২৩৮৮৪ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৬.৭ ভাগ এবং সরকারী আমানত ১৭৫৩ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৫.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে তলবী আমানত ৫৫০৭ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৭.৩ ভাগ হ্রাস পেয়েছিল। সারণি-৪ এ ব্যাংক আমানতের পরিমান দেয়া হয়েছে।

সারণি–৪

ব্যাংক আমানত

(মিলিয়ন টাকায়)

মাস/বছর	মোট আমানত	মোট আমানতের	মোট আমানতের উপর তলবী	মোট আমানতের উপর মেয়াদী
	পরিবর্তন	আমানতের শতকরা হার	আমানতের শতকরা হার	
১৯৯৭				
মার্চ	৪৪২৩০৫	-৯৫৬৩	১৫.৩৯	৭৭.২৭
জুন	৪৬৬৩৮৬	+২৪০৮১	১৬.২৮	৭৬.২১
সেপ্টেম্বর	৪৬৭৬২২	+১২৩৬	১৪.৭০	৭৭.৭৭
ডিসেম্বর	৪৯৯৯৭২	+৩২৩৫০	১৫.৩১	৭৬.৭৭
১৯৯৮				
মার্চ	৪৮৬৮৪০	-১৩১৩২	১৪.৬৭	৭৭.৫৪
জুন	৫১৮৯০৪	+৩২০৬৪	১৪.৯১	৭৭.০৫
সেপ্টেম্বর	৫২৩৬৮৩	+৪৭৭৯	১৩.৮০	৭৭.৯৫
ডিসেম্বর	৫৬৬৯১৩	+৪৩২৩০	১৪.৬৮	৭৬.৪৮
১৯৯৯				
ফেব্রুয়ারী	৫৫২৭২৬	-১৪১৮৭	১৪.২২	৭৬.৬৮

নোটঃ মোট আমানতে সরকারী আমানত অন্তর্ভুক্ত কিন্তু আন্তঃ ব্যাংক আমানত অন্তর্ভুক্ত নয়।

ব্যাংক ঋণ

তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে প্রদত্ত ঋণের স্থিতির পরিমাণ (আন্তঃব্যাংক বাদে) ২৮৯৬০ মিলিয়ন টাকা বা ৬.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী শেষে ৪৬৯৭৩৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালে ব্যাংক ঋণের পরিমান ২৫৪৭৮ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৬.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪১৫০৬৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। আলোচ্য সময়ে (ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ পর্যন্ত) মোট ব্যাংক ঋণের মধ্যে বেসরকারী খাতে (রাষ্ট্রায়ত্ত খাতসহ) ১৮১৪ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৩.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭৭৭৭১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে সরকারী খাতে ব্যাংক ঋণ হ্রাস পায় ৫০৮ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১.২ ভাগ এবং বেসরকারী খাতে ঋণ বৃদ্ধি পায় ২৫৯৮৬ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৭.৫ ভাগ। সারণি-৫ এ খাতওয়ারী ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ও ঋণ প্রবাহের চিত্র দেখানো হয়েছে।

সারণি–৫

ব্যাংক ঋণ*

(মিলিয়ন টাকায়)

মাস/বছর	সরকারী খাতে ব্যাংক ঋণ	বেসরকারী খাতে ব্যাংক ঋণ	মোট ব্যাংক ঋণ	মোট ব্যাংক ঋণের পরিবর্তন
১৯৯৭				
মার্চ	৩৯১৯২	৩৩৩৯৩৭	৩৭৩১২৯	+২৮৯৬
জুন	৪৩১৩৭	৩৪৬৪৫২	৩৮৯৫৮৯	+১৬৪৬০
সেপ্টেম্বর	৪৫৫১৪	৩৬২০৪৬	৪০৭৫৬০	+১৭৯৭১
ডিসেম্বর	৪৪৭২২	৩৭৬২৩০	৪২০৯৫২	+১৩৩৯২
১৯৯৮				
মার্চ	৪৪০৬৬	৩৭৭৬০২	৪২১৬৬৮	+৭১৬
জুন	৪৫৯৫৭	৩৯৪৮২২	৪৪০৭৭৯	+১৯১১১
সেপ্টেম্বর	৪৫২২৮	৪০০৩৫৬	৪৪৫৮৮৪	+৪৮০৫
ডিসেম্বর	৪৫৪১০	৪২৬৩০৭	৪৭১৭১৭	+২৬১৩৩
১৯৯৯				
ফেব্রুয়ারী	৪৭৭৭১	৪২১৯৬৮	৪৯৬৭৩৯	-১৯৭৮

* বৈদেশিক বিল এবং আন্তঃ ব্যাংক লেনদেন বাদে।

শহর ও পল্লী এলাকায় আমানত ও আগামের অংশ

পল্লী ও শহর এলাকার মধ্যে আমানত সংগ্রহ ও আগাম প্রবাহের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়। পল্লী এলাকায় আমানত সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও আগামের প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯০ সালে যেখানে মোট আমানতে পল্লী আমানতের অংশ ছিল শতকরা ২০.৪ ভাগ তা ১৯৯৮ সালের জুন শেষে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ২২.৯ ভাগে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে, উক্ত সময়ে মোট আগামে পল্লীর অংশ শতকরা ২৪.০ ভাগ হতে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ১৬.৯ ভাগে নেমে এসেছে। অবশ্য এই চিত্র অসম্পূর্ণ। পল্লী অঞ্চলে ব্যাংক ঋণের স্থলে সরকারী ও বেসরকারী খাতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর দ্রুত প্রসার ঘটেছে। ৩০/৬/৯৮ তারিখে বেসরকারী সংস্থা সমূহের প্রদত্ত ক্ষুদ্র ঋণের পরিমাণ ছিল ১১৮০ কোটি টাকা এবং গ্রামীণ ব্যাংক প্রদত্ত মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১৪৯১ কোটি টাকা। উপরন্তু সরকার কর্তৃক গৃহীত সরকারী ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী সমূহের মাধ্যমে প্রায় ৪৩.৯ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়েছে। পল্লী ও শহর এলাকার আমানত ও আগামের বছর ভিত্তিক গতিধারা সারণি-৬ এ দেয়া হলো।

শহর ও পল্লী এলাকায় আগাম ও আমানত

সারণি–৬
(শতকরা হার)

বছর (জুন শেষের অবস্থা)	আগাম		আমানত	
	পল্লী	শহর	পল্লী	শহর
১৯৯০	২৪.০০	৭৬.০০	২০.৩৬	৭৯.৬৪
১৯৯১	২১.৯১	৭৮.০৯	২১.৪৫	৭৮.৫৫
১৯৯২	১৫.৯৫	৮০.০৫	২১.৫২	৭৮.৪৮
১৯৯৩	১৯.০৩	৮০.৯৭	২১.৭৬.	৭৮.২৪
১৯৯৪	১৯.৮৬	৮০.১৪	২২.১১	৭৭.৮৯
১৯৯৫	১৯.৭১	৮০.২৯	২১.৯৭	৭৮.০৩
১৯৯৬	১৯.৭০	৮০.৩০	২২.৭০	৭৭.৩০
১৯৯৭	১৮.৬৪	৮১.৩৬	২২.৬৮	৭৭.৩২
১৯৯৮	১৬.৯৩	৮৩.০৭	২২.৮৮	৭৭.১২

নগদ রিজার্ভ সংরক্ষণ আবশ্যকতা

পূর্বের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তফসিলী ব্যাংক সমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ তহবিল সংরক্ষণের হার তাদের মোট দায় (তলবী ও মেয়াদী আমানত) এর শতকরা ৫ ভাগে নির্ধারিত ছিল। ১৯৯৮ সালের ১লা অক্টোবর হতে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী ব্যাংকগুলোর বিধিবদ্ধ নগদ জমার (CRR) পরিমাণ কোন মাসের সব ক'টি বৃহস্পতিবারের (৪/৫টি) গড় দায়ের (আন্তঃব্যাংক দায় ব্যতীত) ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হচ্ছে এবং ব্যাংকগুলোকে তাদের গড় দায়ের ৫% পরবর্তী দ্বিতীয় মাসের প্রতিদিন বিধিবদ্ধ নগদ জমা (CRR) হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হবে। একইভাবে ব্যাংকগুলো তাদের তরল সম্পদ সংরক্ষণ (SLR) করবে।

তরল সম্পদ সংরক্ষণ আবশ্যকতা

ইসলামী শরিয়ত ভিত্তিক ব্যাংক সমূহ এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত ব্যাংকিং কোম্পানী সমূহ কর্তৃক সংরক্ষিতব্য তরল সম্পদ এর হার তাদের মোট দায় (তলবী ও মেয়াদী আমানত) এর ২০ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিঃ এবং সোসাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ কর্তৃক আইনানুগ তরল সম্পদ সংরক্ষণের হার তাদের মোট দায়ের ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। অপরদিকে, বিশেষায়িত ব্যাংক গুলোকে তরল সম্পদ সংরক্ষণের দায় হতে প্রদত্ত অব্যাহতি আলোচ্য সময়েও বলবৎ রয়েছে।

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কাংখিত গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে ব্যাংকিং, মুদ্রা ও ঋণ নীতি পরিচালিত হয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে রয়েছে ঃ

১। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে জুলাই-ফেব্রুয়ারী সময়কালে ব্যাংক রেট শতকরা ৮.০০ ভাগ-এ অপরিবর্তিত থাকে।

২২। ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ হতে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করা হয়ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত ঋণ শ্রেণীবিন্যাসের নীতিমালা অনুযায়ী কোন ঋণবা আগাম নিম্নমান, সন্দেহজনক বা মন্দ ঋণ হিসাবে শ্রেণী বিন্যাসিত হলে তা ব্যাংক কোম্পানী আইনের ৫(গগ) ধারা অনুযায়ী মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং যে ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে উক্ত ঋণ প্রদান করা হয়েছে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান খেলাপী ঋণ গ্রহীতা হিসেবে চিহ্নিত হবে।

৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ও দেশে প্রচলিত মূল্য সংযোজন কর (ভাইক) আইন অনুযায়ী ডিউটি ড্র-ব্যাক ক্রেডিট স্কীমের আওতায় সুদমুক্ত পূণঃঅর্থ সংস্থান সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়।

৪। ঋণ শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নীতিমালা পর্যায়ক্রমে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং ঋণ শৃঙ্খলা জোরদারকরণের পাশাপাশি ঋণ শ্রেণীবিন্যাসের পদ্ধতি সহজীকরণের লক্ষ্যে ১লা জানুয়ারী ১৯৯৯ হতে ঋণ শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশনিং এর সংশোধিত নীতিমালা জারী করা হয় যা নিম্নরূপঃ

ক) ঋণ শ্রেণীবিন্যাসের উদ্দেশে সকল ঋণ ও আগাম চার(৪) ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা ঃ- চলমান ঋণ, তলবী ঋণ, মেয়াদী ঋণ এবং স্বল্পমেয়াদী কৃষি ঋণও ক্ষুদ্র ঋণ।

খ) ঋণ শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি হিসেবে বস্তুগত ও গুণগত মাপকাঠি ব্যবহৃত হবে।

বস্তুগত মাপকাঠি ঃ- চলমান ও তলবী ঋণের ক্ষেত্রে উহা পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রমের ৩ মাস হতে ৬ মাসের কম সময়ের জন্য অনিয়মিত ঋণ 'নিম্নমান'; ৬ মাস হতে ১২ মাসের কম সময়ের জন্য অনিয়মিত ঋণ 'সন্দেহজনক' এবং ১২ মাস বা তদূর্ধ সময়ের জন্য অনিয়মিত ঋণ 'মন্দ ঋণ' হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে যেসব ঋণ সর্বোচ্চ পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে পরিশোধযোগ্য সেসব ঋণের ক্ষেত্রে 'কিস্তি খেলাপী'র পরিমাণ ৬ মাস সময়ে প্রদত্ত কিস্তির সমান বা অধিক হলে তা 'নিম্নমান'' ১২ মাস বা অধিক হলে তা 'সন্দেহজনক' এবং ১৮ মাস বা অধিক হলে তা 'মন্দঋণ' হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে। যেসব মেয়াদী ঋণ পাঁচ বছরের অধিক সময়ে পরিশোধযোগ্য সেসব ক্ষেত্রে 'কিস্তি খেলাপী'র পরিমাণ ১২

book Qp 6

মাস সময়ে প্রদত্ত কিস্তির সমান বা অধিক হলে সম্পূর্ণ ঋণ 'নিম্নমান' ; ১৮ মাস বা অধিক হলে তা 'সন্দেহজনক' এবং ২৪ মাস বা অধিক হলে তা 'মন্দঋণ' হিসেবে গণ্য হবে।

স্বল্পমেয়াদী কৃষি ঋণ ও ক্ষুদ্র ঋণ চুক্তিতে উল্লেখিত নির্ধারিত সময়ে পরিশোধিত না হয়ে অনিয়মিত হিসেবে ১২ মাস অতিক্রান্ত হলে তা 'নিম্নমান' ৩৬ মাস হলে 'সন্দেহজনক' এবং ৬০ মাস হলে 'মন্দ ঋণ' হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

গুণগত মান ঃ- যে কোন চলমান বা তলবী বা মেয়াদী ঋণ বস্তুগত মাপকাঠির ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য হোক বা না হোক কোন প্রতিকূল অবস্থার কারণে ঋণ গ্রহীতার মূলধন ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা জামানতের মূল্য হ্রাস পেলে অথবা অন্য যে কোন কারণে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে কোনরূপ অনিশ্চয়তা বা সন্দেহ দেখা দিলে গুণগত মানের ভিত্তিতে তা শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে।

গ) শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের সুদ হিসাবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নমান ও সন্দেহজনক হিসেবে শ্রেনীবিন্যাসিত ঋণের উপর সুদ আরোপ করা যাবে তবে তা সুদ আয় হিসেবে স্থানান্তর না করে 'স্থগিত সুদ' (Interest suspense) হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে। কোন ঋণ 'মন্দ ঋণ' হিসেবে শ্রেনীবিন্যাসিত হওয়া মাত্রই তার উপর সুদ আরোপ স্থগিত থাকবে। তবে কোন বিশেষ কারণে এরূপ ঋণের ক্ষেত্রে সুদারোপিত হলে তা 'স্থগিত সুদ' হিসেবে সংরক্ষিত হবে। অবশ্য কোন শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ বা ঋণের অংশ আদায় হলে প্রথমেই উক্ত জমা হতে অনারোপিত ও আরোপিত সুদ আদায় করা হবে। অতঃপর আসল ঋণ সমন্বিত হবে।

চলমান, তলবী এবং মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের বিপরীতে ব্যাংকসমূহকে I) নিম্নমান ২০% II) সন্দেহজনক ৫০% এবং III) মন্দ ১০০% হারে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে। অশ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের বিপরীতেও ১% হারে সাধারণ প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে। স্বল্পমেয়াদী কৃষি ঋণ ও ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে মন্দ ঋণের উপর ১০০% এবং মন্দ ব্যতীত অন্য সকল ঋণের উপর ৫% হারে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে।

৫। ১লা জানুয়ারী, ১৯৯৯ হতে ডিপোজিট ইনস্যুরেন্স স্কীমের আওতায় ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রদেয় প্রিমিয়ামের হার প্রতি ১০০ (একশত) টাকায় ৫ (পাঁচ) পয়সা হতে ৬ (ছয়) পয়সায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।

কৃষি খাতে অর্থ সংস্থান

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩২৭০০ মিলিয়ন টাকার ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ২৩৫২৫ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে মোট কর্মসূচীর মধ্যে ফসল উৎপাদনের জন্য ১৪৮৮৩ মিলিয়ন টাকা, সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ১০১ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের জন্য অবশিষ্ট ১৭৭১৬ মিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে (ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ পর্যন্ত) ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ মোট ১৭৮৯৯ মিলিয়ন টাকার কৃষি ঋণ প্রদান করেছে যা মোট কর্মসূচীর শতকরা ৫৪.৭৬ ভাগ। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৯৭০৭ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সময়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় শতকরা ৮৪.৩৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের (ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ পর্যন্ত) মোট আদায়কৃত কৃষি ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৩৮৪ মিলিয়ন টাকা, পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ১০৬৮৬ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে ঋণ আদায় শতকরা ২.৮৩ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ শেষে কৃষি ঋণের স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ৮১২৫৮ মিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৯০০৩৫ মিলিয়ন টাকায় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ৫৪১৩৯ মিলিয়ন টাকা হতে হ্রাস পেয়ে ৫১৫৫৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ৭ নম্বর সারণীতে কৃষি ঋণ কার্যক্রমের তুলনামূলক সার্বিক চিত্র এবং ৮ নম্বর সারণিতে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক চিত্র দেয়া হল।

book Qp 7

সারণি-৭

কৃষি ঋণ কার্যক্রম

(মিলিয়ন টাকায়)

অর্থ বছর	বার্ষিক কর্মসূচী	প্রকৃত বিতরণ	আদায়	বকেয়া/স্থিতি
১৯৯৭-৯৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত	২৩৫২৫	৯৭০৭	১০৬৮৬	৮১২৫৮
১৯৯৮-৯৯	৩২৬৮৮	১৭৮৯৯	১০৩৮৪	৯০০৩৭

সারণি -৮

(মিলিয়ন টাকায়)

ব্যাংকের নাম	কর্মসূচী (১৯৯৮-৯৯)	জুলাই, ১৯৯৮ হতে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ পর্যন্ত	
		বিতরণ	আদায়
সোনালী	৫১৮০	২০২১	৮১৫
জনতা	২৭৫০	১৬২১	৮০৩
অগ্রণী	৩৩০০	১৫৫০	৯৮৮
রূপালী	২৫৩	৭২	৪৭
পূবালী	-	-	-
উত্তরা	-	-	-
উপমোট	**১১৪৮৩**	**৫২৬৪**	**২৬৫৩**
বিকেবি	১৩৭৫০	১০২১৩	৫৯৪৫
রাকাব	৩৩০০	১৭৭১	১০৬৪
বিএসবিএল	১৫৫	৭	৭
বিআরডিবি	৪০০০	৬৪৪	৭১৫
উপমোট	**২১২০৫**	**১২৬৩৫**	**৭৭৩১**
সর্বমোট	**৩২৬৮৮**	**১৭৮৯৯**	**১০৩৮৪**

কৃষি খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃ অর্থ সংস্থান

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে (ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ পর্যন্ত) ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কৃষি খাতে পুনঃ অর্থ সংস্থান হিসেবে মোট ৬১৭১ মিলিয়ন টাকা গ্রহণ করেছে এবং পূর্ববর্তী কিস্তিসহ ৪৫০ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করেছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৬৫১ মিলিয়ন টাকা ও ১১২৩ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরের ফেব্রুয়ারী শেষে পুনঃ অর্থ সংস্থানের স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ৩০৬৬৯ মিলিয়ন টাকা হতে শতকরা ২৬.২৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮৭২৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

book Qp 8

কৃষি খাতে বন্যাত্তোর পুনর্বাসন কার্যক্রম

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের শুরুতে ভয়াবহ বন্যায় দেশের কৃষি খাত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তা পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কৃষি খাতে পুনর্বাসন কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে আলোচ্য বছরে ব্যাংকসমূহকে অনুসরণের জন্য নিম্নবর্ণিত নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়ঃ

(ক) বকেয়া ঋণ প্রদানে ব্যর্থতাজনিত কারণে ঋণ প্রাপ্তি থেকে কৃষকরা যেন বঞ্চিত না হয় সে লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ ও ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে বন্যার পূর্বে গৃহীত ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বকেয়া কৃষি ঋণ পুনঃ তফসিল করে নতুন করে ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দেয়া হয়। তাছাড়াও ১৯৯৬-৯৭ ও তদপূর্বে গৃহীত বকেয়া ঋণের বিপরীতে মামলা দায়ের না হয়ে থাকলে সে সমস্ত ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ পুনঃ তফসিল করে পুনরায় ঋণ প্রদানের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

(খ) ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ব্যাপারে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রতিটি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে/আঞ্চলিক কার্যালয়ে "অভিযোগ সেল" গঠন করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে এবং দ্রুততম সময়ে সেগুলো নিষ্পত্তির জন্য বলা হয়েছে।

(গ) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষীদের ঋণ প্রদানের শর্তাবলী সহজীকরণ করে অর্থাৎ নিবিড় তত্ত্বাবধান পূর্বক জামানত বিহীন ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে এবং বর্গাচাষী সনাক্ত করণে জমির মালিক বা তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টি গ্রহণের শর্ত পরিহার করতে বলা হয়েছে।

(ঘ) বন্যার কারণে যে সমস্ত চাষী রোপা আমন চাষ করতে পারেননি বা চাষকৃত ফসল নষ্ট হয়েছে তাদের সুবিধার্থে আমন ফসলের ঋণ প্রদানের সময় ৩০ শে সেপ্টেম্বর থেকে বর্ধিত করে ৩১শে অক্টোবর, ১৯৯৮ নির্ধারণ করা হয়েছে।

(ঙ) নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ঐ জমির বিপরীতে প্রদত্ত ঋণের দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এছাড়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পান, কলা ও আনারস চাষীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে।

(চ) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের ঋণের কিস্তি স্থগিত করে পুনঃ তফসিলকরণের মাধ্যমে নতুন করে ঋণ প্রদান করতে বলা হয়েছে।

(ছ) স্বল্পতম সময়ে কৃষি খাতের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচীর অংশ হিসেবে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, ব্যাংকসমূহ কৃষি যন্ত্রপাতি, বীজ, কীট-নাশক ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ এবং গবাদি পশুর টিকা ও ভেটেরিনারী ঔষধ আমদানীর জন্য স্বল্প মার্জিনে ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে ব্যাংকার-কাষ্টমার সম্পর্কের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার বিবেচনায় ঋণ প্রদান করতে পারবে।

book Qp 9

শিল্প ঋণ পরিস্থিতিঃ

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে শিল্প খাতে মোট ৪২১৭৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ১.৬৬ ভাগ বেশী। বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ৩৬১৩৮ মিলিয়ন টাকা ও ৬০৪০ মিলিয়ন টাকা যথাক্রমে চলতি মূলধন ও মেয়াদী ঋণ হিসাবে দেয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ১.৫৪ ভাগ কম এবং শতকরা ২৬.২০ ভাগ বেশী। শিল্পে বিনিয়োগের জন্য দেশে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের শিল্পে বিনিয়োগের ব্যাপারে পরামর্শ প্রদানের জন্য, বিশেষ করে প্রবাসী বাংলাদেশীরা যারা দেশে বিনিয়োগ করতে চান তাদের পরামর্শ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে গঠিত 'শিল্প ঋণ পরামর্শ সেল' এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের শুরুতে ভয়াবহ বন্যায় দেশের শিল্পখাত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তা পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। শিল্প খাতে পুনর্বাসন কার্যক্রম জোরদার করণের লক্ষ্যে আলোচ্য বছরে ব্যাংকসমূহকে অনুসরণের জন্য নিম্নবর্ণিত নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়ঃ

(ক) কোন ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পকে প্রদত্ত ঋণ পরিশোধের কিস্তি যদি সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর, ১৯৯৮ এই তিন মাসের মধ্যে প্রদেয় হয়, তাহলে ব্যাংক শুধুমাত্র এই তিনমাসে পরিশোধযোগ্য কিস্তি স্থগিত রাখবে এবং স্থগিত কিস্তিসমূহ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ হতে সর্বাধিক ছয় মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

(খ) যেসব শিল্প উদ্যোক্তার নিজ অর্থে স্থাপিত ও পরিচালিত, সেসব শিল্প বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকলে উদ্যোক্তা যদি ব্যাংক ঋণের জন্য আবেদন করেন তাহলে তা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

(গ) সর্বোচ্চ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত (মেয়াদী বা চলতি বা উভয়) ঋণ প্রদত্ত হয়েছে এমন শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হলে, সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে তা ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

(ঘ) রপ্তানীমুখী শিল্প সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হলে, সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে তা ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

(ঙ) যেসব শিল্প জুলাই, ১৯৯৮ পর্যন্ত উত্তম ট্রাক রেকর্ডসহ ঋণ পরিশোধে নিয়মিত ছিল, সেসব শিল্প বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পুনর্বাসন ঋণের জন্য আবেদন করলে তা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিনিময়যোগ্য বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ জুন, ১৯৯৮ শেষে ৮০২৬৬ মিলিয়ন টাকা (১৭৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) হতে ৫০৬৬ মিলিয়ন টাকা (১৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) হ্রাস পেয়ে ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে ৭৫২০০ মিলিয়ন টাকায় (১৫৫৫ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালে এর পরিমাণ ৯১৯৬ মিলিয়ন টাকা (১০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বৃদ্ধি পেয়ে ৮৪০৫৩ মিলিয়ন টাকায় (১৮২১ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়িয়েছিল। বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যান সারণি-৯ এ দেয়া হয়েছে।

book Qp 10

সারণি–৯

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

মাস শেষে	বিনিময় হার (মার্কিন ডলার/বাংলাদেশ টাকা)	মিলিয়ন মার্কিন ডলারে	মিলিয়ন টাকায়
১৯৯৬			
মার্চ	৪১০০	২২৩৪.৮৬	৯১৪০৫.৯০
জুন	৪১.৭৫	২০৩৮.৫৬	৮৪৯০৫.৯০
সেপ্টেম্বর	৪২.৪৫	১৯৭৯.০৬	৮৩৮১৩.২০
ডিসেম্বর	৪২.৪৫	১৮৬৮.১৮	৭৯১১৭.৬০
১৯৯৭			
মার্চ	৪৩.২০	১৭৯৪.১৯	৭৭৩২৯.৬০
জুন	৪৩.৬৫	১৭১৮.৮৮	৭৪৮৫৭.২০
সেপ্টেম্বর	৪৪.৫৫	১৬৩৪.৬৮	৭২৬৬১.৫০
ডিসেম্বর	৪৫.৪৫	১৬৬২.০৭	৭৫২৯২.৭০
১৯৯৮			
মার্চ	৪৬.৩০	১৮২১.৩০	৮৪০৫৩.০০
জুন	৪৬.৩০	১৭৩৯.২৪	৮০২৬৫.৯০
সেপ্টেম্বর	৪৭.১০	১৭১২.৮২	৮০৪১৬.৯০
ডিসেম্বর	৪৮.৫০	১৯৩৩.৫২	৯৩৪৮৫.৭০
১৯৯৯			
মার্চ	৪৮.৫০	১৫৫৫.৩২	৭৫১৯৯.৬০

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতি

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে দেশের রপ্তানি প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং অপ্রয়োজনীয় আমদানি নিরুৎসাহিতকরণের মাধ্যমে টাকার বহির্মূল্য সংহত করার লক্ষ্যে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার মূল্যমান ২ বার পরিবর্তন করা হয়। এর ফলে টাকা/ডলার বিনিময় হার যা জুন ১৯৯৮ শেষে ১ ডলার = ৪৬.৩০ টাকা ছিল তা মার্চ, ১৯৯৯ শেষে ১ ডলার = ৪৮.৫০ টাকায় দাঁড়ায়।

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে বৈদেশিক মুদ্রা বিধি ব্যবস্থাদিতে সাধিত পরিবর্তনসমূহ

১) ৭-৩-৯৮ তারিখ হতে নীট পোষাক রপ্তানির ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের মাত্রা অন্যূন ৪০% এ নির্ধারণ করা হয়।

২) বর্তমানে সরকারী বা বেসরকারী খাতে বৈদেশিক সরবরাহকারী ঋণের বিপরীতে বিদেশী প্রাপক পক্ষের অনুকূলে পরিশোধ ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যুর বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক মুদ্রা ও নীতি বিভাগের পূর্ব সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

৩) ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে সরকারী ও বেসরকারী খাতের পাটকল সমূহের উৎপাদিত পাটজাতপণ্য রপ্তানির বিপরীতে নগদ ভর্তুকী প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। রপ্তানিযোগ্য বিভিন্ন পাটজাত পণ্য সামগ্রীর ১-৭-৯৮ হতে ৩০-৬-৯৯ পর্যন্ত সময়কালে জাহাজীকৃত, বিদেশে রপ্তানীর জন্য এফ ও বি মূল্যের ১০% হারে এই ভর্তুকী পরিশোধযোগ্য। রপ্তানিকারক পাটকলসমূহ তাদের স্ব স্ব রপ্তানির ডকুমেন্টস্ নিগোসিয়েশনকারী ব্যাংক শাখায় নগদ ভর্তুকীর আবেদনপত্র দাখিল করে রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসিত হওয়ার পর একই শাখা হতে ভর্তুকী পরিশোধ লাভ করবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ স্থিতি পত্র-ইস্যু বিভাগ

সংযোজনী-১

দায়

বিবরণ	৩০শে জুন, ১৯৯৮		৩০ শে জুন, ১৯৯৭	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	২	৩	৪	৫
ব্যাংকিং বিভাগে রক্ষিত নোট	১১৪২২৯৫		২৪৮৫০০০	
প্রচলিত নোট *	৮৮৫২২১৫২৮২৫		৮২৪৯১৮৮১৬০০	
মোট প্রচলিত নোট		৮৮৫২৩২৯৫১২০		৮২৪৯৪৩৬৬৬০০
মোট দায়		৮৮৫২৩২৯৫১২০		৮২৪৯৪৩৬৬৬০০

* বাতিলকৃত পাকিস্তানী নোট যা বাজার হতে প্রত্যাহৃত হয়েছে তদপরিবর্তে পাকিস্তান সরকার/স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান-এর উপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ ব্যাংকের উক্ত দাবী সম্পর্কে কোন প্রতিকূলতা সৃষ্টি করবে না।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ স্থিতি পত্র-ইস্যু বিভাগ

সংযোজনী-১ (চলমান)

সম্পদ

বিবরণ	৩০শে জুন, ১৯৯৮		৩০ শে জুন, ১৯৯৭	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	২	৩	৪	৫
ক) স্বর্ণ মুদ্রা ও স্বর্ণ বার	১০৮১১৭৪০০০		১১১১১৩৭০০০	
রৌপ্য বার				
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের রক্ষিত এস ডি আর	৪০০০০০০০০০	৪১০৮১১৭৪০০০	৪০০০০০০০০০	৪১১১১১৩৭০০০
অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা				
খ) টাকা মুদ্রা	৩৮৯৩৩৩৮২৯		৫৭০৪০৫৩০৯	
বাংলাদেশ সরকারের ঋণপত্র **	১৬৪৪১৯৫৭০৮৬		১০৫৭১৯৯৪০৮৬	
অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও অন্যান্য বাণিজ্যিক কাগজ	৩০৬১০৮৩০২০৫	৪৭৪৪২১২১১২০	৩০২৪০৮৩০২০৫	৪১৩৮৩২২৯৬০০
				০
		৮৮৫২৩২৯৫১২০		৮২৪৯৪৩৬৬৬০০
মোট সম্পদ				০

** পাকিস্তানী নোটের পরিবর্তে বাংলাদেশী নোট ইস্যু করার জন্য সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্ট বিশেষ এডহক ট্রেজারী বিলও এর অন্তর্ভুক্ত।

book Qp 12

সংযোজনী-১ (চলমান)

বাংলাদেশ ব্যাংক ঃ স্থিতিপত্র-ব্যাংকিং বিভাগ

সম্পদ

বিবরণ	৩০শে জুন, ১৯৯৮		৩০শে জুন, ১৯৯৭	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	২	৩	৪	৫
মোট		১১৪২২৯৫		২৪৮৫০০০
টাকা মুদ্রা		১৩২		২৪৪
সম্পূরক মুদ্রা		৯৯		৩২
ক্রীত ও বাট্টাকৃত বিল				
ক) অভ্যন্তরীণ		-	-	
খ) বৈদেশিক		-	-	
গ) সরকারী ট্রেজারী বিল	৪৮৯৮৫৬৬৭১	৪৮৯৮৫৬৬৭১	৪৯৮৪৯৯৫৫০	৪৯৮৪৯৯৫৫০
বাংলাদেশের বাইরে রক্ষিত স্থিতি		৩৬৭৮২৮৭১১৪১		৩২৭৭৫৩৮৫৪৫৭
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের রক্ষিত এস ডি আর		১১৭৮২৩৫৪৮৯		৩৫৩৭২৯৯২
সরকারের প্রদত্ত ঋণ ও আগাম		৯৪০০০০০০০		৯৪০০০০০০০
অন্যান্য ঋণ ও আগাম		১২৮১৬৫২০৮৯২		১১২৪০২২৯২৩৪
বিনিয়োগ		৩৮৯২১৫৮৫৮৪০		৩১৬৯৯৩১০২৪০
অন্যান্য সম্পদ		২৩৫০৩৩৪৫৪১১		২১৯৯২০০৬১২০
মোট সম্পদ		১১৪৩৩৩৫৫৭৯৭০		১০৩৮৮৩২৮৮৫৯৩

★ নগদ টাকা ও স্বল্প মেয়াদী ঋণপত্র এর অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ স্থিতি পত্র-ব্যাংকিং বিভাগ

সংযোজনী–১ (সমাপ্ত)

দায়

বিবরণ	৩০শে জুন, ১৯৯৮		৩০শে জুন, ১৯৯৭	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	২	৩	৪	৫
পরিশোধিত মূলধন		৩০০০০০০০		৩০০০০০০০
সংরক্ষিত তহবিল		৩০০০০০০০		৩০০০০০০০
পল্লী ঋণ তহবিল		২৮০০০০০০০		২৬০০০০০০০
শিল্প ঋণ তহবিল		১০৮৭৮৫২৪৫০		৯৩৭৮৫২৪৫০০
রপ্তানী ঋণ তহবিল		১০৪০০০০০০০		৯১০০০০০০০
কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল		২৮০০০০০০০		২৬০০০০০০০
আমানতঃ				
ক) সরকার	১৪৭৪২৫৯১		৯৯৪৪০১৫	
খ) ব্যাংক	৩৬৫৫৮৮৪৭৩৭		৩০১৭৭৮৯৪৪১	
গ) অন্যান্য	৪১৮২৮৭৩৫০২৬	৭৮৪০১৮২২৩৫৪	৪৩৬৪৪৫৭২৭০৬	৭৩৮৩২৩০৬১৬২
এস ডি আর এর বরাদ্দ		৯১৭৪৩১২০৬		৯১৭৪৩১২০৬
দেয় বিল		১২৩০৩৮৩		৫২৬৩৮৮১
অন্যান্য দায়		২৭২১৪১৪৮১২৫		২২০২০৪৩৪৮৯৪
মোট দায়		১১৪৩৩৩৫৫৭৯৭০		১০৩৮৮৩২৮৮৫৯৩

book Qp 14

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক

সোনালী ব্যাংক

সোনালী ব্যাংক দেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক যার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। সারা দেশে ব্যাংকটির ১৩১১টি শাখা (শহরাঞ্চলে ৪২৭টি এবং গ্রামাঞ্চলে ৮৮৪টি শাখা) এবং বহির্বিশ্বে ৭টি শাখা রয়েছে যার মধ্যে ৬টি যুক্তরাজ্যে ও ১টি ভারতের কলকাতায় অবস্থিত। এছাড়া ১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড নামে একটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানী স্থাপনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং অঙ্গনে ব্যাংকটি কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। এ কোম্পানী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের অর্থ সহজে ও দ্রুত দেশে প্রেরণের আন্তর্জাতিক অর্থ প্রেরক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে থাকে। একই উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ- ইয়র্কের ব্রুকলিনে ১৯৯৬ সালে কোম্পানীর একটি এবং ১৯৯৭ সালে কুইনস-এ আরও একটি বুথ স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৯৮ সালে লস এঞ্জেলস -এ একটি এবং নিউইয়র্কের এস্টোরিয়াতে আরও একটি বুথ খোলা হয়েছে।

১৯৯৮ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে সোনালী ব্যাংকের মোট অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০০ মিলিয়ন, ৩১৭২ মিলিয়ন ও ১৮৬৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির

সোনালী ব্যাংক ঃ মধুপুর অঞ্চলের একটি আনারস বাগান। অর্থায়ন করেছে সোনালী ব্যাংক।

১২০৬১ জন কর্মকর্তা ও ১৪৪৫৭ জন কর্মচারীসহ মোট জনশক্তি ছিল ২৬৫১৮ জন।

১৯৯৮ সালে সোনালী ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ১৬৭৩৩ মিলিয়ন টাকা (১২%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৫২৭৯৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটির তলবী আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৩৮৬১ মিলিয়ন টাকা (১১%)। অন্যদিকে মেয়াদী আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১২৮৭২ মিলিয়ন টাকা (১৩%)। ১৯৯৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সোনালী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতির পরিমাণ ১২০৭৭ মিলিয়ন টাকা (১১%) বৃদ্ধি পেয়ে ১১৭১৪৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালে সোনালী ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের মধ্যে সরকারী খাতের অংশ ছিল ২০১৩১ মিলিয়ন টাকা (১৭%) এবং বেসরকারী খাতের অংশ ছিল ৯৭০১৪ মিলিয়ন টাকা (৮৩%)। ১৯৯৮ সালে সোনালী ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ৮৯২৮৯ মিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১০০৮৯১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্স বাবদ ব্যবসার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৪২৭০ মিলিয়ন টাকা, ৩৬৮২৮ মিলিয়ন টাকা ও ২৯৭৯৩ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির বিনিয়োগ ১৯৯৮ সালে ৩৯৪৬ মিলিয়ন টাকা (১৪%) বৃদ্ধি পেয়ে ৩১২৯৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সোনালী ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০০	১০০০০	১০০০০	১০০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩২৭২	৩২৭২	৩২৭২	৩২৭২
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৭৪৩	১৮৬৬	১৮৬৬	১৮৬৬
৪।	আমানতঃ	**১৩৬০৬২**	**১৫২৭৯৫**	**১৪৭১৭৫**	**১৭৭১১২**
	ক) তলবী আমানত	৩৬৪৮৯	৪০৩৫০	৩৫৪৬৩	৪১০৯৬
	খ) মেয়াদী আমানত	৯৯৫৭৩	১১২৪৪৫	১১১৭১২	১৩৬০১৬
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১০৫০৬৯	১১৭১৪৬	১১৮২৬৮	১৪০০০০
৬।	বিনিয়োগ	২৭৩৪৮	৩১২৯৪	৩১৫৩৮	২৮০০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৮০৬৮২	১৯৯২৫০	২০২২৬১	২০৫২৬৪
৮।	মোট আয়	৯৮৩৬	১১৬৩১৮	২৯৫৩	৭৪০৬
৯।	মোট ব্যয়	১৭০৪	১০৯৬০	২৮৩৪	৬৪৩৮
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	**৮৯২৮৯**	**১০০৮৯১**	**২৭২৮২**	**৫১৩২৬**
	ক) রপ্তানি	৩৩১৫৮	৩৬৮২৮	৮৪৫৮	১৬৯১৭
	খ) আমদানি	৩২০৩৯	৩৪২৭০	১১৬২০	২০০০০
	গ) রেমিটেন্স	২৪০৯২	২৯৭৯৩	৭২০৪	১৪৪০৯
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	**২৬১২৫**	**২৬৫১৮**	**২৬৪৩০**	**২৬৪৮৯**
	ক) কর্মকর্তা	১১৬২৯	১২০৬১	১১৯৮৮	১২০৬৮
	খ) কর্মচারী	১৪৪৯৬	১৪৪৫৭	১৪৪৪২	১৪৪২১
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩৪৬	৩৬৯	৩৭৫	৩৮০
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	**১৩১৩**	**১৩১১**	**১৩০৮**	**১৩০৫**
	ক) বাংলাদেশে	১৩০৬	১৩০৪	১৩০৪	১৩০৪
	খ) বিদেশে	৭	৭	৪	১

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৮ সালে সোনালী ব্যাংক মোট ৪৯৭৪২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৪২৩২০ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৮৫৩১ মিলিয়ন ও ৪১৩১১ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৯৮ সালে সোনালী ব্যাংক কৃষি খাতে ৩৯৩৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ২৮৬১ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমান ছিল যথাক্রমে ২৮৬৮ মিলিয়ন টাকা ও ৩১৫০ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বৎসরে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১২০৪৭ মিলিয়ন টাকা ও ৮৪৪৭ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমান ছিল যথাক্রমে ১০৭২২ মিলিয়ন টাকা ও ৬৫৩৫ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাতওয়ারী ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ব্যবস্থা সারণি-২ এ দেয়া হল।

সারণি–২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭						
বিতরণ	২৮৬৮	১১৮৯	৯৫৩৩	১০৭২২	৩৪৯৪১	৪৮৫৩১
আদায়	৩১৫০	৪৪৫	৬০৯০	৬৫৩৫	৩১৬২৬	৪১৩১১
১৯৯৮						
বিতরণ	৩৯৩৫	১৩১৮	১০৭২৯	১২০৪৭	৩৩৭৬০	৪৯৭৪২
আদায়	২৮৬১	৬০৫	৭৮৪২	৮৪৪৭	৩১০১২	৪২৩২০
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ ★						
বিতরণ	৫৯০	৩০০	১৫২৭	১৮২৭	৮১৬৭	১০৫৮৪
আদায়	৭৫০	২২০	১১৫৩	১৩৭৩	৭৭৯০	৯৯১৩
৩০ শে জুন, ১৯৯৯ ★★						
বিতরণ	১১৮০	৭৩০	৩০৫৪	৩৭৮৪	১৬৩৩৪	২১২৯৮
আদায়	১৩৭৫	৪০০	২৪০৬	২৮০৬	১৫৫৯২	১৯৭৭৩

★ সাময়িক।
★★ প্রাক্কলিত।

book Qp 17

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৮ সালে সোনালী ব্যাংক ১২৩৩ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছে। পূর্ববর্তী বছরে এ খাতে মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ১৭৪৮ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পুঞ্জীভূত মোট শিল্প ঋণের (মেয়াদী) মধ্যে ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল থেকে মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ ২১৪৫৩ মিলিয়ন টাকা এবং বিভিন্ন বৈদেশিক ঋণ কর্মসূচীর আওতায় বৈদেশিক ঋণের অংশ ১১১৮ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটি শিল্পখাতে চলতি মূলধন ঋণবাবদ ১০৭২৯ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে।পূর্ববর্তী বছরে এ খাতে বিতরণের পরিমাণ ছিল ৯৫৩৩ মিলিয়ন টাকা। শিল্পের আকার অনুযায়ী ঋণের পরিমাণ সারণি-৩ এ দেখানো হ'ল।

সারণি–৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৮২	৩৭৫৭৮	৩৭৭৬০
পরিমাণ	১২৫৬৬	১০০০৫	২২৫৭১
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১২	৩১৫৯	৩১৭১
পরিমাণ	৭০৮	৫২৫	১২৩৩
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৮৯	৩৯০৬৯	৩৯২৫৮
পরিমাণ	১৩৩১১	১০২৫৮	২৩৫৬৯
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৭	১০৯১	১০৯৮
পরিমাণ	৭৪৫	২৫৩	৯৯৮
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৭	১৯০০	১৯১৭
পরিমাণ	১০৪৫	৪৫৩	১৪৯৮

★ প্রাক্কলিত।

অন্যান্য কার্যাবলী

কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচীঃ

সোনালী ব্যাংক ১৯৭৩/৭৪ সাল থেকে পল্লী এলাকায় কৃষি/পল্লী ঋণ প্রদান শুরু করেছে। ব্যাংকের বর্তমান বকেয়া কৃষি/পল্লী ঋণের পরিমাণ ২৭২১৯ মিলিয়ন টাকা যার প্রধান অংশ কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন এবং গ্রামীণ ক্ষুদ্র চাষীদের আয় বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যাংকের মোট ১৩১১টি শাখা (৭টি বৈদেশিক শাখাসহ) মধ্যে ১০৭৩টি শাখার মাধ্যমে সারাদেশের ১১৪০টি ইউনিয়নে পল্লী ঋণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। ব্যাংকের কৃষি/পল্লী ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা বর্তমানে ২.৬৫ মিলিয়ন। এ ঋণ কর্মসূচী/প্রকল্পের আওতায় মূলতঃ ক্ষুদ্র আপায় বর্ধক কর্মকান্ড উল্লেখযোগ্য।

কৃষি বিনিয়োগ কর্মসূচীঃ

সোনালী ব্যাংক ১৯৯৩ ইং সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুসহ বিভিন্ন কৃষি উপখাতে পুঁজি বিনিয়োগে অক্ষম অথচ সম্ভাবনাময় গ্রামীণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে নিবিড় তদারকিমূলক ব্যবস্থাপনায় বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচী প্রবর্তন করেছে। নির্ধারিত ২৩০টি শাখার মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে কোন সহায়ক জামানত ছাড়াই ৫০ হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে কর্মসূচী সূচিত হয়েছে। ১৯৯৮ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এ কর্মসূচীতে ১৮১৩৭ জন উদ্যোক্তার মাঝে ৮০৮ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। যার বিপরীতে আদায় হার প্রায় ৬৬%। প্রদত্ত ঋণের প্রায় ৮০% জামানত বিহীন ঋণ। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় সম্পূর্ণ ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষমতা মাঠ পর্যায়ে ন্যস্ত আছে।

কৃষিজ শিল্পঋণ কর্মসূচী ঃ

ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারে দুগ্ধ উৎপাদন, গরু মোটাতাজাকরণ, মহিষ পালন, হাঁস-মুরগী, মৎস্য খামার সনাতনী ও আধা নিবিড় চিংড়ী (গলদা, বাগদা) চাষ, মৎস্য হ্যাচারী, চিংড়ী হ্যাচারী (গলদা ও বাগদা), মুরগী হ্যাচারী ও ফিডমিল (চিংড়ী, মাছ, মুরগী ও গবাদি পশু খামারের জন্য) ও দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ খামার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সাল হতেই সোনালী ব্যাংক তদারকিমূলক কৃষিজ শিল্প ঋণ কর্মসূচী প্রবর্তন করেছে। উল্লেখিত দুটি কৃষিজ বিনিয়োগ কর্মসূচীর কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা তৈরী, লালন ও উন্নয়ন করাই কর্মসূচী দুটির লক্ষ্য। কৃষিজ শিল্প ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ব্যাংক এ পর্যন্ত ১১৭ জন উদ্যোক্তাকে ৮২০ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুরী দিয়েছে। আলোচ্য কর্মসূচীতে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষমতা জোনাল অফিস ও কর্পোরেট শাখা প্রধানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

সোনালী ব্যাংক এ চামড়ার তৈরী আধুনিক ফ্যাশন সামগ্রী তৈরীতে অর্থায়ন করেছে সোনালী ব্যাংক।

পুকুরে মৎস্য চাষ ঋণ কর্মসূচীঃ

গ্রামাঞ্চলের হাজা-মজা জলাশয় ও পুকুরকে সংস্কার করে মৎস্য চাষের আওতাভূক্ত করার জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে পুকুরে মৎস্য চাষ ঋণ কর্মসূচী সম্প্রতি চালু করা হয়েছে। ক্ষুদ্র পুকুর মালিক/ অংশীদারদের ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য সারাদেশের ২০০টি শাখাকে মনোনীত করা হয়েছে। এ খাতে সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে।

দারিদ্র্য বিমোচন ঋণ কর্মসূচীঃ

গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠির উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন ঋণ কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। ব্যাংকের পল্লী ঋণ কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিম্নোক্ত কর্মসূচী/প্রকল্প সমূহ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছেঃ-

১) এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর জেলার ৮২টি থানায় পরিচালিত পল্লী দরিদ্র সমবায় প্রকল্প, (২) ইইসি ও নেদারল্যান্ড সরকারের সহায়তায় বৃহত্তর রংপুর জেলায় পরিচালিত আরডি-৯ প্রকল্প, (৩) সরকারের জনশক্তি ও কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) সহায়তায় পরিচালিত বিত্তহীন ঋণ প্রকল্প, (৪) স্বনির্ভর বাংলাদেশ এর সহায়তায় পরিচালিত স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী এবং (৫) কুড়িগ্রামে পরিচালিত ইফাদ সাহায্যপুষ্ট প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামার পদ্ধতির মাধ্যমে শস্য নিবিড়করণ প্রকল্প। এ ছাড়াও বিত্তহীনদের ঋণ প্রদানের একটি কার্যকর মডেল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার সংগে ২টি গবেষণামূলক ঋণ কর্মসূচী পরিচালনা করেছে। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাংক এ পর্যন্ত ৫০৩৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে, যার সুফল ভোগ করছে ৭৫৫০০০ দরিদ্র জনগোষ্ঠী। যার মধ্যে ৪৯৯২০০ জন হচ্ছে মহিলা।

মহিলা ঋণ কর্মসূচী ঃ

দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় এটিও একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ। সারাদেশের ১৩০টি থানায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায় সোনালী ব্যাংক-এ মহিলা ঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শুধুমাত্র মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য এবং মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এটিই বৃহত্তম ঋণ কর্মসূচী। এই প্রকল্পে ব্যাংক কর্তৃক এ যাবত ৮০৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আদায়ের হার প্রায় ৯৫%। এ কর্মসূচীটি সমবায়ী কাঠামোর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ৩১৬৪টি প্রাথমিক সমিতির (এম এস এস) ১৫৯৮২৩ জন মহিলা বর্তমানে উক্ত ঋণ সুবিধা ভোগ করছেন।

উপরোক্ত বহুমুখী আয় বর্ধক কর্মসূচী গ্রহণ করায় কৃষি খাতে উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় আলোচ্য কর্মসূচীগুলো সর্বস্তরে উচ্চশিত প্রশংসা ও সমাদৃত হয়েছে। তাছাড়া আলোচ্য কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়নের ফলে পল্লী এলাকায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে মৌসুমী বেকার লোকদের আয়ও বেড়েছে।

ব্যাংক ইতোমধ্যে আলোচ্য কর্মসূচীগুলো সফল বাস্তবায়নের জন্য নিবিড় তদারকি ও পরিবীক্ষণ উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এ লক্ষ্যে ব্যাংক বেশ কিছু সংখ্যক কৃষি গ্র্যাজুয়েট বিশেষ করে মৎস্য ও পশু সম্পদ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেছে। তাছাড়াও আলোচ্য কর্মসূচীগুলোতে কারিগরী সহায়তা প্রদানের জন্য ৫ জন কৃষি বিশেষজ্ঞ এবং বেশ কিছু সংখ্যক ফাইন্যান্সিয়াল এনালিষ্ট নিয়োগ করা হয়েছে। এ ছাড়াও ঢাকা শহরের মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য মাইক্রো ক্রেডিট ও এনজিও লিংকেজ কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন এনজিওদের ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

সোনালী ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি ৪ এ দেয়া হল।

সারণি- ৪

খাত- ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ ৩১, ১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৯ (প্রাক্কলন)
১।	**কৃষি ও মৎস্যঃ**	২১০১৪	২২৮২৪	২৩৪৮০	২৪১২৫
	ক) শস্য	১৪২৭৮	১৫০৩৯	১৬৬৮০	১৭৩০০
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৬৭৩৬	৬৭৮৫	৬৮০০	৬৮২৫
২।	**শিল্পঃ**	**৩৫২৬৭**	**৩৯৯৮৮**	**৪০১৩৩**	**৪০৪৩৪**
	ক) বৃহৎ মাঝারী	২৩৫২০	২৭৫০২	২৭৬১৬	২৭৮৮১
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১১৭৪৭	১২৪৮৬	১২৫১৭	১২৫৫৩
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	১০৯৪৮	১০৫৩৬	১০৬০৬	১০৬৮৭
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	২৭৬০	৩০৪৬	৩০৫০	৩০৬৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৩৮	১৬৫	১৬৬	১৬৮
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ**	**১৯৪১**	**৩৩৯৭**	**৩৪৮৮**	**৩৫৩৫**
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	১৪৮২	২৯১৮	২৯৪৮	২৯৭৫
	খ) অন্যান্য	৪৫৯	৪৭৯	৫৪০	৫৬০
৭।	অন্যান্য	৩৩০০১	৩৭১৯০	৩৭৩৪৫	৩৭৯৮৬
	সর্বমোট	১০৫০৬৯	১১৭১৪৬	১১৮২৬৮	১৪০০০০

জনতা ব্যাংক

জনতা ব্যাংক দেশের একটি বৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক যার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮০০০ মিলিয়ন টাকা, ২৫৯৪ মিলিয়ন টাকা ও ৩৬৮ মিলিয়ন টাকা। বিদেশে ৪টি শাখাসহ ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ৮৯৭টি। বিদেশী শাখাসমূহ সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবী, দুবাই, শারজাহ ও আল-আইনে অবস্থিত। ১৯৯৮ সালের শেষে ব্যাংকের মোট জনশক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৪৫১ জন, যার মধ্যে ৮১৮১ জন কর্মকর্তা ও ৯২৭০ জন কর্মচারী।

১৯৯৮ সালে জনতা ব্যাংকের আমানত ১৪৫৬ মিলিয়ন টাকা (১.৬৭%) বৃদ্ধি পেয়ে ৮৮৫৫৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে মোট আমানতের মধ্যে তলবী আমানত বৃদ্ধি পায় ১৭৭৪ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদী আমানত হ্রাস পায় ৩১৮ মিলিয়ন (০.৪৫%) টাকা। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটির ঋণের স্থিতির পরিমাণ ২৫৮৭ মিলিয়ন টাকা (৪.১৮%) বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪৫১৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালে ঋণের স্থিতি ৮৭৬৯ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটির বিনিয়োগের পরিমাণ ৯৯৩ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ১৮০৬৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। জনতা ব্যাংক ১৯৯৮ সালে মোট ৭৬৬০১ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা পরিচালনা করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৬৯৫৪৭ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটির মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৫৪০১ মিলিয়ন টাকা, ২১৩৫০ মিলিয়ন টাকা ও ৯৮৫০ মিলিয়ন টাকা। জনতা ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

জনতা ব্যাংক ঃ ব্যাংকের অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত একটি বহুতল ভবন।

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৮ সালে জনতা ব্যাংক ১১২৭১২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১০১৭৯৫ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২৪৭৯৩ মিলিয়ন ও ৯৫৫০ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃতঋণের মধ্যে কৃষি ও শিল্প খাতে যথাক্রমে ১৯১৩ মিলিয়ন টাকা এবং ১০৮৯৪ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৬০৯ মিলিয়ন টাকা ও ১৩১৮৯ মিলিয়ন টাকা। জনতা ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮ *	৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ (সাময়িক)	৩০ শে জুন, ১৯৯৮ প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৮০০০	৮০০০	৮০০০	৮০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৫৯৪	২৫৯৪	২৫৯৪	২৫৯৪
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৩৬	৩৬৮	৩৬৮	৩৬৮
৪।	আমানতঃ	৮৭১০২	৮৮৫৫৮	৮৭১০৭	৯১৫০০
	ক) তলবী আমানত	১৬৭৭৮	১৮৫৫২	১৬৪০৩	১৮০০০
	খ) মেয়াদী আমানত	৭০৩২৪	৭০০০৬	৭০৭০৪	৭৩৫০০
৫।	অগ্রিম	৬১৯২৮	৬৪৫১৫	৬২৫০৪	৬০০০০
৬।	বিনিয়োগ	১৯০৫৮	১৮০৬৫	১৩০৭০	১৮০০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৯৫৭২৯	৯৭৮১৯	৮৮৫০০	৯৯০০০
৮।	মোট আয়	৭৫৯৩	৮৫৫২	২৩৯৭	৪৭৯৪
৯।	মোট ব্যয়	৬৪৯৩	৭১৮৬	২০৩৬	৪০৭৩
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৬৯৫৪৭	৭৬৬০১	১৮৮৮০	৩৯৪০০
	ক) রপ্তানি	২২৯৬৯	২১৩৫০	৪৫০০	১০০০০
	খ) আমদানি	৩৬৯৩৮	৪৫৪০১	১২০০০	২৪০০০
	গ) রেমিটেন্স	৯৬৪০	৯৮৫০	২৩৮০	৫৪০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৭১১৩	১৭৪৫১	১৭৩৭৬	১৭৪০২
	ক) কর্মকর্তা	৭৬৯৩	৮১৮১	৮১৩৯	৮৫৪৯
	খ) কর্মচারী	৯৪২০	৯২৭০	৯২৩৭	৮৮৫৩
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১১০২	১১৬০	-	-
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	৮৯৭	৮৯৭	-	-
	ক) বাংলাদেশে	৮৯৩	৮৯৩	-	-
	খ) বিদেশে	৪	৪	-	-

* ক্রমিক নং ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সাময়িক।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৮ সালে জনতা ব্যাংক ৪০টি শিল্প প্রকল্পের জন্য মোট ১৯৮১ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছে। ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ব্যাংকটির ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০০২৪ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে ৯৮৭৪ মিলিয়ন টাকা (৯৮%) মঞ্জুর করা হয় বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প খাতে। জনতা ব্যাংকের শিল্প ঋণের আকার ভিত্তিক অবস্থা সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭						
বিতরণ	১৬০৯	৭৪২	১২৪৪৭	১৩১৮৯	১০৯৯৯৫	১২৪৭৯৩
আদায়*	১৪৯৬	৩৩৮	৫২৮	৮৬৬	৭১৮৮	৯৫৫০
১৯৯৮						
বিতরণ	১৯১৩	৭৫৫	১০১৩৯	১০৮৯৪	৯৯৯০৫	১১২৭১২
আদায়	১৩২৫	৫৪৫	১০০১০	১০৫৫৫	৮৯৯১৫	১০১৭৯৫
৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯**						
বিতরণ	৯৮৬	২০০	২১৪৯	২৩৪৯	৮০০	৪১৩৫
আদায়	৩৪১	১৫০	১০৫০	১২০০	৭২০	২২৬১
৩০শে জুন, ১৯৯৯***						
বিতরণ	১৪৮৫	৪০০	৪৮০০	৫২০০	১৬৫০	৮৩৩৫
আদায়	৯০০	৩০০	৪০০০	৪৩০০	১৫০০	৬৭০০

* কেবলমাত্র শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণ আদায়
** সাময়িক
*** প্রাক্কলিত

জনতা ব্যাংক : ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি ঔষধ শিল্প।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও মাঝারী	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৩২০	৩৪৩৩	৪৭৫৩
	পরিমান	৯৮৭৪	১৫০	১০০২৪
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৪	১৬	৪০
	পরিমাণ	১৮৯৫	৮৬	১৯৮১
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১,১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৩২৭	৩৪৩৬	৪৭৬৩
	পরিমাণ	১০১৯৯	১৫৬	১০৩৫৫
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১,১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭	৩	১০
	পরিমাণ	৪৭৫	৭	৪৮২
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৮	৭	২৫
	পরিমাণ	৯৮৫	১৫	১০০০

*প্রাক্কলিত

দারিদ্র্য বিমোচন/পল্লী ঋণ কর্মসূচী

জনতা ব্যাংক দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংকের নিজস্ব উদ্যোগে ও দেশী-বিদেশী সংস্থার সহযোগিতায় বিভিন্ন দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত ঋণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে আসছে। এ সকল কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এ ঋণ ব্যক্তি ও গ্রুপের মাধ্যমে কোন সহায়ক জামানত ছাড়াই বিতরণ করা হয়। ঋণের সীমা ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৫০০০ টাকা এবং ৫ হতে ২০ সদস্যের গ্রুপের ক্ষেত্রে দুই লক্ষ টাকা। দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত ঋণ কর্মসূচীগুলোর নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি অন্যতমঃ

ক) ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন কৃষক উন্নয়ন প্রকল্প,

খ) স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী,

গ) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামার পদ্ধতিতে শস্য নিবিড়করণ প্রকল্প,

ঘ) রুরাল পুওর প্রোগ্রাম (আরপিপি),

ঙ) বহুমুখী ঋণ কর্মসূচী,

চ) গ্রুপ ভিত্তিক ঋণ ও সঞ্চয় কর্মসূচী,

ছ) এনজিওদের সাথে সমন্বয় কর্মসূচী।

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ পর্যন্ত ৩ লাখ ২০ হাজার জন ঋণ গ্রহীতাকে মোট ২১০১ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ কর্মসূচীগুলির মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার মহিলার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকের ৬৪৭টি শাখা দেশের ৭২১টি ইউনিয়নে পল্লী ঋণ কার্যক্রমের সংগে জড়িত রয়েছে। ১৯৯৮ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে জনতা ব্যাংকের মোট পল্লী ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৫৬১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এর পরিমাণ ছিল ৪৫০৮ মিলিয়ন টাকা। এ স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৯ সালের ৩০শে জুন তারিখে প্রায় ৬১৫৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচন ও বিশেষ ঋণসহ ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

book Qp 25

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ, ৩১,১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০,১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্যঃ**	২৬৯০	৩৪৬০	৩৮৫৫	৩৮২৭
	(ক) শস্য	২২৮৮	২৯৩৯	৩২৭৫	৩২৫১
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৪০২	৫২১	৫৮০	৫৭৬
২।	**শিল্পঃ**	২৫৩২৮	২৩৪১২	১৮৬৯৫	২০১৫০
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২৩৩০৮	২৩২৭৬	১৮৫৫৫	২০০০০
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	২০২০	১৩৬	১৪০	১৫০
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	১৬২৫	৪০৬৫	৪৪০০	৪৭০০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১০৬৯	৫০	৭০	১০০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৯৯	৩৬৪	৩১৯	২২৯
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ**	১৮১৮	২১০১	২৩৪১	২৩২৭
	দরিদ্র বিমোচন	৭৪০	৮৩২	৯২৭	৯২০
	অন্যান্য	১০৭৮	১২৬৯	১৪১৪	১৪০৭
৭।	অন্যান্য	২৮৯৯৯	৩১০৬৩	৩২৮২৪	২৮৬৬৭
	সর্বমোট	৬১৯২৮	৬৪৫১৫	৬২৫০৪	৬০০০০

book Qp 26

অগ্রণী ব্যাংক

অগ্রণী ব্যাংক দেশের অন্যতম বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে অগ্রণী ব্যাংকের অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮০০০ মিলিয়ন টাকায় ও ২৪৮৪ মিলিয়ন টাকায়। রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১৪ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ৯০৩টিতে যার মধ্যে ৫৮৬টি বা শতকরা ৬৫ ভাগ পল্লী এলাকায় অবস্থিত। ব্যাংকটির মোট জনবলের সংখ্যা হচ্ছে ১৩৫৩০ জন যার মধ্যে ৭০৫১ জন কর্মকর্তা ও ৬৪৭৯ জন কর্মচারী। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ছাড়াও ১৯৯৮ সালে ৪৪টি কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে মোট ১২৩৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ বছর ব্যাংকটি ৮৪৯ মিলিয়ন টাকা মুনাফা অর্জন করেছে।

১৯৯৮ সালে অগ্রণী ব্যাংকের আমানত শতকরা ১৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৫০৭৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উক্ত সময়ে তলবী আমানত ১৮৯ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পায় এবং মেয়াদী আমানত ৯৯০৭ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৮ সালে প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটির আমানত ১৮১৯ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ৫২৯৩ মিলিয়ন টাকা (৯%) বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭৪৬১ মিলিয়ন টাকার দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ঋণের স্থিতি ৬৯৪৮৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির বিনিয়োগের পরিমাণ ৪৯৫৭ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২২৫৫৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালে অগ্রণী ব্যাংক মোট ৯২৩৮৯ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর মধ্যে আমদানি , রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩০৪৩৪ মিলিয়ন টাকা, ৩৫২১১ মিলিয়ন টাকা ও ২৬৭৪৪ মিলিয়ন টাকা। অগ্রণী ব্যাংকের কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হল।

অগ্রণী ব্যাংক : ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি আধুনিক পেপার মিল।

সারণি–১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ,১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০শে জুন,১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৮০০০	৮০০০	৮০০০	৮০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৮৮৪	২৮৮৪	২৮৮৪	২৮৮৪
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩১৪	৩১৪	৩১৪	৩১৪
৪।	আমানতঃ	৭৫৩৫৬	৮৫০৭৪	৮৬৮৯৩	৯১০৩০
	তলবী আমানত	১৫৫২৬	১৫৩৩৭	১৩৬৭০	১৪৩২১
	মেয়াদী আমানত	৫৯৮৩০	৬৯৭৩৭	৭৩২২৩	৭৬৭০৯
৫।	অগ্রিম	৬২১৬৮	৬৭৪৬১	৬৯৪৮৫	৭১৫৬৯
৬।	বিনিয়োগ	১৭৫৯৬	২২৫৫৩	১৯০৬২	১৯১০৯
৭।	মোট পরিসম্পদ	১০৪২১৬	১১০৭৬৩	১১২৪০০	১১৪০৩৬
৮।	মোট আয়	৬৫৬৯	৭৫৯৭	২১৬৬	৪৩৩২
৯।	মোট ব্যয়	৫৮০৯	৬৭৪৮	১৯১৪	৩৮২৮
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৮৮৬৮৮	৯২৩৮৯	২৮১৬৩	৫৬৩২৬
	ক) রপ্তানি	৩৫১৯৬	৩৫২১১	১০৫৬৪	২১১২৮
	খ) আমদানি	২৮৩২৬	৩০৪৩৪	৯৫৭৫	১৯১৫০
	গ) রেমিটেন্স	২৫১৬৬	২৬৭৪৪	৮০২৪	১৬০৪৮
১১)	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৩৪৮৬	১৩৫৩০	১৩৪৯৪	১৩৪৩৪
	১। কর্মকর্তা	৬৮২৯	৭০৫১	৭০৩১	৬৯৮৯
	২) কর্মচারী	৬৬৫৭	৬৪৭৯	৬৪৬৩	৬৪৪৫
১২)	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৯৮০	৯৮০	৯৮০	৯৮০
১৩)	শাখা (সংখ্যা)	৯০৩	৯০৩	৯০৩	৯০৩

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৮ সালে অগ্রণী ব্যাংক মোট ৩৬৮২০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৩১৮১২ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ছিল ৯৩৯ মিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ, ৫০৬২ মিলিয়ন টাকা শিল্প ঋণ ও ৩০৮১৯ মিলিয়ন টাকা অন্যান্য ঋণ। এর বিপরীতে উক্ত খাতসমূহে ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৩৫ মিলিয়ন টাকা, ৪৬৫২ মিলিয়ন টাকা ও ২৬৭২৫ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের খাতওয়ারী ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি-২এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

খাত	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭						
বিতরণ	৪২৭	৫৪৩	৮৫৭৮	৯১২১	১৭২৭৬	২৬৮২৪
আদায়	৪৯৯	৫৮৬	৭৭৩৫	৮৩২১	১৮৬৭৪	২৭৪৯৪
১৯৯৮						
বিতরণ	৯৩৯	২০৯	৪৮৫৩	৫০৬২	৩০৮১৯	৩৬৮২০
আদায়	৪৩৫	৩২৬	৪৩২৬	৪৬৫২	২৬৭২৫	৩১৮১২
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯*						
বিতরণ	২৫৮	২০	৪৯৯৯	৫০১৯	৩০৯৭২	৩৬২৪৯
আদায়	১২০	২২	৪৩৯৭	৪৪১৯	২৯৭৯৮	৩৪৩৩৭
৩০শে জুন, ১৯৯৯**						
বিতরণ	৫১৭	৭৩	৫১৪৯	৫২২২	৩২২৮৪	৩৮০২৩
আদায়	২৩৯	১২৫	৪৫২৯	৪৬৫৪	৩২২৫৯	৩৭১৫২

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৮ সালে অগ্রণী ব্যাংক ৮৪৯টি প্রকল্পের জন্য মোট ১৯০ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে যার মধ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ৩২ মিলিয়ন টাকা এবং বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের জন্য ১৫৮ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করা হয়।

১৯৯৮ সাল পর্যন্ত পুঞ্জীভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর মোট পরিমান দাঁড়ায় ১০৯১৭ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হইতে মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ১০২৫৮ মিলিয়ন টাকা এবং বৈদেশিক ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ৬৫৯ মিলিয়ন টাকা। শিল্পখাতে অগ্রণী ব্যাংকের ক্রমপুঞ্জীভূত মঞ্জুরীকৃত ঋণের মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প খাতে ৭৩৪৩ মিলিয়ন টাকা এবং ৩৫৭৪ মিলিয়ন টাকা দেয়া হয়েছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে। অগ্রণী ব্যাংকের শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩ এ দেয়া হল।

সারণি–৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ ঃ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৯৪	৫৩৩২	৫৪২৬
পরিমাণ	৭৩৪৩	৩৫৭৪	১০৯১৭
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	৮৪৬	৮৪৯
পরিমাণ	১৫৮	৩২	১৯০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৯৬	৫৩৪৪	৫৪৪০
পরিমাণ	৭৪৪৯	৩৫৯১	১১০৪০
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	১২	১৪
পরিমাণ	১০৬	১৭	১২৩
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৪	২৩	২৭

বিশেষ ঋণ কর্মসূচী

দেশের বাড়তি জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করে আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের বেকারত্ব দূর করা, আর্থিক অবস্থার তথা জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং সর্বোপরি তাদেরকে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করাই অগ্রণী ব্যাংকের এসব কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংকের গৃহীত কয়েকটি বিশেষ কর্মসূচী হচ্ছেঃ

ক) কৃষি ও পল্লী ঋণ ঃ

১৯৯৮ সালে ব্যাংকটি কৃষি ও পল্লী ঋণ বাবদ ১৯৬৮ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে এবং ১৩৪৫ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২৩৭ মিলিয়ন ও ১২৫২ মিলিয়ন টাকা।

খ) ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এ্যাসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট (এফ এস এস এ পি) ঃ

অগ্রণী ব্যাংক দেশে নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সাল থেকে বিশ্ব ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এ্যাসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১১৮টি থানাধীন ৪৭০৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের মধ্যে বিশেষ উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ করে আসছে। ১৯৯৮ সালে ব্যাংক এ প্রজেক্টের কমিশন বাবদ ১৭ মিলিয়ন টাকা আয় করেছে।

book Qp4

গ) ফিমেল সেকেন্ডারী ষ্টাইপেন্ড প্রজেক্ট(এফ এস এস এ পি)ঃ

দেশের নারী শিক্ষার হারকে সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ফিমেল সেকেন্ডারী ষ্টাইপেন্ড প্রজেক্ট নামে এই কর্মসূচীটি গ্রহণ করা হয়েছে। অগ্রণী ব্যাংককে ঢাকা বিভাগে উক্ত কর্মসূচী পরিচালনা করার জন্য মনোনীত করা হয়েছে। ব্যাংক ৯০টি শাখার মাধ্যমে নির্ধারিত হারে উপ-বৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ করে যাচ্ছে। এ উপ-বৃত্তি বিতরণের মাধ্যমে ব্যাংক একদিকে যেমন ২.৫% হারে সার্ভিস চার্জ পাচ্ছে ; তেমনি অন্যদিকে রাষ্ট্রায়াত্ত খাতে পরিচালিত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সামাজিক দায়িত্বও পালন করে যাচ্ছে।

ঘ) বিশেষ আমানত প্রকল্প (Special Deposit Scheme) ঃ

ব্যাংকের আমানত ভিতকে মজবুত এবং তহবিল ব্যবস্থাপনাকে সু-সংহত করার লক্ষ্যে বিগত জুলাই, '৯৭ মাস হতে মাস ভিত্তিক মেয়াদী আমানত এবং প্রবাসীদের বিশেষ সঞ্চয় আমানত নামে দুটি ভিন্নধর্মী আমানত প্রকল্প চালু করা হয়। বিগত ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখ পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের আওতায় যথাক্রমে ৪৮৬৫ মিলিয়ন ও ১১ মিলিয়ন টাকার আমানত সংগৃহীত হয়েছে। প্রকল্প দুটির আমানতের সুদের হার যথাক্রমে ১২% ও ৮.৫০%।

ঙ) দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীঃ

দেশের অন্যতম রাষ্ট্রায়াত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসাবে অগ্রণী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যাবলীসহ দেশের চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের স্রোতধারায় পল্লী এলাকার বিপুল জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রদানে নিয়োজিত রয়েছে। দেশের বাড়তি জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের বেকারত্ব দূর করা, আর্থিক অবস্থার তথা জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং সর্বোপরি তাদেরকে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করাই এ সকল কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংকের গৃহীত কয়েকটি বিশেষ কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ

১। উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান প্রকল্প (পিইপি) ঃ

দরিদ্র জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতার মাধ্যমে কার্যকর সঞ্চয় এবং ঋণ প্রক্রিয়া উদ্ভাবনে বিভিন্ন আয় বর্ধক

অগ্রণী ব্যাংক ঃ ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা নেদা কমপ্লেক্স ভবন।

কর্মকান্ড যথা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন, নার্সারী প্রস্তুত, হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে ব্যাংক এ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ দিয়ে আসছে। কর্মসূচীর প্রকল্প এলাকা হলো ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর জেলার ২০টি থানা। ঋণ প্রকল্পটি সিডা ও নোরাডের আর্থিক সাহায্য ও বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির আওতায় ২৬৩৩৮৬ জন ঋণ গ্রহীতাকে ১৩৩৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৯৯ ভাগ।

২। দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী (দাবিক)ঃ

বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, জীবন যাত্রার সার্বিক মান উন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ এবং পাশাপাশি গণশিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ করণের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকান্ড, কুটির শিল্প, হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি কার্যক্রমে ব্যাংকের নিজস্ব উৎস হতে এ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচীর আওতায় ২০৩৫৯ জনকে ১০১ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৮৮ ভাগ।

৩। চাকুরীর জন্য বিদেশে গমনেচ্ছু বেকার যুবকদের অগ্রিম প্রদান কর্মসূচীঃ

দেশের বেকার যুবকদের বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য ব্যাংক নিজস্ব উৎস হতে এ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ দিয়ে থাকে। সর্বোচ্চ ঋণ সীমা ০.১০ মিলিয়ন টাকা। সমগ্র বাংলাদেশে এ কর্মসূচীর আওতায় ৮৬৮ জনকে ৩৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৮৪ ভাগ।

৪। ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন প্রকল্প (এসইডিপি)ঃ

নোরাডের দ্বিতীয় আর্থিক অনুদান (বিজিডি-৪১) এর আওতায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর জেলায় ক্ষুদ্র আকারের অধিক সংখ্যক প্রকল্প স্থাপন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য মে ১৯৯৫ হতে এ ঋণ প্রদান শুরু হয়। এ প্রকল্পের আওতায় কৃষিজাত দ্রব্যাদি প্রক্রিয়াকরণ, সেবামূলক ও উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে ঋণ প্রদান করা হয়। ডিসেম্বর, ১৯৯৮ পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় ১২৯২৯ জনকে ৩১৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং আদায়ের হার শতকরা ৯৩ ভাগ।

৫। মহিলাদের জন্য ঋণ কর্মসূচীঃ

দেশের মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য ব্যাংকের নিজস্ব উৎস হতে ১৯৯৩ সালে ব্যাংক এ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচীর আওতায় নকশী কাঁথা, বাটিক প্রিন্ট, টেইলারিং, শাড়ীর দোকান, কিন্ডার গার্টেন স্কুল ইত্যাদি উদ্যোগের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচীর আওতায় ৯৬জন মহিলাকে ৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৮০ ভাগ।

৬। দারিদ্র্য বিমোচনে বেসরকারী সংস্থাকে ঋণ প্রদানঃ

অগ্রণী ব্যাংক দেশের বেসরকারী সংস্থার (এনজিও) কে ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। ব্যাংকটি এ পর্যন্ত "আশা"-র অনুকূলে ১০ মিলিয়ন টাকা এবং রংপুরস্থ গ্রামীণ সমাজ কেন্দ্র-এর অনুকূলে ৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে। আশা ও গ্রামীণ সমাজ কেন্দ্র ইতোপূর্বে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করে পুনরায় ১৭ মিলিয়ন ও ৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে।

৭। নেত্রকোনা সমন্বিত কৃষি উৎপাদন ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পঃ

নেত্রকোনা জেলার ১০টি থানার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের ক্রমান্বয়ে ভূমিহীন হওয়ার প্রবণতা রোধ করা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় ব্যাংক নিজস্ব উৎস থেকে ঋণ প্রদান করছে এবং 'ইফাদ' কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে। এ প্রকল্পের আওতায় ফসল উৎপাদন, কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। নির্বাচিত এনজিও পুরুষ/মহিলাদের গ্রুপ গঠন, ঋণ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় ১৮৯০ জন ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে ১৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আদায়ের হার ১০০%।

৮। পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প (ইফাদ)ঃ

প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে স্থায়ীভাবে তাদের দারিদ্র্য বিমোচন করাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় শুরু থেকে পরবর্তী ৫ বছরে (২০০০ সাল পর্যন্ত) টার্গেট গ্রুপভুক্ত উদ্যোক্তাদের মধ্যে ৭২০ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হবে। ডিসেম্বর, ১৯৯৮ পর্যন্ত ৮৯টি প্রজেক্ট শাখার মাধ্যমে ২৩৯৮টি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১৮৭ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৮৮ ভাগ।

৯। কুড়িগ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (কেপিএপি)ঃ

কুড়িগ্রাম জেলার দরিদ্র জনগণের মধ্যে ঋণ প্রদানকল্পে নোরাডের ৮৫ মিলিয়ন টাকা আর্থিক সহায়তায় জুলাই, ১৯৯৭ হতে এ কর্মসূচীটির কার্যক্রম শুরু হয়। ডিসেম্বর, ১৯৯৮ পর্যন্ত ৫০৪২৪ জন ঋণ গ্রহীতাকে ২৬৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৯৩ ভাগ।

১০। প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামার পদ্ধতির মাধ্যমে শস্য নিবিড়করণ প্রকল্পঃ

প্রকল্প এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও আর্থিক উন্নয়নের স্বার্থে ইফাদের আর্থিক সাহায্যে ১৯৯০ সাল থেকে শুধুমাত্র কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি থানায় এ প্রকল্প শুরু করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য মৌসুমী কৃষি ঋণ, কৃষি বিনিয়োগ ঋণ এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন অকৃষি খাতে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। জার্মান কারিগরী সংস্থা (জিটিজেড) প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে নিয়োজিত রয়েছে।

প্রকল্পের সহযোগী সংস্থাসমূহ হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, রংপুর দিনাজপুর রুরাল সার্ভিস (আরডিআরএস)। গ্রুপ গঠন, গ্রুপ সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণ, মানবিক উন্নয়ন এবং ঋণ ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ডিসেম্বর, ১৯৯৮ পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় ৩১৮৯ জন ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে মোট ৫১ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৯৩ ভাগ।

১১। জাতীয় ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (এন এম আই ডিপি)ঃ

সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি, স্বল্প খরচে কৃষকদের সেচ সুবিধা প্রদান, সেচ সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান, পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় গভীরে খনন কৃত অগভীর নলকূপ প্রযুক্তির প্রচলন ইত্যাদি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জাতীয় ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের আওতায় ঋণ প্রদানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিকভাবে ১৩টি জেলা নির্বাচন করা হয়েছে।

১২। ক্ষুদ্র উদ্যোগ প্রকল্পঃ

দেশের জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন এবং আয় উৎসারী উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে তাদের সম্পৃক্ত করার নিমিত্তে এ ঋণ কর্মসূচীটি ১৯৯৭ সালে চালু করা হয়েছে। সে মোতাবেক এ কর্মসূচীটির মাধ্যমে ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো শ্রম নির্ভর ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ, বিলুপ্ত কুটির শিল্পসমূহকে শক্তিশালীকরণ, শিক্ষিত বেকার যুবক/যুবতীদের স্বাবলম্বী করা, বেকারত্ব হ্রাসকরণ, বিত্তহীন ও স্বল্পবিত্তবান পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পেশা ভিত্তিক কর্মের সুযোগ সৃষ্টি, সর্বোপরি দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে সচল রাখা। এ প্রকল্পের আওতায় ডিসেম্বর, ১৯৯৮ পর্যন্ত ১৭৮ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে ৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আদায়ের শতকরা হার ৯৮ ভাগ।

১৩। কৃষি বহুমুখীকরণ ও নিবিড়করণ প্রকল্প (ইফাদ)ঃ

এই প্রকল্পটি অগ্রণী ব্যাংক ও ইফাদের যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত হবে। পল্লী এলাকায় ক্ষুদ্র, বিত্তহীন ও প্রান্তিক চাষীদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই এ কর্মসূচীর লক্ষ্য। প্রকল্প এলাকার চার হাজার গ্রুপ ও পঁচাশি হাজার পরিবার এর দ্বারা উপকৃত হবে। এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ শীঘ্রই শুরু করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

book Qp7

ব্যাংকের বিশেষ ঋণ কর্মসূচীসহ খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হল।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ ৩১, ১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য ঃ**	**২৩৩৭**	**৩০২০**	**৩১৫৮**	**৩২৯৮**
	(ক) শস্য	১৯২৫	২৬২৭	২৭৬০	২৮৯৭
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৪১২	৩৯৩	৩৯৮	৪০১
২।	**শিল্পঃ**	**৩০৩৪৩**	**৩০৮১৯**	**৩১৫২৬**	**৩৩৪৮৪**
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২৬৫৮০	২৭০৬৭	২৭৬৮৪	২৯৩৪৩
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৩৭৬৩	৩৭৫২	৩৮৪২	৪১৪১
৩।	পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	১২৯৬০	১৫৯৮৩	১৬৪৬৩	১৬৯৫৭
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা সেবা	৪৬০৫	৪৯৩৩	৫০৮১	৫২৩৪
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৭৮১	৪৬৫	৪৮১	৪৯৭
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ**				
	(ক) দারিদ্র্য বিমোচন	৭১৪	৮৯৭	৯২৪	৯৫০
	(খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১০৪২৮	১১৩৪৪	১১৮৫২	১১১৪৯
	সর্বমোট	**৬২১৬৮**	**৬৭৪৬১**	**৬৯৪৮৫**	**৭১৫৬৯**

book Qp8

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

১৯৮৬ সালের ১৪ই ডিসেম্বর রূপালী ব্যাংককে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে রূপালী ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমান দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭০০০ মিলিয়ন টাকা ও ১২৫০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮৮ মিলিয়ন টাকা। পরিশোধিত মূলধনে সরকারী শেয়ারের পরিমান শতকরা ৯৫ ভাগ এবং বেসরকারী শেয়ার এর পরিমাণ ৫ ভাগ। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা পাকিস্তানের করাচীতে ১টি বিদেশী শাখাসহ মোট ৫১৪টি তে দাঁড়ায়, যার মধ্যে ২৫০টি শাখা পৌর এলাকাধীন এবং বাকী ২৬৪টি পল্লী অঞ্চলে অবস্থিত। ১৯৯৮ সালের শেষে ব্যাংকটির মোট জনসম্পদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০৮৪ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা ৩৫৩০ এবং কর্মচারীর সংখ্যা ২৫৫৪ জন।

১৯৯৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬০৮৫ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৭ সালের তুলনায় ৩৫৪০ মিলিয়ন টাকা (১১%) বেশী। ৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে ব্যাংকের আমানতের পরিমান ৩৬১৩৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর ঋণের স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ১১৯৬ মিলিয়ন টাকা (৫%) বৃদ্ধি পেয়ে ২৪৮৪৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ৩১শে মার্চ '৯৯ তারিখে মোট ঋণের স্থিতির পরিমান ২৪৮৯৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে ব্যাংকের মোট বিনিয়োগ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৮১৫ মিলিয়ন টাকা (১১%) বৃদ্ধি পেয়ে ৭৯৬৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড মোট ২৯৪৫০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ২০৯৮০ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসায়ের মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২১৩৬০ মিলিয়ন টাকা, ৬১১০ মিলিয়ন টাকা ও ১৯৮০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড : ব্যাংকের অধীনে গড়ে ওঠা পাদুকা শিল্প।

সারণি–১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৭০০০	৭০০০	৭০০০	৭০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১২৫০	১২৫০	১২৫০	১২৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৪৭	১৮৮	১৮৮	১৮৮
৪।	আমানতঃ	৩২৫৪৫	৩৬০৮৫	৩৬১৩৫	৩৬১৮৫
	ক) তলবী আমানত	৭২৭২	৬৪৭০	৬৪৯০	৬৫১০
	খ) মেয়াদী আমানত	২৫২৭৩	২৯৬১৫	২৯৬৪৫	২৯৬৭৫
৫।	ঋণ	২৩৬৫০	২৪৮৪৬	২৪৮৯৬	২৯৯৪৬
৬।	বিনিয়োগ	৭১৪৮	৭৯৬৩	৭৯৮৩	৮০০৩
৭।	মোট পরিসম্পদ	৫০৪৮০	৫২১৭৬	৫২২২৬	৫২২৭৬
৮।	মোট আয়	২৮৯৬	২৯২৬	৬৫৫	১২৬৫
৯।	মোট ব্যয়	২৭৫২	২৯৯৭	৬৬৫	১৩৫০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২০৯৮০	২৯৪৫০	১২৫০০	২৫০০০
	ক) রপ্তানি	৫৪০০	৬১১০	৩৭৫০	৭৫০০
	খ) আমদানি	১৪৫০০	২১৩৬০	৭৫০০	১৫০০০
	গ) রেমিটেন্স	১০৮০	১৯৮০	১২৫০	২৫০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৬০০৭	৬০৮৪	৬০২০	৬০০৫
	ক) কর্মকর্তা	৩৩৯৯	৩৫৩০	৩৪৮০	৩৪৭০
	খ) কর্মচারী	২৬০৮	২৫৫৪	২৫৪০	২৫৩৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৬০	১৬০	১৬০	১৬২
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	৫১৬	৫১৪	৫১৩	৫০৪
	ক) বাংলাদেশ	৫১৫	৫১৩	৫১২	৫০৩
	খ) বিদেশে	১	১	১	১

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৮ সালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড মোট ১০৭২৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৭৪২৬ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৯৬৮ মিলিয়ন টাকা ও ১৭৯৯ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটির কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৩৭ মিলিয়ন টাকা দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমান ছিল ৪০ মিলিয়ন টাকা। একই সময়ে শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৪৬১ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৪৯২৩ মিলিয়ন টাকা। রূপালী ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা সারণি-২ এ দেয়া হল।

সারণি–২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭						
বিতরণ	৪০	৯৮	৪৮২৫	৪৯২৩	৫	৪৯৬৮
আদায়	৫৯	১০	১০০৯	১০১৯	৭২১	১৭৯৯
১৯৯৮						
বিতরণ	৩৭	২৫৩৩	৭৯২৮	১০৪৬১	২৩০	১০৭২৮
আদায়	৩৪	৪৭০	৬৯২২	৭৩৯২	৭২১	৭৪২৬
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯*						
বিতরণ	৩৭	২৫০৪	৭৩৮৬	৯৮৯০	২	৯৯২৭
আদায়	৩৬	৪৮০	৫০৯২	৫৫৭২	১০১	৫৬০৮
৩০শে জুন, ১৯৯৯**						
বিতরণ	১৫	২৫৫০	৭২৫৫	৯৮০৫	৫	৯৮২০
আদায়	১২	৫০০	৬৬৭৫	৭১৭৫	২	৭১৮৭

☆ সাময়িক। ☆☆ প্রাক্কলিত।

১৯৯৮ সালে রূপালী ব্যাংক লি ঃ ৮৪টি প্রকল্পের জন্য মোট ২৮৬০ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকের পুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ১১৮৮ টি প্রকল্পের অনুকূলে ১০৭২২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এর মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারী আকারের জন্য ১০৫৫১ মিলিয়ন টাকা (৯৮%) এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য ১৭১ মিলিয়ন টাকা (২%) মঞ্জুর করা হয়। ব্যাংকটির আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর ব্যবস্থা সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

book Qp11

সারণি–৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫৫৫	৬৩৩	১১৮৮
পরিমাণ	১০৫৫১	১৭১	১০৭২২
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৮৪	-	৮৪
পরিমাণ	২৮৬০	-	২৮৬০
ক্রমপুঞ্জিভূত : মার্চ ৩১, ১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫৬২	৬৩৩	১১৯৫
পরিমাণ	১০৭৩০	১৭১	১০৯০১
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৭	-	১৭
পরিমাণ	৪৯১	-	৪৯১
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯☆ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২২৫	-	২২৫
পরিমাণ	৩১০০	-	৩১০০

☆ প্রাক্কলিত

রূপালী ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৯৮ সালে শিল্পখাত, কৃষি ও মৎস্য খাত ও পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল খাতে ঋণের স্থিতি যথাক্রমে দাঁড়ায় ৫৮১৫ মিলিয়ন, ১২৮ মিলিয়ন ও ১১৩৪৮ মিলিয়ন টাকা।

রূপালী ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয় হল।

book Qp12

সারণি–৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়নে টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ ৩১, ১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য ঃ**	**১৫৫**	**১২৮**	**১৩৪**	**১৩৯**
	(ক) শস্য	৪০	৩৪	৩৪	৩৪
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১১৫	৯৪	১০০	১০৫
২।	**শিল্পঃ**	**৭৯৫৮**	**৫৮১৫**	**৫৮৪৪**	**৫৯৫৮**
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৭১৪৭	৫৬৪৪	৫৬৭৩	৫৭৮৭
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৮১১	১৭১	১৭১	১৭১
৩।	পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	৮৭৩৫	১১৩৪৮	১১৭৭১	১২১২৯
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা সেবা	৩৩১	৩৮৪	৪০৪	৪২৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৪৭৮	৬৫৩	৬৮৩	৬৮৫
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ**	**৯৪**	**৭৫**	**৮০**	**৮৫**
	(ক) দারিদ্র্য বিমোচন	২	-	০	০
	(খ) অন্যান্য	৯২	৭৫	৮০	৮৫
৭।	অন্যান্য	৫৮৯৯	৬৪৪৩	৫৯৮০	১০৫২৫
	সর্বমোট	**২৩৬৫০**	**২৪৮৪৬**	**২৪৮৯৬**	**২৯৯৪৬**

এগলী ব্যাংক লিমিটেড ঃ নির্মাণ কাজে সহযোগিতার প্রয়োজনে ইট ভাটায় অর্থায়ন করছে

স্থানীয় বেসরকারী ব্যাংক

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড স্বাধীনতা পূর্বকালের ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড এবং পরবর্তী সময়ে জাতীয়করণকৃত পূবালী ব্যাংকের উত্তরাধীকারী হয়ে ১৬০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ১৩৬ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৮৪ সালে বেসরকারী ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস শেষে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০০০ মিলিয়ন টাকা এবং এর পরিশোধিত মূলধনের পরিমান ১৬০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫১টি এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৯০৪ জন, তন্মধ্যে ২৯০০ জন কর্মকর্তা এবং ২০০৪ জন কর্মচারী। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬৪ মিলিয়ন টাকা।

১৯৯৭ সালের শেষে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড -এর মোট আমানত ২১০০৭ মিলিয়ন টাকা ছিল যা শতকরা ৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালের শেষে ২২৫৮৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটির মোট আমানতের এ বৃদ্ধি মেয়াদী আমানত ও তলবী আমানতে প্রতিফলিত হয়েছে, যা যথাক্রমে ৮৯২১ মিলিয়ন টাকা এবং ১৩৬৬৬ মিলিয়ন টাকা হয়। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটির মোট আমানত শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫০০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৭০২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা মার্চ, ১৯৯৯ শেষে শতকরা ২২ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৮০০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সাল শেষে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগ ছিল ২৫৮৪ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছর শেষে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৬৩৭ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটি মোট ২২০১২ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ৮৮৩৩ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৬৬৫৬ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ১৫২৩ মিলিয়ন টাকা। পূবালী ব্যাংক লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হল।

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড ঃ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা ও বিপনন সম্মেলন।

সারণি–১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০০	৫০০০	৫০০০	৫০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৬০	১৬০	১৬০	২৬০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩৫৭	৩৬৩	৩৬৪	৩৬৪
৪।	আমানতঃ	২১০০৭	২২৫৮৭	২৫০০০	২৭০০০
	ক) তলবী আমানত	১২৪০০	১৩৬৬৬	১৫১২৫	১৬৩৫০
	খ) মেয়াদী আমানত	৮৬০৭	৮৯২১	৯৮৭৫	১০৬৫০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৩৯৭৭	১৪৭০২	১৮০০০	২০০০০
৬।	বিনিয়োগ	২৬৩৭	২৫৮৪	২৬০০	২৭০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৯৩৪১	৩০৩৫১	৩০৮০০	৩১০০০
৮।	মোট আয়	১৯২১	২২০৭	৬৫০	১৪০০
৯।	মোট ব্যয়	১৫০১	১৭০০	৪৫০	৯০০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৫০৭৩	২২০১২	৬৪৫৫	১৪৫০০
	ক) রপ্তানি	৮৩৪১	৮৮৩৩	২৫০০	৬০০০
	খ)আমদানি	১৪১৪২	১১৬৫৬	৩৫০০	৭৫০০
	গ) রেমিটেন্স	২৫৯০	১৫২৩	৪৫৫	১০০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৪৯৭১	৪৯০৪	৪৯০৪	৪৯০৪
	ক) কর্মকর্তা	২৯৪১	২৯০০	২৯০০	২৯০০
	খ) কর্মচারী	২০৩০	২০০৪	২০০৪	২০০৪
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৪৩০	৪৩৩	৪৩৩	৪৩৩
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	৩৫১	৩৫১	৩৫১	৩৫১

ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৮ সালে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড মোট ১০৬৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৮৩০ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৪৮৯ মিলিয়ন টাকা ও ১২৯০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাসে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমান দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৯২ মিলিয়ন টাকা ও ২৫৪ মিলিয়ন টাকা। পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হল।

book Qp15

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭						
বিতরণ	৩০	২০১	৭০৩	৯০৪	৫৫৫	১৪৮৯
আদায়	৩৩	৩০	২৩	৫৩	১২০৬	১২৯০
১৯৯৮						
বিতরণ	৩০	২৬৪	২০৬	৪৭০	৫৬৫	১০৬৫
আদায়	২২	১৬৫	৬৭	৬৭	৫৭৬	৮৩০
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯*						
বিতরণ	৮	৬৬	৮	৮	১১০	১৯২
আদায়	১২	৯৯	২	২	১৪৪	২৫৪
৩০শে জুন, ১৯৯৯**						
বিতরণ,	১০	৪২	-	৭	৯৫	১৫৪
আদায়	১২	৮৩	-	১	১৩২	২৩৮

★ সাময়িক।

★★ প্রাক্কলিত।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৮ সালে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড ১১টি শিল্প প্রকল্পে মোট ১০৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে, তন্মধ্যে ১০টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ১০২ মিলিয়ন টাকা এবং ১টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে মোট ২৯৮টি প্রকল্পে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৬২ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে ১২৫টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ১১৬৪ মিলিয়ন টাকা এবং ১৭৩টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ৯৮ মিলিয়ন টাকা। পূবালী ব্যাংক লিমিটেড এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৩ এ দেয়া হল।

ঋণ কর্মসূচী

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড -এর ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬৬৪২ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন খাতে ৩৯ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৮৮৮ মিলিয়ন টাকা। তন্মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন খাতে ৪০ মিলিয়ন টাকা। পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের খাত ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৪ এ দেয়া হল।

book Qp16

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১১৫	১৭২	২৮৭
	পরিমান	১০৬২	৯৬	১১৫৮
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১০	১	১১
	পরিমান	১০২	২	১০৪
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১২৫	১৭৩	২৯৮
	পরিমান	১১৬৪	৯৮	১২৬২
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	২	৪
	পরিমান	৫২	৫	৫৭
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	৩	৭
	পরিমান	৭৬	৭	৮৩

* প্রাক্কলিত

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ, ৩১,১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০,১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	২৬১	২৫৫	২২৬	২২৬
	(ক) শস্য	৯০	৮৫	৮৪	৮৩
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৭১	১৪০	১৪২	১৪৩
২।	শিল্পঃ	১১৭৫	১১৫৮	১১৩৭	১১৪৮
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১০৭৮	১০৬২	১০৯০	১০৯৯
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৯৭	৯৬	৪৭	৪৯
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	১০৮৩৩	১১৪৮৭	১২৭২৫	১২৮১৫
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৬০৫	৫৮৫	৫৯০	৬৯৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৯৫	৯২	৯২	৯৩
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	৫২	৫৭	৫৮	৫৯
	দরিদ্র বিমোচন	৪২	৩৯	৪০	৪১
	অন্যান্য	১০	১৮	১৮	১৮
৭।	অন্যান্য	২৭৪৮	২৯৩৮	২৯৩০	২৯৭৫
	সর্বমোট	১৫৭৬৯	১৬৬৪২	১৭৮৮৮	১৮০১১

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড

সরকারের বিরাষ্ট্রীকরণ নীতির আওতায় পুঁজি প্রত্যাহারপূর্বক উত্তরা ব্যাংক লিমিটেডকে ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস হতে বেসরকারী খাতে ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনার অনুমোদন দেয়া হয়। ১৯৯৯ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়কালে উত্তরা ব্যাংক এর ১৯৮ টি শাখা সম্বলিত অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০০ মিলিয়ন টাকা। মোট ১০০ মিলিয়ন টাকা পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ৯৫ মিলিয়ন টাকা উদ্যোক্তা ও জনসাধারণ কর্তৃক পরিশোধিত এবং অবশিষ্ট ৫ মিলিয়ন টাকা সরকার কর্তৃক পরিশোধিত। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫৫ মিলিয়ন টাকা এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭৯৭ জনে, তন্মধ্যে ১৮৭৮ জন কর্মকর্তা এবং ৯১৯ জন কর্মচারী।

১৯৯৮ সাল শেষে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানত ৮.৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮০১৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। তবে ১৯৯৯ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির মোট আমানত হ্রাস পেয়ে ১৭৮৪৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ দ্রুততম সময়ে দেশে প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং তা লাভজনক খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এ ব্যাংক (ক) অনাবাসিক বৈদেশিক মুদ্রা মেয়াদী আমানত (NFCD), (খ) বৈদেশিক মুদ্রা চলতি আমানত (FCAP/FCAD), (গ) ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড (WEDB), (ঘ) হোম রেমিটেন্স সেল (HRC) এবং ওয়েজ আর্নার্স বিনিয়োগ সেল (WEIC) গঠন করেছে। বৈদেশিক রেমিটেন্স ব্যবসায় দ্রুত সেবা প্রদানের জন্য সেন্ডেন ডেজ অ্যাসিউরড পেমেন্ট স্কীম নামে একটি প্রকল্পও চালু রয়েছে। এছাড়া প্রবাসীদেরকে দেশের প্রাথমিক শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫১৭৮ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয় যা মার্চ, ১৯৯৯ শেষে শতকরা ৩.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৭৭৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালের শেষে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগ ২০২১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড মোট ৩১৩১৫ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে তন্মধ্যে রপ্তানি ৮৯৪০ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৯২৫৮ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৩১১৭ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৮২৯৯ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ২২০১ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৫২৭৩ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৮২৫ মিলিয়ন টাকা। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড এর কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেডের অর্থায়িত গোদুগ্ধ উৎপাদন ও হাঁস-মুরগী পালন খামার।

সারণি–১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০ শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০	২০০	২০০	২০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০	১০০	১০০	১০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২০৪	৪৫৫	৪৫৫	৪৫৫
৪।	আমানতঃ	১৬৬২৩	১৮০১৩	১৭৮৪৪	১৮২৫০
	ক) তলবী আমানত	৪৮৩২	৫০৪৭	৪৯৬০	৫১০২
	খ) মেয়াদী আমানত	১১৭৯১	১২৯৬৬	১২৮৮৪	১৩১৪৮
৫।	অগ্রিম	১৩৭৮৪	১৫১৭৮	১৫৭৭৭	১৬৫০০
৬।	বিনিয়োগ	২০০৭	২০২১	২০১০	২০১৫
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৭৭৫০	১৯১৪০	১৮৯৭১	১৯৩৭৭
৮।	মোট আয়	১৬২৯	১৮৩৮	৫০০	১০৫০
৯।	মোট ব্যয়	১৩১৪	১৪৫২	৪৩৬	৮৭৫
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২২০৮৭	৩১৩১৫	৮২৯৯	১৬৬০০
	ক) রপ্তানি	৫৬০৯	৮৯৪০	২২০১	৪৪৫০
	খ) আমদানি	১৩৮৬৯	১৯২৫৮	৫২৭৩	১০৫৬০
	গ) রেমিটেন্স	২৬০৯	৩১১৭	৮২৫	১৫৯০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২৮৬২	২৮০৩	২৭৯৭	২৭৮০
	ক) কর্মকর্তা	১৮১৯	১৭৪০	১৮৭৮	১৮৭০
	খ) কর্মচারী	১০৪৩	১০৬৩	৯১৯	৯১০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২৩৩	৩০০	৩০০	৩০০
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	১৯৮	১৯৮	১৯৮	১৯৮

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৮ সালে উত্তরা ব্যাংক ১৭১৯৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে ১৩৭০১ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২৯২০ মিলিয়ন ও ১০০৫২ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৩৪৪ মিলিয়ন টাকা ও ৪৯০৬ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪১৭৪ মিলিয়ন টাকা ও ৩৪৯০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের প্রথম ৩ মাসে এ ব্যাংক মোট ৪৭৯৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৩২৪৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। ১৯৯৬ সালের জুলাই মাস হতে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড 'এটিডিপি' কর্মসূচীর আওতায় কৃষি ও কৃষি ভিত্তিক প্রযুক্তি উন্নয়ন খাতে ঋণ মঞ্জুর করছে। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড এর খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২ দেয়া হ'ল।

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধণ	মোট		
১৯৯৭						
বিতরণ		২৪	৪১৫০	৪১৭৪	৮৭৪৬	১২৯২০
আদায়		১৫	৩৪৭৫	৩৪৯০	৬৫৬২	১০০৫২
১৯৯৮						
বিতরণ		৯৪	৫২৫০	৫৩৪৪	১১৮৫১	১৭১৯৫
আদায়		১২	৪৮৯৪	৪৯০৬	৮৭৯৫	১৩৭০১
৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯*						
বিতরণ		০	১৪৭২	১৪৭২	৩৩২১	৪৭৯৩
আদায়		৩	১২৯৫	১২৯৮	১৯৪৮	৩২৪৬
৩০শে জুন, ১৯৯৯**						
বিতরণ		০	৩১২৫	৩১২৫	৬৯৮৪	১০১০৯
আদায়		৮	২৬৯৮	২৭০৬	৩৮২৫	৬৫৩১

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৮ সালে উত্তরা ব্যাংক শুধুমাত্র ৩টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প প্রকল্পের জন্য মোট ৯৫ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছে। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮০৩ মিলিয়ন টাকা। তন্মধ্যে মাঝারী শিল্পে ৩৫৪০ মিলিয়ন টাকা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ২৬৩ মিলিয়ন টাকা। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩৭	১০৪৩	১০৮০
	পরিমান	৩৫৪০	২৬৩	৩৮০৩
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩	৪১৮	৪২১
	পরিমান	৯৫	১২	১০৭
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩৭	১১৬৬	১২০৩
	পরিমান	৩৫৪০	২৬৩	৩৮০৩
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	১২৩	১২৩
	পরিমান	-	৩	৩
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯** পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	২১০	২১০
	পরিমান	-	৬	৬

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

book Qp 4

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড ঃ কাঁচা পাট কেনার কাজে অর্থায়ন করছে ব্যাংক।

বিশেষ ঋণ কর্মসূচী

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড -এর বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৫ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন খাতে ৫৪ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য খাতে ৬১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের স্থিতির পরিমাণ শতকরা ১২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১২৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, তন্মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন খাতে ৬৩ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য খাতে ৬৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড 'উত্তরণ' শীর্ষক ভোগ্যপণ্য ক্রয়ে ঋণ সহায়তা প্রকল্প চালু করেছে। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এর আওতায় ১২৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আদায়ের হার শতকরা ১০০ ভাগ। বিশেষ ঋণ কর্মসূচীসহ খাত ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৪ দেয়া হ'ল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ, ৩১,১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০,১৯৯৮ প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	২৬	২৬	২৬	২৬
	(ক) শস্য	২৫	২৫	২৫	২৫
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১	১	১	১
২।	শিল্পঃ	৩৪৮০	৪৩৬৮	৪৫৫৭	৪৬৭৫
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৩১৯৫	৪০০৩	৪০৫৫	৪১০৬
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	২৮৫	৩৬৫	৫০২	৫৬৯
৩।	পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	১৮৫৯	২৫৫৬	২৩০৮	২২০২
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৪৭২০	৪৪৫৩	৫৪৮৮	৫৫২৩
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৭৮	১৯২	১৬২	১৬৯
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	৩২	১১৫	১২৯	১৩৪
	দরিদ্র বিমোচন	২০	৫৪	৬৩	৫৭
	অন্যান্য	১২	৬১	৬৬	৭৭
৭।	অন্যান্য	৩৪৮৯	৩৪৬৮	৩১০৭	৩৭৭১
	সর্বমোট	১৩৭৮৪	১৫১৭৮	১৫৭৭৭	১৬৫০০

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ১০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ৪৪ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ২৩ শে মার্চ, ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০০ মিলিয়ন টাকা ও ৩৯১ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৮৭ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৬টি। ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড Western Union Financial Services International -এর মাধ্যমে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সহায়তায় তাৎক্ষণিকভাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা গ্রহণ ও প্রেরণ করে থাকে। এছাড়া ব্যাংকটি সঞ্চয়ী বীমা প্রকল্প, মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প, ক্রেডিট কার্ড (Master Card-local and International) ইত্যাদি নতুন সেবা প্রকল্প প্রবর্তন করেছে। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯২৪ জনে, তন্মধ্যে ১৩১১ জন কর্মকর্তা এবং ৬১৩ জন কর্মচারী।

১৯৯৮ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানত পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ১১.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর শেষে ১৭৩৬৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটির আমানত বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ শেষে ১৭৭২৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৬৮২ মিলিয়ন টাকা যার পরিমাণ ১৯৯৭ শেষে ছিল ১০৪১০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটি মোট ২০৯৫ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটি ৪৬১২৮ মিলিয়ন টাকা বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। তন্মধ্যে রপ্তানি ১৫৬৬৪ মিলিয়ন টাকা, আমদানী ২৭২৪৩ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৩২২১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের প্রথম ৩ মাসে এ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৪৬১ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্য রপ্তানি, আমদানি এবং রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ৪০৮৩ মিলিয়ন, ৭৪৯২ মিলিয়ন এবং ৮৮৬ মিলিয়ন টাকা। সারণি-১ এ ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য দেয়া হ'ল।

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড : মায়ানমারের শিল্প প্রতিনিধিদল ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ এর অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি গার্মেন্টস শিল্প পরিদর্শন করছেন।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০ শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩৯১	৩৯১	৩৯১	৩৯১
৩।	রিজার্ভ ফাণ্ড	৮৩১	৮৮৭	৮৮৭	৮৮৭
৪।	আমানতঃ	১৫০৫৪	১৭৩৬৫	১৭৭২৬	১৮০৮৭
	ক) তলবী আমানত	৪৪৭৫	৫২১৬	৫৩২৮	৫৪৩২
	খ) মেয়াদী আমানত	১১০৭৯	১২১৪৯	১২৪০২	১২৬৫৫
৫।	অগ্রিম	১০৪১০	১১৬৮২	১১৯১০	১২১১০
৬।	বিনিয়োগ	১৯৪৬	২০৯৫	২১৬১	২২২৭
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৮০৪৩	৩৮৪৩৪	৪০৩৫৫	৪২৩৭৩
৮।	মোট আয়	১৪৫৬	২২৮৮	২৫১৭	২৭৬৯
৯।	মোট ব্যয়	১১৮১	১৪১১	২২৭৭	২২৮৯
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩৩৩৬৪	৪৬১২৮	১২৪৬১	২৩৩৬৯
	ক) রপ্তানি	১১৬৫২	১৫৬৬৪	৪০৮৩	৮৬১৫
	খ) আমদানি	১৮০৮২	২৭২৪৩	৭৪৯২	১৪৯৮৩
	গ) রেমিটেন্স	২৬৩০	৩২২১	৮৮৬	১৭৭১
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৮৫৬	১৯১৭	১৯২৪	১৯৩০
	ক) কর্মকর্তা	১৭৭২	১৩০৬	১৩১১	১৩১৫
	খ) কর্মচারী	৫৮৪	৬১১	৬১৩	৬১৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৪৭	১৪৩	১৪৩	১৪৩
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	৬৬	৬৬	৬৬	৬৬

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৮ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক মোট ১১৬৮২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৩৫৩৫ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০৪১০ মিলিয়ন ও ৩১৫০ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটি কৃষি খাতে ৪২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১৪ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৭ মিলিয়ন ও ১২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালে শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৭৪২ মিলিয়ন ও ৮৩০ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৪৪৩ মিলিয়ন ও ৭৪০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা সারণি-২ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭						
বিতরণ	৩৭	৮০৬	১৬০০	২৪৪৩	৭৯৬৭	১০৪১০
আদায়	১২	২৪৬	৪৮২	৭৪০	২৪১০	৩১৫০
১৯৯৮						
বিতরণ	৪২	৯৩২	১৭৬৮	২৭৪২	৮৯৪০	১১৬৮২
আদায়	১৪	২৭৬	৫৪০	৮৩০	২৭০৫	৩৫৩৫
৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯*						
বিতরণ	১০	১৫৫	৩১৫	৪৮০	১৫৫৫	২০৩৫
আদায়	১	৫৪	১০৫	১৬০	৫৩৫	৬৯৫
৩০শে জুন, ১৯৯৯**						
বিতরণ	১০	৩২৫	৬৪০	৯৮৫	৩১৯৫	৪১৮০
আদায়	৩	১৬৫	৩১২	৪৮০	৯৫০	১৪৩০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৮ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ৬০টি প্রকল্পের জন্য মোট ২৫৫ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৫২৪৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ক্রমাপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৫৪৪৩ মিলিয়ন টাকা। সারণি-৩ এ শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দেয়া হ'ল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৪৫	৮২৫	১১৭০
পরিমান	৩১৭০	২০৭৫	৫২৪৫
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২০	৪০	৬০
পরিমান	১৮৩	৭২	২৫৫
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৫০	৮৩৫	১১৮৫
পরিমান	৩৩৫০	২০৯৩	৫৪৪৩
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	১০	১৫
পরিমান	১৮০	১৮	১৯৮
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯ * পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৮	২৫	৩৩
পরিমান	২৯০	৪৫	৩৩৫

* প্রাক্কলিত

book Qp 9

বিশেষ ঋণ কর্মসূচী

ন্যাশনাল ব্যাংক ১৯৯২ সাল থেকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পাধীন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় শস্য খাতে তদারকী ঋণ ব্যবস্থায় অর্থায়ন করে আসছে। দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ উর্বর আবাদযোগ্য ভূমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রান্তিক ও বর্গা চাষীর প্রয়োজনীয় অর্থায়ন তদারকী ঋণ প্রদান কর্মসূচীর লক্ষ্য। ১৯৯৮ সালে ব্যাংক শস্য ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ১৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে। বিতরণকৃত ঋণের আদায়ের হার ৯০% ১৯৯৭ সালে এর পরিমাণ ছিল ৭ মিলিয়ন টাকা এবং আদায়ের হার ছিল শতকরা ৯৪ ভাগ।

১৯৯৮ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ৫৮ মিলিয়ন টাকা, ১৯৯৭ সালে যার পরিমাণ ছিল ৫২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে এ ঋণের স্থিতি ৬০ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। বিশেষ ঋণ কর্মসূচীসহ খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ, ৩১,১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০,১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ				
	(ক) শস্য	৭	৮	৯	৯
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৪৪	৫০	৫২	৫৩
২।	শিল্পঃ				
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১২৯২	১৪৫০	১৪৭৫	১৫০০
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১৮৩৬	২০৬০	২১০০	২১৩৫
৩।	পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা ও হোটেল	৪৯৯২	৫৬০২	৫৭১০	৫৮০৬
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১৫১০	১৬৯৫	১৭৩০	১৭৫৬
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩২	৩৫	৩৬	৩৭
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	৫২	৫৮	৬০	৬১
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	৫২	৫৮	৬০	৬১
৭।	অন্যান্য	৬৪৫	৭২৪	৭৩৮	৭৫০
	সর্বমোট	১০৪১০	১১৬৮২	১১৯১০	১২১১০

book Qp 10

দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড

দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড ১৯৮৩ সালের ২৭ শে মার্চ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে এ ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪০০ মিলিয়ন টাকা এবং ১৬০ মিলিয়ন টাকা। পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ৮০ মিলিয়ন টাকা উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক এবং অবশিষ্ট ৮০ মিলিয়ন টাকা জনসাধারণ কর্তৃক পরিশোধিত। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬৩ মিলিয়ন টাকা। মোট ৭৬টি শাখা বিশিষ্ট এ ব্যাংকে ১১৬৮ জন নির্বাহী/কর্মকর্তা এবং ৬২৪ জন কর্মচারী রয়েছে।

১৯৯৮ সালের শেষে দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৫১০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের শেষে এর পরিমাণ ছিল ৮৫০২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট আমানত ৯১৮৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালের শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতি ছিল ৬৯১৯ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৮ সালের শেষে দাঁড়ায় ৭৭২৯ মিলিয়ন টাকা। মার্চ, ১৯৯৯ শেষে মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৬৯৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সাল শেষে ব্যাংকটির বিনিয়োগের স্থিতি দাঁড়ায় মোট ৯৯৫ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ৮৮২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটি মোট ৯৯৪০ মিলিয়ন টকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ১৪৭০ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৭৫৪০ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৯৩০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের প্রথম ৩ মাসে এ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ২৪৭১ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ৩৩৮ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ২০২৮ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ২০৫ মিলিনয় টাকা। দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড এর কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড ঃ কোমল পানীয় তৈরীর একটি আধুনিক কারখানা। অর্থায়ন করেছে ব্যাংক।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০ শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৪০০	৪০০	৪০০	৪০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৬০	১৬০	১৬০	১৬০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৫৯	২৬৩	২৬৩	২৬৩
৪।	**আমানত**	**৮৫০২**	**১০৫১০**	**৯১৮৯**	**১১০০**
	ক) তলবী আমানত	১৮৫৫	২১০২	১৮০৬	২২০০
	খ) মেয়াদী আমানত	৬৬৪৭	৮৪০৮	৭৩৮৩	৮৮০০
৫।	অগ্রিম	৬৯১৯	৭৭২৯	৭৬৯৫	৮২৪০
৬।	বিনিয়োগ	৮৮২	৯৯৫	১০৮০	১৫০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৯২২১	১৩৫৪০	১১৬৭২	১৫০০০
৮।	**মোট আয়**	**৯১৮**	**৯৯৮**	**৩৮৯**	**৫২০**
৯।	মোট ব্যয়	৭৪২	৮৭৬	৩৯৬	৪৫০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৮৩৯১	৯৯৪০	২৪৭১	৭৭০০
	ক) রপ্তানি	১৪৫৬	১৪৭০	২৩৮	১১০০
	খ) আমদানি	৬১৮২	৭৫৪০	২০২৮	৬০০০
	গ) রেমিটেন্স	৭৫৩	৯৩০	২০৫	৬০০
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	**১৮৫৫**	**১৮০৯**	**১৭৯২**	**১৮০০**
	ক) নির্বাহী কর্মকর্তা	১১৯৭	১১৮১	১১৬৮	১১৭২
	খ) কর্মচারী	৬৫৮	৬২৮	৬২৪	৬২৮
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২৫১	২৫২	২৫৫	২৫৫
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৭৬	৭৬	৭৬	৭৬

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৮ সালে দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড মোট ১০৪৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৫০৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৪৪ মিলিয়ন টাকা ও ৪৩৮ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৯৯ সালের মার্চ পর্যন্ত কৃষি ও শিল্পখাতে যথাক্রমে ১৮ মিলিয়ন টাকা ও ১২০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণের অবস্থা সারণি-২এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭						
বিতরণ	১৪	৭০	১৭০	২৪০	৫৯০	৮৪৪
আদায়	৩	১০	৪০	৫০	৩৮৫	৪৩৮
১৯৯৮ বিতরণ	১৬	১৫০	১৯০	৩৪০	৬৯০	১০৪৬
আদায়	৮	২৫	৪০	৬৫	৪৩০	৫০৩
৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ *						
বিতরণ	১৮	৫০	৭০	১২০	২৩০	৩৬৮
আদায়	৬	১৫	৪০	৫৫	৪২	১০৩
৩০শে জুন, ১৯৯৯ **						
বিতরণ	২০	২০০	১৩০	৩৩০	২৭০	৬২০
আদায়	৯	৪৫	৫০	৯৫	৮১	১৮৫

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

শিল্প ঋণ মঞ্জুরীঃ

১৯৯৮ সালে দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড অন্যান্য ব্যাংকের সাথে সম্মিলিতভাবে একটি প্রকল্পে ১০০ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করে। ১৯৯৮ সালে এ ব্যাংক বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে মোট ১৫০ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৫৯০ মিলিয়ন টাকা। সারণি-৩ এ শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা দেয়া হ'ল।

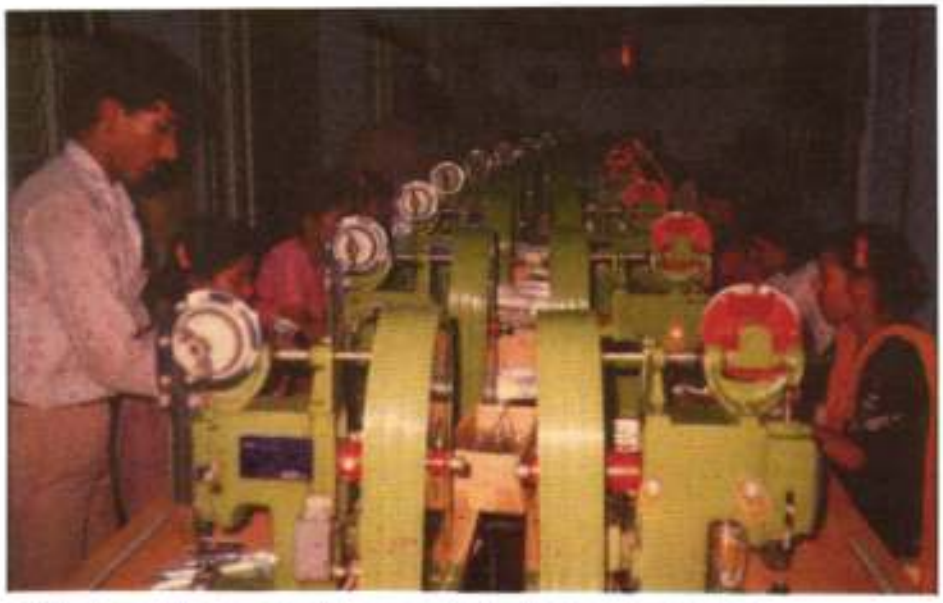

দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড ঃ ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি আধুনিক ছাতা তৈরীর কারখানা।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৭	১	১৮
পরিমান	৫৪০	৩	৫৪৩
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
পরিমান	১৫০	-	১৫০
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৯	-	১৯
পরিমান	৫৯০	-	৫৯০
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমান	৫০	-	৫০
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২২	১	২৩
পরিমান	৭৫০	৫	৭৫৫

১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড এর ঋণের স্থিতির পরিমাণ মোট ৭৬৯৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (কৃষি খাতে ১৫ মিলিয়ন টাকা, শিল্প খাতে ৮৭০ মিলিয়ন টাকা। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাংকের মোট অগ্রিমের স্থিতি দাঁড়ায় ৬৩৫৭ মিলিয়ন টাকা) যা ১৯৯৮ এর শেষে ৭৭২৯ মিলিয়ন টাকা ছিল। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ, ৩১,১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০,১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	১৪	১৫	১৫	১৬
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৪	১৫	১৫	১৬
২।	শিল্পঃ	২৩৯	৭৬০	৮৭০	৯২০
	ক) বৃহৎ	৯৮	৫২০	৫৯০	৬২০
	খ) মাঝারী	১৪১	২৪০	২৮০	৩০০
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	৬৩২৪	৬৫৫২	৬৩৫৭	৬৮০০
৪।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২	২	৩	৪
৫।	অন্যান্য	৩৪০	৪০০	৪৫০	৫০০
	সর্বমোট	৬৯১৯	৭৭২৯	৭৬৯৫	৮২৪০

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড ১৯৮৩ সালের ২৯ শে জুন হতে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কর্মকান্ড শুরু করে। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমান ১০০০ মিলিয়ন টাকা, পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ২৩০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমান ৩০২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ৩১ মার্চ, ১৯৯৯ শেষে ব্যাংকটির ৭৯টি শাখাসহ মোট জনশক্তি দাঁড়ায় ১৯৪২ জনে, যার মধ্যে ১২৫৯ জন কর্মকর্তা এবং ৬৮৩ জন কর্মচারী।

ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমান ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষের ৯৪০২ মিলিয়ন টাকা থেকে ১৮৬৭ মিলিয়ন টাকা (২০%)বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ১১২৬৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ১০২৯৩ মিলিয়ন টাকার দাঁড়ায়। তলবী ও মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ১৯৯৭ সালের তুলনায় যথাক্রমে ৯৪০ মিলিয়ন টাকা (৩১%) এবং ৯২৭ মিলিয়ন টাকা (১৫%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালের শেষে যথাক্রমে ৪০০৩ মিলিয়ন টাকা এবং ৭২৬৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ের ব্যবধানে মোট আগাম এবং বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ৮৮২ মিলিয়ন টাকা (১৪%) এবং ৭৬৮ মিলিয়ন টাকা (১৪%) বৃদ্ধি পেয়ে ৭৩৪৯ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৫৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ১৯৯৭ সালের তুলনায় ৩৫৩৬ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি (২৪%) পেয়ে ১৯৯৮ সাল শেষে ১৮২৪২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মোট আমদানির পরিমাণ ১৯৯৭ সালের ১০১৭৭ মিলিয়ন টাকা থেকে ২৮৭৩ মিলিয়ন টাকা (২৮%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালে ১৩০৫০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাসের ৩৯৬৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। অন্যদিকে, রপ্তানির পরিমাণ ১৯৯৭ সালের ৪৫২৯ মিলিয়ন টাকা থেকে ৬৬৩ মিলিয়ন টাকা (১৫%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালে ৫১৯২ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৯ সালের মার্চ পর্যন্ত তিন মাসে ১১৯০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড : একটি আধুনিক ইস্পাত শিল্প কারখানা। গড়ে উঠেছে ব্যাংকের অর্থায়নে।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৩০	২৩০	২৩০	২৩০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২৬৬	৩০২	৩০২	৩০২
৪।	আমানত	৯৪০২	১১২৬৯	১০২৯৩	১১৪৪৬
	ক) তলবী আমানত	৩০৬৩	৪০০৩	৩২৪৬	৩৬৮০
	খ) মেয়াদী আমানত	৬৩৩৯	৭২৬৬	৭০৪৭	৭৭৬৬
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৬৪৬৭	৭৩৪৯	৭৬৮৫	৮৫৩৮
৬।	বিনিয়োগ	১১৯১	১৯৫৯	১৮০৭	২৩০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১২৭৮৫	১৬৩৯৬	১৭০৫২	১৭৭৫১
৮।	মোট আয়	১০৮৭	১৯৭৯	৫২১	১০৭৩
৯।	মোট ব্যয়	৭৬৭	১৫৭৪	৪৪৫	৮৫০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৪৭০৬	১৮২৪২	৫১৫৩	১০৪২৪
	ক) রপ্তানি	৪৫২৯	৫১৯২	১১৯০	২৫০৩
	খ) আমদানি	১০১৭৭	১৩০৫০	৩৯৬৩	৭৯২১
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৯৪৬	১৯৪৭	১৯৪২	১৯৫০
	ক) কর্মকর্তা	১২৫৬	১২৬১	১২৫৯	১২৬৫
	খ) কর্মচারী	৬৯০	৬৮৬	৬৮৩	৬৮৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১০২	১১০	১১০	১১০
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	৭৯	৭৯	৭৯	৭৯

ঋণ বিতরণ ও আদায়

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক এর ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ১৯৯৭ সালের ১০১৬৩ মিলিয়ন টাকা এবং ৯৪১৫ মিলিয়ন টাকার তুলনায় যথাক্রমে ১৪২৩ মিলিয়ন টাকা এবং ১২২৯ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ১১৫৮৬ মিলিয়ন টাকা এবং ১০৬৪৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাসে যথাক্রমে ৩১৮৫ মিলিয়ন টাকা ও ২৮১২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক এর ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা সারণি-২ এ দেয়া হল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭							
	বিতরণ	২২৯	১৩৪	১৬৪০	১৭৭৪	৮১৬০	১০১৬৩
	আদায়	১০২	২৩৮	১১২৫	১৩৬৩	৭৯৫০	৯৪১৫
১৯৯৮							
	বিতরণ	২৫৮	১৫৪	১৮৬৮	২০২২	৯৩০৬	১১৫৮৬
	আদায়	১১৫	২৬৯	১৩৭২	১৬৪১	৮৮৮৮	১০৬৪৪
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ *							
	বিতরণ	৭২	৮৩	৫০১	৫৮৪	২৫২৯	৩১৮৫
	আদায়	৩২	৬৬	৩৪৮	৪১৪	২৩৬৬	২৮১২
৩০শে জুন, ১৯৯৯ * *							
	বিতরণ	১৪৫	১৬৭	১০৩১	১১৯৮	৫১৫৮	৬৫০১
	আদায়	৬৫	১৩১	৭১৭	৮৪৮	৪৮৩৯	৫৭৫২

* সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

ব্যাংক শুরু থেকে ১৯৯৯ সালের মার্চ পর্যন্ত ৮৭টি প্রকল্পের আওতায় মোট ২৬১৭ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে যার মধ্যে ২৬৯ মিলিয়ন টাকা(১০%) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং বাকী ২৩৪৮ মিলিয়ন টাকা(৯০%) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের জন্য। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংক ৮৫টি প্রকল্পের আওতায় মোট ২৫৩২ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করে যার মধ্যে ২৬৯ মিলিয়ন টাকা (১১%) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে এবং বাকী ২২৬৩ মিলিয়ন টাকা (৮৯%) মাঝারী শিল্পে। ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২২	৬৩	৮৫
	পরিমাণ	২২৬৩	২৬৯	২৫৩২
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫	৪	৯
	পরিমাণ	২০২	২২	২২৪
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৪	৬৩	৮৭
	পরিমাণ	২৩৪৮	২৬৯	২৬১৭
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত*				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
	পরিমাণ	৮৫	-	৮৫
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯ পর্যন্ত**				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
	পরিমাণ	৬৫	-	৬৫

* সাময়িক।
** প্রাক্কলিত।

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড এর মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষের ৬৪৬৭ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ৮৮২ মিলিয়ন টাকা (১৪%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালের একই সময়ে ৭৩৪৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যার মধ্যে শিল্প ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ২৫৩২ মিলিয়ন (৩৪%) টাকা। ব্যাংকের এ স্থিতির পরিমান ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস শেষে ৭৬৮৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে যার মধ্যে শিল্প ঋণের পরিমান ২৬১৭ মিলিয়ন টাকা (৩৪%)। ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয় হল।

book Qp 18

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড ঃ ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি শীপ ব্রেকিং ওয়ার্কশপ।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ ৩১, ১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	৯৯	১০৪	১১৫	১২১
	(ক) শস্য	৬৩	৩২	৩৭	৪৫
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৩৬	৭২	৭৮	৭৬
২।	শিল্পঃ	২৩০৮	২৫৩২	২৬১৭	২৮৪০
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২০৬১	২২৬৩	২৩৪৮	২৪৫০
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	২৪৭	২৬৯	২৬৯	৩৯০
৩।	পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	৩৮৩৫	৪২৮২	৪৫১২	৫১০৪
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা সেবা	১৫৬	৩৪৯	৩৫৪	৩৭৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২৯	৩৬	৪০	৪৩
৬।	অন্যান্য	৪০	৪৬	৪৭	৫৫
	সর্বমোট	৬৪৬৭	৭৩৪৯	৭৬৮৫	৮৫৩৮

আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড

আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড ১৯৮২ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে ২০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ৮৫ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মকান্ড শুরু করে। ১৯৯৮ সালের শেষে ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৮০০ মিলিয়ন টাকা, পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৩৭৩ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমান ২৮৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ সময়ে ব্যাংকটির ৫৯টি শাখায় মোট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১৫৩৪ জন।

আরব বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ১০৫০৭ মিলিয়ন টাকা থেকে ১২০৯ মিলিয়ন টাকা (১২%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ১১৭১৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে আরও বৃদ্ধি পেয়ে ১১৭৭৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। তলবী আমানতের পরিমাণ ১৯৯৭ সালের তুলনায় ৩০৩ মিলিয়ন টাকা (১২%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালের শেষে ২৯২৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ের ব্যবধানে মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ৯০৬ মিলিয়ন টাকা (১১%) বৃদ্ধি পেয়ে ৮৭৮৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মোট আগাম ও বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৯৭ সালের তুলনায় যথাক্রমে ১২১২ মিলিয়ন টাকা (১৮%) বৃদ্ধি এবং ১৬৭ মিলিয়ন টাকা (১১%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালের শেষে ৭৯৫৪ মিলিয়ন টাকা এবং ১৭০৪ মিলিয়ন টাকায় দাড়ায়। ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ১৯৯৭ সালের তুলনায় ১৯১৮ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালে ১৭৬৮৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যার পরিমান ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাসে ছিল ৩৮৮৬ মিলিয়ন টাকা। মোট আমদানির পরিমাণ ১৯৯৭ সালের ৯১১৫ মিলিয়ন টাকা থেকে (৯%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালে ৯৯৭৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং ১৯৯৯ সালের জানুয়ারী-মার্চ সময়কালে ২৩৮৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। মোট রপ্তানির পরিমান ১৯৯৭ সালের ৫১৮১ মিলিয়ন টাকা থেকে (১৭%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালে ৬০৮০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং ১৯৯৯ সালের জানুয়ারী - মার্চ সময়কালে ১৩৯০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে রেমিটেন্সের পরিমাণ ১৯৯৭ সালের ১৪৭০ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালে ১৬৩০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং ১৯৯৯ সালের জানুয়ারী-মার্চ সময়কালে ১১২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হল।

এবি ব্যাংক লিমিটেড : যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনে অর্থায়ন করছে এ বি ব্যাংক লিমিটেড। আলোচিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় বুড়িগঙ্গা সেতুর নির্মাণ কাজের অংশবিশেষ।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৮০০	৮০০	৮০০	৮০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩৭৩	৩৭৩	৩৭৩	৩৭৩
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২৮৬	২৮৬	২৮৬	২৮৬
৪।	**আমানতঃ**	**১০৫০৭**	**১১৭১৬**	**১১৭৭৭**	**১৩২০৬**
	ক) তলবী আমানত	২৬২৬	২৯২৯	২৯৪৪	৩১৬৯
	খ) মেয়াদী আমানত	৭৮৮১	৮৭৮৭	৮৮৩৩	১০০৩৭
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৬৭৪২	৭৯৫৪	৮০১৪	১০০৩৭
৬।	বিনিয়োগ	১৫৩৭	১৭০৪	২২৬২	২৬৪০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১২৬২১	১৪০৬৭	১৩৯৭৩	১৩৯৮৩
৮।	মোট আয়	১৩৭১	১৩১০	১১৭	৫৮০
৯।	মোট ব্যয়	৯১০	১০২৯	৯৮	১৯৫
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	**১৫৭৬৬**	**১৭৬৮৪**	**৩৮৮৬**	**১২৩০০**
	ক) রপ্তানি	৫১৮১	৬০৮০	১৩৯০	৪০০০
	খ) আমদানি	৯১১৫	৯৯৭৪	২৩৮৪	৭৫০০
	গ) রেমিটেন্স	১৪৭০	১৬৩০	১১২	৮০০
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	**১৫৪০**	**১৫৩৪**	**১৫৩৩**	**১৫৩৪**
	ক) কর্মকর্তা	৯০৬	৯৪৩	৯৪২	৯৪৩
	খ) কর্মচারী	৬৩৪	৫৯১	৫৯১	৫৯১
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩০০	৩১০	৩১০	৩১০
১৩।	**শাখা (সংখ্যা)**	**৫৭**	**৫৯**	**৫৯**	**৬২**
	ক) বাংলাদেশে	৫৬	৫৮	৫৮	৬১
	খ) বিদেশে	১	১	১	১

ঋণ বিতরণ ও আদায়

আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেডের ১৯৯৭ সালে কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৯ মিলিয়ন ও ৩৫ মিলিয়ন টাকা, যার পরিমাণ ১৯৯৮ সালে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৭ মিলিয়ন ও ৫৩ মিলিয়ন টাকায়। শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ১৯৯৭ সালের যথাক্রমে ৫৩২২ মিলিয়ন ও ৪২৬৩ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৯৯৮ সালে ৪৬৫৫ মিলিয়ন ও ৪৩৩৯ মিলিয়ন টাকা হয়। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ব্যাংক কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমান ছিল যথাক্রমে ১৪১৪ মিলিয়ন ও ১৩০৮ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হল।

book Qp 21

সারণি–২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭						
বিতরণ	৩৯	৪৭১	৪৮৫১	৫৩২২	৮২৫	৬১৮৬
আদায়	৩৫	৩৪৩	৩৯২০	৪২৬৩	৭৩০	৫০২৮
১৯৯৮						
বিতরণ	৫৭	৩২৯	৪৩২৬	৪৬৫৫	৭৬৮	৫৪৮০
আদায়	৫৩	৩১০	৪০২৯	৪৩৩৯	৭১৮	৫১১০
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ ★						
বিতরণ	১৫	৮৭	১১১৩	১২০০	১৯৯	১৪১৪
আদায়	১৪	৮১	১০২৭	১১০৮	১৮৬	১৩০৮
৩০শে জুন, ১৯৯৯ ★★						
বিতরণ	১৬	৯২	১১৭৬	১২৬৮	২১১	১৪৯৫
আদায়	১৫	৮৬	১০৮৬	১১৭২	১৯৮	১৩৮৫

★ সাময়িক।

★★ প্রাক্কলিত।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

শুরু থেকে ১৯৯৯ সালের মার্চ পর্যন্ত ব্যাংক ৮৭টি প্রকল্পের আওতায় আরব বাংলাদেশ ব্যাংক মোট ১৫৯৫ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে যার মধ্যে ১১৯৭ মিলিয়ন (৭৫%) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে এবং ৩৯৮ মিলিয়ন (২৫%) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মঞ্জুর করে। ১৯৯৮ সালে ২৩টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৬০৬ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করে যার মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ৪৮৯ মিলিয়ন টাকা এবং ১১৭ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য মঞ্জুর করা হয়। শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩ এ দেয়া হল।

book Qp 22

সারণি–৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৬	৪৯	৮৫
পরিমাণ	১০৭৭	৩৯১	১৪৬৮
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১১	১২	২৩
পরিমাণ	৪৮৯	১১৭	৬০৬
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৭	৫০	৮৭
পরিমাণ	১১৯৭	৩৯৮	১৫৯৫
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত*			
প্রকল্প সংখ্যা	১	১	২
পরিমাণ	১২০	৭	১২৭
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯ পর্যন্ত**			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	৩	৬
পরিমাণ	১৮০	১৫	১৯৫

★ সাময়িক।

★★ প্রাক্কলিত

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

আরব বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ৬৭৪২ মিলিয়ন থেকে ১৮% বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সাল শেষে ৭৯৫৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যার মধ্যে কৃষি খাতে ১৮৯ মিলিয়ন (২%), শিল্প খাতে ১৬১৮ মিলিয়ন (২০%) এবং পাইকারী/খুচরা ব্যবসা ও রেস্তোরা/হোটেল খাতে ৩১২৪ মিলিয়ন টাকা (৩৯%) স্থিতি বিদ্যমান। ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হল।

সারণি–৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ ৩১, ১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য ঃ**	১৯১	১৮৯	১৭২	১৭৫
	(ক) শস্য	-	-	-	
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৯১	১৮৯	১৭২	১৭৫
২।	**শিল্প ঃ**	১৪৩০	১৬১৮	১৪৫০	১৪৯২
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১২৬০	১৪০১	১২১৯	১২৫৬
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১৭০	২১৭	২৩১	২৩৬
৩।	পাইকারী ও খুচরা এবং রেস্তোরা ও হোটেল	২৯৯১	৩১২৪	৩৪৭৫	৩৫৭৯
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা সেবা	১০৮২	১৩১৮	১২৭২	১২৯৭
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৯৫	১১৩	১০৯	১১১
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ**	৪৭৩	৪৯৩	৫৪৫	৫৫৬
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	৪৭৩	৪৯৩	৫৪৫	৫৫৬
৭।	অন্যান্য	৪৮০	১০৯৯	৯৯১	৯৯০
	সর্বমোট	৬৭৪২	৭৯৫৪	৮০১৪	৮২০০

এ বি ব্যাংক লিমিটেড ঃ এ বি ব্যাংক লিঃ এর অর্থায়নে গড়ে উঠেছে একটি নুন শোধনের শিল্প।

ইন্ট্যারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেষ্টমেন্ট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেষ্টমেন্ট এন্ড কমার্স (আইএফআইসি) ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমান ১৯৯৮ সালে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন এবং ২৭৯ মিলিয়ন টাকায়। পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ১৬৭ মিলিয়ন টাকা উদ্যোক্তাগণ ও জনসাধারণ কর্তৃক পরিশোধিত এবং অবশিষ্ট ১১২ মিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিশোধিত। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা বিদেশস্থ ২টিসহ ৫৪টিতে দাঁড়ায়। এ ব্যাংক নেপালের কাঠমুন্ডুতে ' নেপাল বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড নামে ব্যাংক স্থাপন করে।

১৯৯৮ সালে এ ব্যাংকের মোট আমানত শতকরা ৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর মাসের শেষে ১৬৫৫০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে আমানতের পরিমান ছিল ১৫৬২৯ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের জুনে মোট আমানত ১৭৭৯১ মিলিয়ন টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটি ২৯৫৫০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, যার মধ্যে রয়েছে রপ্তানি ৯৯৪৪ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৭৪৪০ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ২১৬৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালে এ ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর শেষে ১৫৪৮৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১৪৩৬৯ মিলিয়ন টাকা ছিল। অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হল।

আইএফআইসি ব্যাংক ঃ ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি ফ্যাশন স্যুয়েটার কারখানা।

সারণি–১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৭৯	২৭৯	২৭৯	২৭৯
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	২৬৯	৩৯৩	৩৯৩	৩৯৩
৪।	আমানতঃ	১৫৬২৯	১৬৫৫০	১৭১৭১	১৭৭৯১
	ক) তলবী আমানত	৩৩৬৭	৩৮০৭	৩৯৪৯	৪০৯২
	খ) মেয়াদী আমানত	১২২৬২	১২৭৪৩	১৩২২২	১৩৬৯৯
৫।	অগ্রিম	১৪৩৬৯	১৫৪৮৯	১৫৯১৮	১৬৩৪৮
৬।	বিনিয়োগ	২০৩৯	২৩৭৬	২৬০০	৩০০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৭৪৩৫	১৮১২৮	১৯৫৭৮	২০৩০৩
৮।	মোট আয়	১৪২৩	১৫৪৬	৭৭০	১৫৪০
৯।	মোট ব্যয়	১২১৫	১৩১৩	৭০৯	১৪১৯
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৭১৪২	২৯৫৫০	-	-
	ক) রপ্তানি	১১৭২৩	৯৯৪৪	৫২০৭	৭২৩৭
	খ) আমদানি	১৩৬২৮	১৭৪৪০	৩৬১৮	১০৪১৩
	গ) রেমিটেন্স	১৭৯১	২১৬৬	-	-
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৬১৪	১৬১৯	১৬২৬	১৬৬৬
	ক) কর্মকর্তা	১০৮৮	১০৮৮	১০৮১	১০৮১
	খ) কর্মচারী	৫২৬	৫৩১	৫৪৫	৫৮৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২০০	২০০		
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	৫৪	৫৪	-	-
	ক) বাংলাদেশে	৫২	৫২	-	-
	খ) বিদেশে	২	২	-	-

১৯৯৮ সালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৭ সালে যেখানে ১২৫৫০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছিল সেখানে ১৯৯৮ সালে ১৯৭৯১ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়। ঋণ আদায় একই সময়ে ১২৫৫৯ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৭৫৮ মিলিয়ন টাকা হয়েছে। খাত ওয়ারী ঋণ বিতরণ এবং আদায় সারণি-২ এ দেয়া হল।

সারণি–২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭						
বিতরণ	২৬	১১২৪	৫২৮	১৬৫২	১০৮৭২	১২৫৫০
আদায়	২৫	৪৬০	৩৮৪	৮৪৪	১১৬৮৯	১২৫৫৮
১৯৯৮						
বিতরণ	৫২	৪৬৫	৩৫৬	৮২১	১৮৯১৮	১৯৭৯১
আদায়	-	৩১৫	৫৫০	৮৬৫	১৭৮৯৩	১৮৭৫৮
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯*						
বিতরণ	-	৩৩	৮৩	১১৬	৪৫৩১	৪৬৪৭
আদায়	-	৭০	২৬	৯৬	৪৩০৯	৪৪০৫
৩০শে জুন, ১৯৯৯**						
বিতরণ	-	১১৮	৯০	২০৮	৯০৮৬	৯২৯৪
আদায়	৪০	১৬০	১৩৬	২৯৬	৮৪৭৫	৮৮১১

★ সাময়িক। ★★ প্রাক্কলিত।

ব্যাংক -এর শিল্প ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী সারণি-৩ এ দেয়া হল।

সারণি–৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৩	১৩৭	১৬০
	পরিমাণ	১৩১২	১০৫৬	২৩৬৮
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	৮	১২
	পরিমাণ	১৭২	১৬০	৩৩২
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৫	১৩৯	১৬৪
	পরিমাণ	১৩৯৭	১০৮৩	২৪৮০
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত*				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	২	৪
	পরিমাণ	৮৫	২৭	১১২
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯ পর্যন্ত**				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩	৩	৬
	পরিমাণ	৩৫	৪৫	৮০

★ সাময়িক। ★★ প্রাক্কলিত।

ব্যাংক -এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হল।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ ৩১, ১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	৬৭	৬৭	১৫১	১৫৪
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৬৭	৬৭	১৫১	১৫৪
২।	শিল্পঃ	২৭০০	৩২৩৬	৩২৮৮	৩৩৪১
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১৮৬৫	২৪৭১	২৫১১	২৫৫২
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৮৩৫	৭৬৫	৭৭৭	৭৮৯
৩।	পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা ও হোটেল	৩৬১৬	৩৯৩০	৩৯৯৪	৪০৫৮
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা সেবা	১৪৪	২২১	২২৫	২২৮
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২৪৩	২৩৬	২৩৯	২৪৩
৬।	অন্যান্য	৭৫৯৯	৭৭৯৯	৮০২১	৮৩২৪
	সর্বমোট	১৪৩৬৯	১৫৪৮৯	১৫৯১৮	১৬৩৪৮

book Qp 28

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

দেশের প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ৩০ শে মার্চ, ১৯৮৩ সালে কার্যক্রম শুরু করে। এই ব্যাংক দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ারও প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক। এটি যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যাংকিং কোম্পানী যার মূলধনের শতকরা ৬২ ভাগ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, কয়েকটি বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোক্তা প্রদত্ত। অবশিষ্টাংশ বাংলাদেশী উদ্যোক্তা ও শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক প্রদত্ত। ১৯৯৮ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন টাকা,৩১৮ মিলিয়ন টাকা এবং ১১৭৭ মিলিয়ন টাকা। ৩১ শে মার্চ,১৯৯৯ পর্যন্ত ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৫ টিতে এবং মোট কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা ২২৬৭ জন যার মধ্যে ১৮৩৪ জন কর্মকর্তা। ব্যাংকের কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী চলছে কিনা তা দেখাশুনা করার জন্য দেশের প্রখ্যাত আলেম, আইনজীবী, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং ব্যাংকারদের নিয়ে গঠিত একটি " শরীয়াহ কাউন্সিল" আছে।

১৯৯৮ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর আমানতের পরিমাণ ৩২৭১ মিলিয়ন টাকা (১৯%) বৃদ্ধি পেয়ে ২০৩৮৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাসে(মার্চ পর্যন্ত) ব্যাংকটির আমানত বৃদ্ধি পায় ৭৭৯ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির ১৯৯৮ সালের মোট বিনিয়োগ স্থিতি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৩৬১ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৪৩৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটি ৪১৪৯৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। তার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২০২৩৮ মিলিয়ন টাকা, ১৪৮৯৪ মিলিয়ন টাকা ও ৬৩৬১ মিলিয়ন টাকা। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অর্থায়নে বিশুদ্ধ খাবার পানি শিল্প।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮ (সাময়িক)	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০ শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩১৮	৩১৮	৩১৮	৩১৮
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১১১২	১১৭৭	১১৭৭	১১৭৭
৪।	**আমানতঃ**	**১৭১১৪**	**২০৩৮৫**	**২১১৬৪**	**২১৯৫০**
	ক) তলবী আমানত	৩৭২৯	৪৪৭৯	৪৬৫০	৪৮০০
	খ) মেয়াদী আমানত	১৩৩৮৫	১৫৯০৬	১৬৫১৪	১৭১৫০
৫।	অগ্রিম ও ঋন (বিনিয়োগ)	১৩০৭৫	১৩৪৩৬	১৪৭২০	১৬০০৪
৬।	বিনিয়োগ	২০	২০	২০	২০
৭।	মোট পরিসম্পদ (কন্ট্রা ব্যতিত)	২০০১৩	২৩৭৮২	২৩৭৮২	২৩৭৮২
৮।	মোট আয়	১৩৬৯	১৬৪৯	৪০৮	১২৪০
৯।	মোট ব্যয়	১১৯৮	১৪৭০	৩৪৫	৭৪০
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	**৩৬৬৪৫**	**৪১৪৯৩**	**১০৭০০**	**২১২৫০**
	ক) রপ্তানি	১৪৪৬৯	১৪৮৯৪	৩৪০০	৬৭৫০
	খ) আমদানি	১৭৩৭০	২০২৩৮	৫৩০০	১০৫০০
	গ) রেমিটেন্স	৪৮০৬	৬৩৬১	২০০০	৪০০০
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	**১৯০৩**	**২৭৭১**	**২২৬৭**	**২২৯৯**
	ক) কর্মকর্তা	১৫৬৩	১৮৪৬	১৮৩৪	১৮৪৫
	খ) কর্মচারী	৩৪০	৩২৫	৪৩৩	৪৫৪
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৬১০	৬৫০	৬৬০	৬৭৫
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	১০০	১০৫	১০৫	১১০

খাতভিত্তিক বিনিয়োগ ও আদায়

১৯৯৮ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মোট ৫২৭৪২ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ বিতরণ ও ৪৪১৭৭ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪০৫২১ মিলিয়ন ও ৩০৫৬০ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত বিনিয়োগের মধ্যে কৃষি ও শিল্প খাতে বিতরণ করা হয় যথাক্রমে ৮৪ মিলিয়ন ও ৯০৭৯ মিলিয়ন টাকা এবং উক্ত খাতদ্বয়ে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩২ মিলিয়ন ও ৭৯৭৪ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাতওয়ারী বিনিয়োগ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি-২ এ দেয়া হল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি বিনিয়োগ	শিল্প বিনিয়োগ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী বিনিয়োগ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭						
বিতরণ	৪৮	৫৭২	৫১৮০	৫৭৫২	৩৪৭২১	৪০৫২১
আদায়	২৫	২১২	৩৯৩৭	৪১৪৯	২৬৩৮৬	৩০৫৬০
১৯৯৮						
বিতরণ	৮৪	৩৯২	৮৬৮৭	৯০৭৯	৪৩৫৭৯	৫২৭৪২
আদায়	৩২	৪০৬	৭৫৬৮	৭৯৭৪	৩৬১৭১	৪৪১৭৭
৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ *						
বিতরণ	২৫	২৯০	২৮০০	২৮৯০	১৩৯৮০	১৬৮৯৫
আদায়	১০	১৩০	২৪২০	২৫৫০	১২৭৩০	১৫২৯০
৩০শে জুন, ১৯৯৯ * *						
বিতরণ	৫০	৫৯০	৫৪৬০	৬০৫০	২৭৮০০	৩৩৯০০
আদায়	২৫	৩০০	৫০৮০	৫৩৮০	২৪৮২০	৩০২২৫

* সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

শিল্প বিনিয়োগ মঞ্জুরী

১৯৯৮ সালে ব্যাংকটি ৬০টি প্রকল্পের জন্য ২০২৭ মিলিয়ন টাকা শিল্প বিনিয়োগ মঞ্জুর করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৪৩টি প্রকল্পের জন্য ২৯৯ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকটি সর্বমোট ৩৪৫টি প্রকল্পের জন্য ৬৮০৭ মিলিয়ন টাকা শিল্প বিনিয়োগ মঞ্জুর করে। এর মধ্যে ২৪৫৭ মিলিয়ন টাকা (৩৬%) মঞ্জুর করা হয় বৃহৎ ও মাঝারী আকারের শিল্পের জন্য। ১৯৯৯ সালের ১লা জানুয়ারী হতে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ পর্যন্ত ১৫টি প্রকল্পে ১১৬৫ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর তুলনামূলক অবস্থা সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

book Qp 3

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিনিয়োগ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২৮	৩১৭	৩৪৫
পরিমান	২৪৫৭	৪৩৫০	৬৮০৭
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৯	৫১	৬০
পরিমান	৭৬৯	১২৫৮	২০২৭
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৩	৩২৭	৩৬০
পরিমান	৩৫৫৮	৪৪১৩	৭৯৭১
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	১০	১৫
পরিমান	১১০২	৬৩	১১৬৫
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৭	১৫	২২
পরিমান	১২৭৭	১০৫	১৩৮২

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাংকের কর্মসূচী ১৯৯৮ সালেও অব্যাহত থাকে। এ লক্ষ্যে ব্যাংকটি পল্লী এলাকার গরীব ও সম্বলহীন মানুষের জন্য সর্বোচ্চ ১০০০০ টাকা এবং প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য সর্বোচ্চ ৫০০০০ টাকা বিনিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা করে আছে। পুরাতন ও ভাল গ্রাহকের ক্ষেত্রে আলোচ্য কর্মসূচীর আওতায় ৩০০০০ টাকা পর্যন্ত বিনা জামানতেও বিনিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া হকারদের জন্য বিনিয়োগ এবং মাইক্রো ইণ্ডাষ্ট্রিজ ইনভেষ্টমেন্ট স্কীম নামক দুটি বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচীসহ ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি-৪ এ দেয়া হ'ল।

book Qp 4

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক বিনিয়োগের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ, ৩১,১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০,১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্যঃ**	১৮১	৪৯	৫১	৫৫
	(ক) শস্য	১৬	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৬৫	৪৯	৫১	৫৫
২।	**শিল্পঃ**	৪৭৮০	৬২২৯	৬৯৫২	৭১২৩
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১৬৮৮	২৭৪৭	২৮৯৮	৩০২৮
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৩০৯২	৩৪৮২	৪০৫৪	৪০৯৫
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	৪৮৬০	৪৭৭৬	৫০৮৫	৬১৪৬
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৫৩০	৬৯৯	৭৩৪	৭৪০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬৮৭	৬১৯	৭৮০	৭৯০
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ**	১২৫৭	৫২৪	৫৫০	৫৭৫
	দরিদ্র বিমোচন	২৭	১২৯	১৩৫	১৪০
	অন্যান্য	১২৩০	৩৯৫	৪১৫	৪৩৫
৭।	অন্যান্য	৭৮০	৫৪০	৫৬৮	৫৭৫
	সর্বমোট	১৩০৭৫	১৩৪৩৬	১৪৭২০	১৬০০৪

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ঃ ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা ঔষধ শিল্প।

আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংক যা ১৯৮৭ সালের ২০ শে মে হতে তফসিলী ব্যাংক রূপে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। সৌদি আরবের দাল্লাহ আল বারাকা গ্রুপ, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশী বিনিয়োগকারীদের উদ্যোগে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬০০ মিলিয়ন টাকা ও ২৬০ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফাণ্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩ মিলিয়ন টাকা। আল বারাকা ব্যাংক সারাদেশে ৩৩টি শাখার মাধ্যমে সুদবিহীন ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। ১৯৯৯ সালের মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকের মোট জনসম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৩৯ জন যার মধ্যে ৪৬৩ জন কর্মকর্তা এবং ১৭৬ জন কর্মচারী।

১৯৯৮ সালে আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এ মোট আমানত ১৯৯৭ সালের তুলনায় ১১০৫ মিলিয়ন টাকা (১৭%) বৃদ্ধি পেয়ে ৭৫০৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। তবে ১৯৯৯ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির আমানত ৪৯৬ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পায়। ব্যাংকটির মোট অগ্রিম ১৯৯৮ সালে ২৩৭ মিলিয়ন টাকা (৪%) বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯৬৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরের ৬৮৮ মিলিয়ন টাকা (০.১২%) হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটি মোট ৩৪১৮ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমান ছিল ৩৪৮২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালে পরিচালিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসায়ের মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৩২৯ মিলিয়ন টাকা, ৬৬২ মিলিয়ন টাকা ও ৪২৭ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের মার্চ পর্যন্ত উক্ত ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ১৬৭৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড –এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

আল-বারাকা ব্যাংক : ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে উঠা একটি আধুনিক বস্ত্র শিল্প

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ,১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০ শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৬০০	৬০০	৬০০	৬০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৬	৩৩	৩৩	৩৩
৪।	আমানতঃ	৬৪০২	৭৫০৭	৭০১১	৭৫০১
	ক) তলবী আমানত	৫৩৪	৫৯৭	৬৪৪	৭১৩
	খ) মেয়াদী আমানত	৫৮৬৮	৬৯১০	৬৩৬৭	৬৪০৮
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৬২০৩	৫৯৬৬	৫৮৬০	৬৭৮৮
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	৮০১৫	৮৮৮৫	৪৫৪৮	৯০৯৬
৮।	মোট আয়	৩৬৮	৭২৯	১৮৭	৪৫৪
৯।	মোট ব্যয়	৫৩৩	৬৫৩	১৫২	৩৮১
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩৪৮২	৩৪১৮	১৬৭৫	৩৩৫০
	ক) রপ্তানি	৫৪২	৬৬২	৩০০	৬০০
	খ) আমদানি	২৬৯৪	২৩২৯	১২০০	২৪০০
	গ) রেমিটেন্স	২৪৬	৪২৭	১৭৫	৩৫০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৬৩২	৬৩৯	৬৩৯	৬৩৯
	ক) কর্মকর্তা	৪৪৪	৪৬৪	৪৬৩	৪৬৩
	খ) কর্মচারী	১৮৮	১৭৫	১৭৬	১৭৬
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১০৪	১১৭	১১৭	১২০
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৮ সালে আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মোট ২৮৩৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ২৩৬১ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৭৭৯.৪ মিলিয়ন টাকা ও ২১৯৬.৪ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে শিল্প খাতে বিতরণ করা হয় ১৩৩৯ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ৯৪৯ মিলিয়ন টাকা। শিল্প খাতে আলোচ্য বছরে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১০৩ মিলিয়ন টাকা। এছাড়া, অন্যান্য খাতে বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৪৯৬ মিলিয়ন ও ১২৫৭ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে উক্ত ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩১৫ মিলিয়ন টাকা ও ১৯৯ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক অবস্থা সারণি-২ এ দেয়া হ'ল।

book Qp 7

সারণি-২

খাত ভিত্তিক বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭						
বিতরণ	০.৪	৮৮০	৬৯	৯৪৯	১৮৩০	২৭৭৯.৪
আদায়	০.৪	৫২১	৪১	৫৬২	১৬৩৪	২১৯৬.৪
১৯৯৮						
বিতরণ	০.২	১২৮৮	৫১	১৩৩৯	১৪৯৬	২৮৩৭
আদায়	০.১	১০৬৫	৩৮	১১০৩	১২৫৭	২৩৬১
৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯*						
বিতরণ	০.৩	৫৯	২৫৬	৩১৫	১১০৭	১৪২২.৩
আদায়	০.৩	৩৭	১৬২	১৯৯	১০১৪	১২১৩.৩
৩০শে জুন, ১৯৯৯**						
বিতরণ	-	২০০	৩০১	৫০১	১২১৩	১৭১৪
আদায়	-	১৪৪	২২৩	৩৬৭	১০৫১	১৪১৮

* সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৮ সালে আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মোট ১২২টি শিল্প প্রকল্পের জন্য ২৮৪০ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করে। এর পুরোটাই মঞ্জুর করা হয় বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প প্রকল্পের জন্য। ১৯৯৮ সালের মার্চ পর্যন্ত শিল্প ঋণের মোট পুঞ্জীভূত মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮৮টি প্রকল্পের জন্য ৩৭৭৩ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকটি কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক মঞ্জুরীকৃত ঋণের অবস্থা সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

book Qp 8

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৩৬	-	১৩৬
	পরিমান	৩৩৭২	-	৩৩৭২
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২২	-	২২
	পরিমান	৪১৮৫	-	৪১৮৫
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৫৪	-	১৫৪
	পরিমান	৩৭৭৩	-	৩৭৭৩
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৬০	-	৬০
	পরিমান	২৩১	-	২৩১
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪৫	-	৪৫
	পরিমান	৫০	-	৫০

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ, ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	৮	৭	৭	৮
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৮	৭	৭	৮
২।	শিল্পঃ	৩৩৭২	৩৮৩৫	৩৭৬৬	৪১১৮
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৩৩৭২	৩৮৩৫	৩৭৬৬	৪১১৮
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	১৮৮২	১১৯৮	১১৭৬	১২৪৬
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৩৮৩	৩৯৬	৩৮৯	৪২৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩১৫	৩১৪	৩০৮	৩৩৭
৬।	অন্যান্য	২৪৩	২১৬	২১৪	২৭৪
	সর্বমোট	৬২০৩	৫৯৬৬	৫৮৬০	৬৪০৮

ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড

ব্যাংক অব ক্রেডিট এণ্ড কমার্স ইন্টারন্যাশনাল (ওভারসীজ) লিমিটেড (পুনর্গঠন) স্কীম, ১৯৯২ এর বাস্তবায়নকল্পে এবং উক্ত স্কীম অনুযায়ী সংশোধিত/সমন্বিত বাংলাদেশস্থ পূর্বতন বিসিসিআই(ও) এর দায়-দায়িত্ব নিয়ে ১৯৯২ সালের আগষ্ট মাসে ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড গঠিত হয়। ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ২০ শতাংশ সরকারের, ৩২ শতাংশ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের, অবশিষ্ট ৪৮ শতাংশ পূর্বতন বিসিসিআই এর বাংলাদেশী শাখাগুলোর আমানতকারী/জনসাধারণের। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন, ৬০০ মিলিয়ন ও ৪৩৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা ও মোট জনশক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২১টি ও ৬৪৬ জনে। মোট জনশক্তির মধ্যে ৫০৭ জন কর্মকর্তা এবং ১৩৯ জন কর্মচারী।

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানত পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৮৮৭২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির মোট আমানত দাঁড়ায় ৮৪৭৮ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সলের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল মোট ৫৭৪৪ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ, ১৯৯৯ শেষে ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩০২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটি মোট ৯৩৮ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে। ১৯৯৯ সালের প্রথম ৩ মাস শেষে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৭০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটি মোট ১৪৯৪২ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। এর মধ্যে রপ্তানি,আমদানি ও রেমিটেন্স এর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৮২১ মিলিয়ন, ৯৯৬৫ মিলিয়ন ও ১৫৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাসে মোট ৩৪০১ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্সের পরিমান দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯০৪ মিলিয়ন, ২৪৫৭ মিলিয়ন ও ৪০ মিলিয়ন টাকা। ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড : ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি আধুনিক মুরগীর খামার।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯	৩০ শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৬০০	৬০০	৬০০	৬০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩৫৭	৪৩৪	৪৩৪	৪৩৪
৪।	আমানতঃ	৯৫৬৬	৮৮৭২	৮৪৭৮	৯৩৯৩
	ক) তলবী আমানত	১৩৪৩	১৬১১	১৪৯৯	১৮০৫
	খ) মেয়াদী আমানত	৮২২৩	৭২৬১	৬৯৭৯	৭৫৮৮
৫।	অগ্রিম	৫২৪৭	৫৭৪৪	৬৩০২	৬৭১৩
৬।	বিনিয়োগ	৭২৬	৯৩৮	১০৭০	১২০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১০১৮৯	১১২৭০	১১৫৮০	১১৯০০
৮।	মোট আয়	৯৯০	১১৯৯	৩৪২	৭৬৯
৯।	মোট ব্যয়	৬২৯	৭৯৬	২৩৭	৫২২
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১০৫৯৬	১৪৯৪২	৩৪০১	৮৩০৯
	ক) রপ্তানি	৩৪২৬	৪৮২১	৯০৪	২৫৫৮
	খ) আমদানি	৭০১৫	৯৯৬৫	২৪৫৭	৫৬৪৬
	গ) রেমিটেন্স	১৫৫	১৫৬	৪০	১০৫
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৫৪৮	৬২০	৬৪৬	৬৫৬
	ক) কর্মকর্তা	৪২০	৪৮১	৫০৭	৫১৪
	খ) কর্মচারী	১২৮	১৩৯	১৩৯	১৪২
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩৫	৩৭	৩৭	৪১
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	২১	২১	২১	২১

ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৮ সালে ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড মোট ১৩১৫৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১১৩৫৬ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০৪৪৭ মিলিয়ন ও ৭২৫৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের বিতরণকৃত মোট ঋণের মধ্যে শিল্প ঋণ ছিল ১৯০৩ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য ঋণ ছিল ১১২৫৬ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটি কৃষি খাতে কোন ঋণ বিতরণ করেনি। ১৯৯৯ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫২৬৮ মিলিয়ন টাকা ও ৪৪৭৭ মিলিয়ন টাকা। ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড এর খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি -২ এ দেয়া হ'ল।

book Qp 11

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
	মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭					
বিতরণ	২০৮	৩৩৭২	৩৫৮০	৬৮৬৭	১০৪৪৭
আদায়	২০৪	২৮৮৬	৩০৯০	৪১৬৬	৭২৫৬
১৯৯৮					
বিতরণ	২৪৪	১৬৫৯	১৯০৩	১১২৫৬	১৩১৫৯
আদায়	১৩৪	১০৬৯	১২০৩	১০১৫৩	১১৩৫৬
৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯*					
বিতরণ	২২০	৬৪৭	৮৬৭	৪৪০১	৫২৬৮
আদায়	৮৩	৪৩৬	৫১৯	৩৯৫৮	৪৪৭৭
৩০শে জুন, ১৯৯৯**					
বিতরণ	২৭৫	৮৩৬	১১১১	৬০৬৯	৭১৮০
আদায়	৯৭	৬৪২	৭৩৯	৫২৪০	৫৯৭৯

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৮ সালে ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড ১৭টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে মোট ১৮৩৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস শেষে মোট ৮২টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৭২৫ মিলিয়ন টাকা। ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড -এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের পরিস্থিতি সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

book Qp 12

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৮১	১১	৯২
	পরিমান	৫৬৫৩	৩৮	৫৬৯১
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৭	৪	২১
	পরিমান	১৮৩৭	৫	১৮৪২
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৮২	১১	৯৩
	পরিমান	৫৭২৫	৩৮	৫৭৬৩
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
	পরিমান	৭২	-	৭২
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯ পর্যন্ত*				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭	৩	১০
	পরিমান	১৮২	১৫	১৯৭

* প্রাক্কলিত

১৯৯৯ সালের মার্চ মাস শেষে ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড এর মোট ৬৩০২ মিলিয়ন টাকার ঋণের স্থিতির মধ্যে শিল্প খাতে ১৯৬১ মিলিয়ন টাকা, পাইকারি/খুচরা ব্যবসা খাতে ৫২০ মিলিয়ন টাকা, বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা খাতে ১৩ মিলিয়ন টাকা, পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে ৯ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য খাতে ৩৭৯৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডের খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতির অবস্থা সারণি-৪ দেয়া হ'ল।

book Qp 13

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ, ৩১,১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০,১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্যঃ**	-	-	-	-
	(ক) শস্য				
	(ক) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্পঃ**	**২০৫৩**	**১৬৯৩**	**১৯৬১**	**২১২১**
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২০১৩	১৬৬০	১৯০৩	২০৭২
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৪০	৩৩	৫৮	৪৯
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	১৭৯২	৫১১	৫২০	৫০৫
৪।	বীমা, অর্থ সংস্থা রয়েল এস্টেট ও ব্যবসা ওসার্ভিস	৬২	১৬	১৩	৪১
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬	৯	৯	৮
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ**	-	-	-	-
	দরিদ্র বিমোচন				
	অন্যান্য				
৭।	অন্যান্য	১৩৩৪	৩৫১৫	৩৭৯৯	৪০৩৮
	সর্বমোট	৫২৪৭	৫৭৪৪	৬৩০২	৬৭১৩

book Qp 14

ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড ৭৫০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ১৯৫ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৯৩ সালের ১৭ই মে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির মোট শাখা ও জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৭টি ও ৬৮৫ জনে। মোট জনশক্তির মোট ৫০৬ জন কর্মকর্তা এবং ১৭৯ জন কর্মচারী।

১৯৯৮ সালে ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের মোট আমানত ১৫৫০ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ২৯ ভাগ হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর শেষে ৬৮২৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটির তলবী আমানত ৩৮৯ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৪৫ মিলিয়ন টাকায় এবং মেয়াদী আমানত ১১৬১ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৫১৮০ মিলিয়ন টাকা দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালে প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির আমানত শতকরা ৮ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৬৩০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমান ১১৪১ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৩২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬৭৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৩১ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৭৯৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে বিনিয়োগের পরিমাণ ৯২১ মিলিয়ন টাকা দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটি মোট ১০৩৬৮ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স এর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৫৫৫ মিলিয়ন টাকা, ৭৭৩৭ মিলিয়ন টাকা ও ৭৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটি মোট ১৫৮২ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, এর মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স এর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৭৬ মিলিয়ন টাকা, ১৩০১ মিলিয়ন টাকা ও ৫ মিলিয়ন টাকা। ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্টসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

book Qp 1

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৭৫০	৭৫০	৭৫০	৭৫০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৯৫	১৯৫	১৯৫	১৯৫
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩১	৩১	৩১	৩১
৪।	**আমানতঃ**	**৫২৭৫**	**৬৮২৫**	৬৩০০	৭৬৪২
	ক) তলবী আমানত	১২৫৬	১৬৪৫	১১৮৮	১৪৪১
	খ) মেয়াদী আমানত	৪০১৯	৫১৮০	৫১১২	৬২০১
৫।	অগ্রিম	৩৫৩৭	৪৬৭৮	৪৯৫০	৫১৯৮
৬।	বিনিয়োগ	৭৬৬	৭৯৭	৯২১	১০০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৭৮০৪	১১১৪২	১০৬৩৭	১২০০০
৮।	মোট আয়	৪৭৪	৭২১	২৫২	৫৪৫
৯।	মোট ব্যয়	৪২০	৫১০	২১২	৪০৫
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	**৬০২০**	**১০৩৬৮**	**১৫৮২**	৩১৬০
	ক) রপ্তানি	১৩১৫	২৫৫৫	২৭৬	৫৫০
	খ) আমদানি	৪৬০০	৭৭৩৭	১৩০১	২৬০০
	গ) রেমিটেন্স	৫	৭৬	৫	১০
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	**৬৭৮**	**৬৮৩**	**৬৮৫**	৭১৫
	ক) কর্মকর্তা	৪৯৪	৪৯৯	৫০৬	৫৩১
	খ) কর্মচারী	১৮৪	১৮৪	১৭৯	১৮৪
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২১৪	২৩২	২৩৩	২৪০
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	২৭	২৭	২৭	৩০

ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৮ সালে ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড মোট ১১৪১ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ২৮০ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২০১ মিলিয়ন টাকা ও ৫৭ মিলিয়ন টাকা। ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড-এর খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২ এ দেয়া হ'ল।

book Qp 2

সারণি–২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ		মোট	অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন			
১৯৯৭						
বিতরণ	-	৩৭	৪০	৭৭	৬৫৩	৭৩৪
আদায়	-	১৬	৩১	৪৭	৯৭	১৪৪
১৯৯৮						
বিতরণ	-	৬৭	১৫৪	২২১	৯২০	১১৪১
আদায়	-	১১	৯৭	১০৮	১৭২	২৮০
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯*						
বিতরণ	-	১৬	৩৫	৫১	১৫০	২০১
আদায়	-	২	১২	১৪	৪৩	৫৭
৩০শে জুন, ১৯৯৯**						
বিতরণ	-	৪০	৮০	১২০	৩৫০	৪৭০
আদায়	-	১২	২৫	৩৭	৯৫	১৩২

★ সাময়িক।

★★ প্রাক্কলিত।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৮ সালে ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড ৫টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মোট ৬৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। ১৯৯৯ সালে মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির মোট ১৭টি শিল্প প্রকল্পে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১৩ মিলিয়ন টাকা। ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড এর প্রকল্প সংখ্যা ও ঋণের অবস্থা সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

book Qp 3

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি–৩

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১২	৫	১৭
পরিমাণ	২৫০	৬৩	৩১৩
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৪	১	৫
পরিমাণ	৬৬	১	৬৭
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১২	৫	১৭
পরিমাণ	২৫০	৬৩	৩১৩
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	-	-	-
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯ পর্যন্ত*			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	১৫	২৫
পরিমাণ	১৫০	৪০	১৯০

★ প্রাক্কলিত

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড এর মোট ঋণ স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৬৭৮ মিলিয়ন টাকা। মার্চ, ১৯৯৯ শেষে মোট ঋণের স্থিতি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৯৫০ মিলিয়ন টাকা। ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি–৪

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ ৩১, ১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য ঃ**	-	-	-	-
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্পঃ**	২১১	৩১৩	৩১৭	৩৩০
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১৪৭	২৫০	২৫২	২৬০
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৬৪	৬৩	৬৫	৭০
৩।	পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	৩১৩৩	৪১৪০	৪৩৯৫	৪৬১৮
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা সেবা	১০৯	১৩৪	১৪২	১৫০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৮৪	৯১	৯৬	১০০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন				
	খ) অন্যান্য				
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	* ৩৫৩৭	৪৬৭৮	৪৯৫০	৫১৯৮

book Qp 4

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ১০০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন ও ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৯৫ সালের ১৭ই এপ্রিল তারিখ থেকে বেসরকারী ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাস শেষে ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২০০ মিলিয়ন ও ২৫২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা ও মোট জনশক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৯টি ও ৩৮৩ জনে। মোট জনশক্তির মধ্যে ৩৭২ জন কর্মকর্তা এবং ১১ জন কর্মচারী। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটি মোট ৫৫৩ মিলিয়ন টাকা আয় করে এবং ৪৫৭ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরীজীবীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত কনজুমার ক্রেডিট স্কীম এর মাধ্যমে প্রাইম ব্যাংক তার ঋণ সুবিধা ব্যাপক সংখ্যক গ্রাহকের নিকট পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৯৮ সালে ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটি উক্ত হিসাবে ৬১৬৭ জন গ্রাহকের মধ্য ৩০১ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করে। এছাড়া লীজ ফাইন্যান্স প্রাইম ব্যাংক এর ঋণদান প্রক্রিয়ায় একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে, যার মাধ্যমে ব্যাংক সঠিক উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনের জন্য মূলধন, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি দিয়ে সহায়তা করে থাকে। এছাড়া ইসলামী পদ্ধতিতে সুদমুক্ত আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ঢাকার দিলকুশায় একটি ও সিলেটের আম্বরখানায় একটিসহ মোট ২টি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইসলামী শাখা স্থাপন করেছে। শাখা দুটির সমস্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম ও লেনদেন সুদমুক্ত ও সম্পূর্ণ ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত। পুঁজি বাজার পরিচালনার জন্য প্রাইম ব্যাংকে 'Merchant Banking & Investment Division' নামে আলাদা একটি বিভাগ রয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকিং এর পাশাপাশি বিনিয়োগ ব্যাংকিং এর কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে প্রাইম ব্যাংক বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এছাড়া সম্প্রতি ব্যাংকির প্রধান কার্যালয়ের Dealing Room এ Reuter Machine স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে এর গ্রাহকদেরকে যে কোন দেশের মুদ্রার সাথে বাংলাদেশ টাকার মান সম্বন্ধে অবহিত করা যায় এবং তাদেরকে বৈদেশিক মুদ্রা কেনা বেচায় সাহায্য করা যায়।

১৯৯৮ সালে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানত পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২৬% বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩১৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যার মধ্যে তলবী ও মেয়াদী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ২১৫৬মিলিয়ন টাকা ও ৩১৫৭ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের প্রথম ৩ মাসে মোট আমানত কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬৭৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১৮৮ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস শেষে ৩১৫৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটি মোট ১১২৭৯ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে,এর মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স এর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬২২৩ মিলিয়ন টাকা , ৪৪৮৮ মিলিয়ন টাকা ও ৫৬৮ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংক মোট ৪৩৪৫ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে তন্মধ্যে, রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স এর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৬৭৭ মিলিয়ন টাকা, ১৪০১ ও ১২৬৭ মিলিয়ন টাকা। প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল। প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড এর ঋণ বিতরণ ও আদায় এবং শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ সারণি-২ ও ৩ এ দেখানো হল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯	৩০শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০০	২০০	২০০	২০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৪০	২৫২	২৫২	২৫২
৪।	আমানতঃ	৪২৪২	৫৩১৩	৫৬৭৮	৪৫০০
	ক) তলবী আমানত	১৪৯০	২১৫৬	২৫৩৪	২৬৫০
	খ) মেয়াদী আমানত	২৭৫২	৩১৫৭	৩১৪৪	৩২০০
৫।	অগ্রিম	১৭৮৮	৩১৮৮	৩১৫৪	৪১০৪
৬।	বিনিয়োগ	৫৯৪	৭৯৮	৯৩৬	৯৯৮
৭।	মোট পরিসম্পদ	৫৬৭৬	৫৯৮৬	৬৪২৫	৬২৫০
৮।	মোট আয়	৩৫০	৫৫৩	৮৫৫	৪২৫০
৯।	মোট ব্যয়	২৮৮	৪৫৭	৭৯৮	২৫০০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৪২৫৩	১১২৭৯	৪৩৪৫	৮৪৫৮
	ক) রপ্তানি	১৭৭৭	৬২২৩	১৬৭৭	৪১৪৩
	খ) আমদানি	২৩৬৬	৪৪৮৮	১৪০১	৩৮০০
	গ) রেমিটেন্স	১১০	৫৬৮	১২৬৭	৫১৫
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩০৫	৩৬২	৩৮৩	৪০০
	ক) কর্মকর্তা	২৯৮	৩৫২	৩৭২	৩৮৮
	খ) কর্মচারী	৭	১০	১১	১২
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৬৯	১৯৮	২০০	২১০
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	১৪	১৮	১৯	২০

১৯৯৮ সালে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড এর ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৫৫২ মিলিয়ন ও ১৫০ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৫২ মিলিয়ন ও ১৭৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাসে ঋণ বিতরণ ও আদায় হয়েছে যথাক্রমে ৪৫৯ মিলিয়ন ও ৫৫ মিলিয়ন টাকা।

book Qp 6

সারণি–২ এ প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড এর ঋণ বিতরণ ও আদায় দেখানো হল।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি–২

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প মূলধন			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭						
বিতরণ	-	১২১	৫	১২৬	৬২৬	৭৫২
আদায়	-	২১	৬	২৭	১৪৬	১৭৩
১৯৯৮						
বিতরণ	-	৮৭	২১৪	৩০১	১২০১	১৫০২
আদায়	-	৯	১৮	২৭	১২৩	১৫০
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ *						
বিতরণ	-	৪৯	৮৮	১৩৭	৩২২	৪৫৯
আদায়	-	৭	৮	১৫	৪০	৫৫
৩০শে জুন, ১৯৯৯ **						
বিতরণ	-	৯৮	১৭৫	২৭৩	৬৪৩	৯১৬
আদায়	-	১৪	১৬	৩০	৮০	১১০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

প্রাইম ব্যাংক : স্থলপথে সীমান্ত অতিক্রম করে আসছে ব্যাংকের অর্থায়নে আমদানীকৃত কয়লা।

সারণি–৩ এ শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ দেখানো হল।

সারণি–৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২২	৪১	৬৩
পরিমাণ	১৮০	১০৯	২৮৯
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১১	২৬	৩৭
পরিমাণ	১৯	৬৮	৮৭
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২৭	৫৬	৮৩
পরিমাণ	২২১	১২০	৩৪১
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	১৫	২০
পরিমাণ	৪১	১১	৫২
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১১	৩০	৪১
পরিমাণ	৮৩	২২	১০৫

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

১৯৯৯ সালের মার্চ মাস শেষে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড এর মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ৩১৫৪ মিলিয়ন টাকায়, তন্মধ্যে পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল খাতে ১১৭৪ মিলিয়ন টাকা, বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা খাতে ২১৬ মিলিয়ন টাকা, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৯৮ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য খাতে ১৩৩৬ মিলিয়ন টাকা। প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড এর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি–৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ ৩১, ১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য			-	
২।	শিল্পঃ	১২৭	৩০০	৩৩০	৩৮০
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৭৯	১৮৭	২০৫	২২৪
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৪৮	১১৩	১২৫	১৩৬
৩।	পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	৩২৬	১০৪৪	১১৭৪	১৩০৫
৪।	বীমা, অর্থ সংস্থা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	১৩৬	১৯৬	২১৬	২৩৬
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৩৯	৮৬	৯৮	১১২
৬।	অন্যান্য	৮৬০	১৩৬২	১৩৩৬	২০৯১
	সর্বমোট	১৭৮৮	৩১৮৮	৩১৫৪	৪১০৪

গ্রাইম ব্যাংক ঃ খুলনায় ভৈরব নদীর তীরে গ্রাইম ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে উঠেছে স্বয়ংক্রিয় মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট।

সাউথইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড

সাইথইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৫ সালের ১২ই মার্চ তারিখে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত হয় এবং ২৫শে মে, ১৯৯৫ তারিখ হতে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৮ সালের শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ১২৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পরিশোধিত মূলধনের সম্পূর্ণ অংশই উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক পরিশোধিত। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫৭ জনে, তন্মধ্যে কর্মকর্তা ২৭৮ জন এবং কর্মচারী ১৭৯ জন।

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে সাউথইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানত ৪৯১৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, তন্মধ্যে তলবী আমানত ৬০২ মিলিয়ন এবং মেয়াদী আমানত ৪৩১৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস শেষে মোট আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৫২৭৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, তন্মধ্যে তলবী আমানত ৬৬৮ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ৪৬১১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫২৫ মিলিয়ন টাকায় যা ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসের শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৯৭৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালের শেষে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৫১০ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ৫৫৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটি মোট ৮২৩৮ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ৩৫৩ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৬৮৫২ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ১০৩৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৬২ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ৯৫ মিলিয়ন টাকা এবং আমদানি ১৬০৬ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৬১ মিলিয়ন টাকা। সাইথইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০	১২৫	১২৫
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৪৬	৮৫	৮৫
৪।	**আমানতঃ**	**৩২৮৬**	**৪৯১৮**	**৫২৭৯**
	ক) তলবী আমানত	৮০২	৬০২	৬৬৮
	খ) মেয়াদী আমানত	২৪৮৪	৪৩১৬	৪৬১১
৫।	অগ্রিম	২৬৩৭	৩৫২৫	৪০৭৬
৬।	বিনিয়োগ	৪২০	৫১০	৫৫৯
৭।	মোট পরিসম্পদ	৯৩	৭৩৫২	৭৪০৩
৮।	মোট আয়	৩৫৬	৭২৭	২১৯
৯।	মোট ব্যয়	২৮৭	৫৫৬	১৮৩
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	**৬৬৫২**	**৮২৩৮**	**১৭৬২**
	ক) রপ্তানি	১৭৭	৩৫৩	৯৫
	খ) আমদানি	৪৬৮৬	৬৮৫২	১৬০৬
	গ) রেমিটেন্স	১৭৮৯	১০৩৩	৬১
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩৫৬	৪৪৭	৪৫৭
	ক) কর্মকর্তা	১৫৯	২৭০	২৭৮
	খ) কর্মচারী	১৯৭	১৭৭	১৭৯
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩০	১৯০	১৯৭
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	১০	১২	১২

book Qp 2

সাউথইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-২ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	খাত সমূহ	ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮	মার্চ ৩১,১৯৯৯
১।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসায়	১৮৪৫	২১১৩
২।	বৃহৎ/মাঝারী শিল্প	৩৪৮	৪৮৩
৩।	তৈরী পোশাক শিল্প	১৩	২৬
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট	৪৫	৪৫
৫।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী (ভোগ্যপণ্য ঋণ)	৪১	৩৬
৬।	পরিবহন	৩	০.৪
৭।	টেলিযোগাযোগ	৪০৮	৬০৪
৮।	জাহাজ ভাংগা	১৯৫	১৪২
৯।	অন্যান্য	৬২৭	৬২৭
	মোট	৩৫২৫	৪০৭৬.৪

সাউথইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৩

শিল্পে ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বছর	বিতরণকৃত ঋণ	আদায়যোগ্য ঋণ	আদায়কৃত ঋণ
১৯৯৬	১৭৯.৮০	৩৩.০০	৩২.৬০
১৯৯৭	৪১৩.৯০	৮২.২৫	৮১.৪০
১৯৯৮	৮৯০.৪০	২৪৫.৫০	২৪৪.০০

book Qp 3

ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড

ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড ১০০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন ও ২০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৯৫ সালের ৫ই জুলাই তারিখে কার্যক্রম শুরু করে। পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ১০০ মিলিয়ন টাকা উদ্যাক্তাদের দ্বারা পরিশোধিত। ১৯৯৮ সালের ৩১ শে ডিসেম্বরে উদ্যোক্তাদের মোট পরিশিাশিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩২ মিলিয়ন টাকা। ৩০ শে জুন, ১৯৯৯ তারিখের মধ্যে আরো ১৩২ মিলিয়ন টাকার শেয়ার জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা হবে এ ব্যাংক One point Customer Service প্রদানের চেষ্টা করে। ঢাকা ব্যাংক লিঃ ইতোমধ্যেই ডিপোজিট পেনশন স্কীম, বিবাহ সঞ্জয় স্কীম, উপহার চেক স্কীম এবং কনজুমার ক্রেডিট স্কীম চালু করেছে। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের শাখা সংখ্যা ছিল ১১ টি এবং উক্ত সময়ে ব্যাংকের মোট লোকবলের পরিমাণ ছিল ৩২৭ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ২৬৭ জন এবং কর্মচারী ৬০ জন।

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড -এর মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৫২৯৯ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবী আমানতের পরিমাণ ৬২৯ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ছিল ৪৬৭০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে এ ব্যাংকের মোট আমানত শতকরা ৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬৭০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে এ ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ২৬৯২ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৯৭০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষের ৩৭১ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ৬০ মিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালে এ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ৯০৮৮ মিলিয়ন টাকা। তন্মধ্যে রপ্তানি ১৯৩৪ মিলিয়ন টাকা, আমাদানি ৬৯৯৩ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ১৬১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯৮১ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্টসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

ঢাকা ব্যাংক ঃ ব্যাংকের নতুন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সমাপনী অনুষ্ঠান।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯	৩০ শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১১০	১৩২	১৩২	২৬৪
৩।	রিজার্ভ ফাণ্ড	২২	৫৯	৫৯	৫৯
৪।	**আমানতঃ**	**৪০৪৫**	**৫২৯৯**	**৫৬৭০**	**৫৮৫০**
	ক) তলবী আমানত	১১১০	৬২৯	৯৭৬	১২০০
	খ) মেয়াদী আমানত	২৯৩৫	৪৬৭০	৪৬৯৪	৪৬৫০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৫৩০	২৬৯২	২৯৭০	৩২০০
৬।	বিনিয়োগ	২৮৪	৩৭১	৪৩১	৪৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৪৬৩৪	৬৮০৫	৭২০৩	৭৬৫০
৮।	মোট আয়	৩২৯	৫২১	২১৩	৪৫০
৯।	মোট ব্যয়	২৭৫	৪৪৩	১৭৮	৩৮০
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	**৪৯২০**	**৯০৮৮**	**২৯৮১**	**৬০১০**
	ক) রপ্তানি	১০৬৮	১৯৩৪	৭৮৯	১৫৫০
	খ) আমদানি	৩৭১২	৬৯৯৩	২১৩৯	৪৩৫০
	গ) রেমিটেন্স	১৪০	১৬১	৫৩	১১০
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	**২৪১**	**৩১৫**	**৩২৭**	**৩৫০**
	ক) কর্মকর্তা	১৮৯	২৬১	২৬৭	২৮৩
	খ) কর্মচারী	৫২	৫৪	৬০	৬৭
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১২৬	২৭১	২৭৫	২৮০
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	৮	১১	১১	১২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৮ সালে ঢাকা ব্যাংক লিমিটেডের শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ২৮৩ মিলিয়ন টাকা। জানুয়ারী-মার্চ, ৯৯ সময়কালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৮ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারী-মার্চ সময়কালে ব্যাংক কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৫০৫ মিলিয়ন ও ২৯৪৮ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি -২ এ দেয়া হল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ঃ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭						
বিতরণ	-	৭৫	৪৯৫	৫৭০	৪৫৯৬	৫১৬৬
আদায়	-	১১	৪৯২	৫০৩	৩৭০৫	৪২০৮
১৯৯৮						
বিতরণ	-	১৪১	১৪২	২৮৩	৭৬৭৩	৭৯৫৬
আদায়	-	৫৬	১০৫	১৬১	৬৯৪৭	৭১০৮
৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯						
বিতরণ	-	-	৮	৮	৩৪৯৭	৩৫০৫
আদায়	-	১১	-	১১	২৯৩৭	২৯৪৮
৩০শে জুন, ১৯৯৯ *						
বিতরণ	-	১৩	-	১৩	৪৯৮৭	৫০০০
আদায়	-	১১	-	১১	৩৯৮৯	৪০০০

★ প্রাক্কলিত

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের তথ্যাদি সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋন মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
পরিমান	২১৫	-	২১৫
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমান	১৩২	-	১৩২
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
পরিমান	২১৫	-	২১৫
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমান	-	-	-
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯ * পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
পরিমান	১৮০	-	১৮০

★ প্রাক্কলিত।

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষের ১৫৩০ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ২৬৯২ মিলিয়ন টাকায় এবং ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ২৯৭০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষের স্থিতির মধ্যে পাইকারী/খুচরা ব্যবসা ও রেস্তোরা/হোটেল খাতে এর পরিমাণ ছিল সর্বাধিক ২০৪ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ, ৩১,১৯৯৯	জুন ৩০,১৯৯৯
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	-	-	-
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	৮৬	১৭৬	১৭৯	১৮৫
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৮৬	১৭৬	১৭৯	১৮৫
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	৭৩১	৩০০	২০৪	২১০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবাঃ	৩৯	৩	২	৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২	৬	৮	১০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৬৭২	২২০৭	২৫৭৭	২৭৯০
	সর্বমোট	১৫৩০	২৬৯২	২৯৭০	৩২০০

book Qp 7

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর হতে দেশের তৃতীয় ইসলামী ব্যাংক রূপে কার্যক্রম শুরু করে। এ ব্যাংক তার সমস্ত কার্যক্রম ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালনা করতে অংগীকারাবদ্ধ। এটি সম্পূর্ণ দেশী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী ব্যাংক।

১৯৯৮ সালের শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন টাকা ও ২৫৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০টিতে। ১৯৯৮ সাল শেষে ব্যাংকের মোট জনশক্তি ছিল ৪২৭ জন যা ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ৩৯৬ জনে উন্নীত হয়।

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির আমানত ছিল ৪৫২৬ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ৪৬৮৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আল-আরাফাহ্ ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিম ১৯৯৭ সালের তুলনায় ৫৩৬ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালে ২২৮২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকটি ১৯৯৮ সালে মোট ৬৩৮৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে যার মধ্যে আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫২৮০ মিলিয়ন টাকা এবং ১১০৩ মিলিয়ন টাকা।

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হল।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০১	২৫৩	২৫৩	২৫৩
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২৬	৬২	৬২	৬২
৪।	**আমানতঃ**	**২২৫২**	**৪৫২৬**	**৪৬৮৭**	**৫৫০০**
	ক) তলবী আমানত	৭৪৩	৭৬৩	১০১১	১৫০০
	খ) মেয়াদী আমানত	১৫০৯	৩৭৬৩	৩৬৭৬	৪০০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৭৪৬	২২৮২	২৪৫০	৩০০০
৬।	বিনিয়োগ (অর্থায়ন)	০	০	০	০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৮৩৩	৬৭৭১	৭৫০৬	৮২৪০
৮।	মোট আয়	১৯৬	৩৪৫	১২৪	২৫০
৯।	মোট ব্যয়	১২৯	২৩৩	১৩১	২৩৫
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	**৩৮১৭**	**৬৩৮৩**	**১১২৫**	৪২৭০
	ক) রপ্তানি	৫৯২	১১০৩	৩৪৩	১২৫০
	খ) আমদানি	৩২২৫	৫২৮০	৭৭৮	৩০০০
	গ) রেমিটেন্স	-	-	৪	২০
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	**৩২০**	৪২৭	৫১০	৫৯০
	ক) কর্মকর্তা	২৫৭	৩৪৭	৩৯৬	৪৫০
	খ) কর্মচারী	৬৩	৮০	১১৪	১৪০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৯০	১২৭	১২৭	১২৭
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	২০	৩০	৩০	৩৫

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর ঋণ বিতরণ ও আদায়, আকার ভিত্তিক ঋণের মঞ্জুরী ও খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-২, ৩ ও ৪ দেয়া হল।

book Qp 9

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়ঃ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭						
বিতরণ	-	৫	-	৫	৩২২৯	৩২৩৪
আদায়	-	১	-	১	১৪৮৮	১৪৮৯
১৯৯৮						
বিতরণ	-	৫	-	৫	৪৫২৬	৪৫৩১
আদায়	-	২	-	২	২২৪৭	২২৪৯
৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ ★						
বিতরণ	-	-	-	-	৪৭৮৯	৪৭৮৯
আদায়	-	-	-	-	২৩৩৯	২৩৩৯
৩০শে জুন, ১৯৯৯ ★★						
বিতরণ	-	২৬০	২১০	৪৭০	৭১৬২	৭৬৩২
আদায়	-	-	-	-	৩৬৩২	৩৬৩২

★ সাময়িক। ★★ প্রাক্কলিত।

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩ এ দেয়া হল।

সারণী-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৮	-	৮
পরিমান	১৯	-	১৯
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত-			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	৩
পরিমান	৪	-	৪
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৮	-	৮
পরিমান	১৯	-	১৯
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ ★ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমান	-	-	-
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯ ★★ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	৩
পরিমান	৪১০	-	৪১০

★ সাময়িক। ★★ প্রাক্কলিত।

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর আকার ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ, ৩১,১৯৯৯	জুন ৩০,১৯৯৯
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	-	-	-
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	-	-	-	-
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৪	৩	৩	৪১০
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	১৬৬৮	২১১৮	২২৯৭	২৪৩৩
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৩০	৫৮	৫৭	৬০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২৫	৬৮	৬৭	৭০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	-	-	-
	ক) দরিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	১৯	২৫	২৬	২৭
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	১৭৪৬	২২৮২	২৪৫০	৩০০০

book Qp 11

সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

দেশের চতুর্থ ইসলামী ব্যাংক সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৫ সালের ২২শে নভেম্বর হতে বেসরকারী তফসিলী ব্যাংক রূপে তার কার্যক্রম শুরু করে। দেশী-বিদেশী উদ্যোক্তগণের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এটি একটি বহুজাতিক ব্যাংকিং কোম্পানী যার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। এ ব্যাংক আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক ও স্বেচ্ছামূলক ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে। ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমান হচ্ছে ১০০০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪৯ মিলিয়ন টাকা এবং ব্যাংকটির কর্মরত জনসংখ্যা দাঁড়ায় ২০৭ জনে, যার মধ্যে ১৬৪ জন কর্মকর্তা এবং অবশিষ্ট ৪৩ জন কর্মচারী।

অনানুষ্ঠানিক সেক্টর -এর আওতায় এ ব্যাংক দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা উদ্বৃত্ত শ্রম ও সম্পদ সংগ্রহ করে বেকার ও বিত্তহীনদের কর্মসংস্থান, সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচী ইত্যাদি প্রকল্পে বিনিয়োগ করছে। অনানুষ্ঠানিক খাতে ব্যাংকের সকল শাখার মাধ্যমে এ যাবৎ যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলোঃ

১. পারিবারিক ক্ষমতায়নে মাইক্রো ক্রেডিট এণ্ড মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ কর্মসূচী।

২. বস্তিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচী।

৩. বেনারশী শাড়ী ও তাঁত প্রকল্প।

৪. মনিপুরি উপজাতীয়দের হস্তশিল্প কার্যক্রমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কর্মসূচী।

৫. সোস্যাল ফেলোশীপ কর্মসূচী।

৬. অনানুষ্ঠানিক বাস্তব জীবন ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা স্কুল কর্মসূচী।

উল্লেখিত প্রকল্প সমূহে ৩১শে মার্চ ১৯৯৯ইং পর্যন্ত ১৭০০০টি পরিবারে ৩.২০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

এই ব্যাংক স্বেচ্ছামূলক খাতে, মূলধন বাজারের কার্যক্রম সংগঠিত করার প্রক্রিয়া হিসেবে, ক্যাশ ওয়াকফ সার্টিফিকেট স্কীম চালু করেছে। ক্যাশ ওয়াকফ হচ্ছে সমাজে বিত্তশালীদের সঞ্চয়ের একটি অংশ দিয়ে ক্যাশ ওয়াকফ সার্টিফিকেট ক্রয়পূর্বক এর অর্জিত আয়ের দ্বারা বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা এবং সামাজিক সেবায় বিনিয়োগ করার একটি মহৎ প্রয়াস।

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০২৯ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে ৬৩৮ মিলিয়ন টাকা তলবী আমানত এবং ১৩৯১ মিলিয়ন টাকা মেয়াদী আমানত। ১৯৯৮ সাল শেষে ব্যাংকটির বিনিয়োগকৃত অর্থের (ঋণ ও অগ্রিম) পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৭১ মিলিয়ন টাকায়। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৯১ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে রপ্তানি ১৬ মিলিয়ন, আমদানি ১১৫৯ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১৬ মিলিয়ন টাকা। সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট সারণি-১ এ দেয়া হল।

সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক ঃ সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ এর পারিবারিক ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমের আওতায় গোলটি প্রকল্প।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০ শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১২৫	১৪৯	১৭৫	২০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৪	৬	৬	৬
৪।	আমানত	৬৪৫	২০২৯	১৯১৪	৩০০০
	ক) তলবী আমানত	২২১	৬৩৮	৬০২	১০০০
	খ) মেয়াদী আমানত	৪২৪	১৩৯১	১৩১২	২০০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩৬৮	১১৭৪	১৩৩৩	১৫০০
৬।	বিনিয়োগ	০.০৬২	০.০৬২	০.০৬২	০.২
৭।	মোট পরিসম্পদ	৯৭০	১৬৬৭	২৮৮৩	৩৫৮০
৮।	মোট আয়	৫১	১৭৪	৬৯	২৬২
৯।	মোট ব্যয়	৫৬	১৪০	৫৯	১৭৭
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	**৫৯৯**	**১১৯১**	**৩৯২**	**৪৬১০**
	ক) রপ্তানি	৩৯	১৬	৪	৯০
	খ) আমদানি	৫৩৪	১১৫৯	৩৭৮	৪৫০০
	গ) রেমিটেন্স	২৬	১৬	১০	৫০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	**১৬৭**	**২০৭**	**২০৬**	**২৩৫**
	ক) কর্মকর্তা	১১৯	১৬৪	১৬৬	১৯০
	খ) কর্মচারী	৪৮	৪৩	৪০	৪৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	**৫০**	**৫২**	**৫৩**	**৫৮**
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	৫	১০	১০	১৮
	ক) বাংলাদেশ	৫	১০	১০	১৮
	খ) বিদেশ	-	-	-	-

সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হল।

সারণি-২

বিনিয়োগ (ঋণ) বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প বিনিয়োগ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭						
বিতরণ	-	-	-	-	৩৬৮	৩৬৮
আদায়	-	-	-	-	১০২	১০২
১৯৯৮ *						
বিতরণ	-	-	২৩৯	২৩৯	৯৩৫	১১৭৪
আদায়	-	-	-	-	৩০৭	৩০৭
৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ *						
বিতরণ	-	-	৩২৫	৩২৫	১০০৮	১৩৩৩
আদায়	-	-	২০	২০	৫৫০	৫৭০
৩০শে জুন, ১৯৯৯ * *						
বিতরণ	-	-	৪২১	৪২১	১০৭৯	১৫০০
আদায়	-	-	২৯৩	২৯৩	৪২৭	৭২০

★ সাময়িক ★ ★ প্রাক্কলিত

সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ -এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩ এ দেয়া হল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক বিনিয়োগ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমান	-	-	-
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	১	১
পরিমান	-	১.৮	১.৮
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	-	৫	৫
পরিমান	-	২.৩	২.৩
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	৫	৫
পরিমান	-	২.৩	২.৩
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯ পর্যন্ত *			
প্রকল্প সংখ্যা	-	১১	১১
পরিমান	-	৩.৪	৩.৪

★ প্রাক্কলিত।

সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ এর খাত ভিত্তিক বিনিয়োগের স্থিতি সারণি-৪ -এ দেয়া হল

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক বিনিয়োগের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ, ৩১,১৯৯৯	জুন ৩০,১৯৯৯
১।	**কৃষি ও মৎস্যঃ**	-	-	-	-
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	-	-	-	-
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	-	-	-	-
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	২	২	৩
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	৩	৭৭২	৯২৬	১০৫৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ**	-	-	-	-
	দরিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৩৬৫	৪০০	৪০৫	৪৪২
	সর্বমোট	৩৬৮	১১৭৪	১৩৩৩	১৫০০

সোশাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক : সোশাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ-এর পরিবারিক ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার আওতায় মুদি দোকান প্রকল্প

ডাচ- বাংলা ব্যাংক লিমিটেড

ইউরোপীয় বাংলাদেশী যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ডাচ- বাংলা ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৬ সালের ৩রা জুন হতে বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবসা শুরু করে। দি নেদারল্যান্ডস ফাইন্যান্স কোম্পানী (FMO) এবং বাংলাদেশী উদ্যোক্তাগণের যৌথ উদ্যোগে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ৪০০ মিলিয়ন ও ১৮০ মিলিয়ন টাকা। মোট ৮ জন পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত একটি পর্ষদ ব্যাংকটি পরিচালনা করেন যার মধ্যে ৫ জন স্থানীয় এবং ৩ জন বিদেশী। বর্তমানে ব্যাংকটির পাঁচটি শাখা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ৯৯ জন, যার মধ্যে ৯৭ জন কর্মকর্তা। ১৯৯৯ সালে মার্চ শেষে ব্যাংকটির কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ১১৬ জনে উন্নীত হয়।

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির আমানতের পরিমাণ ছিল ১৮৭৪ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৯ সালের মার্চ পর্যন্ত ২৬০ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২১৩৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকটির মোট অগ্রিমের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৭২ মিলিয়ন টাকায়। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাসে এর পরিমাণ ১৪২২ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে।

১৯৯৮ সালের শেষে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৪১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটি ২৯১৯ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ১১১ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৬৩৪ মিলিয়ন টাকা, রেমিটেন্স ৩৭৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ১০৪১ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ১৫৪ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৮৪২ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৪৫ মিলিয়ন টাকা। ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেডের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ দেয়া হল।

ডাচ-বাংলা ব্যাংক ঃ ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি সিমেন্ট ব্যাগ তৈরীর কারখানা।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০ শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৪০০	৪০০	৪০০	৪০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০	১৮০ *	১৮০*	১৮০**
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩.১৫	৪.৩৬	৪.৩৬	৪.৫
৪।	আমানতঃ	১০৮৩	১৮৭৪	২১৩৪	২৫৮০
	ক) তলবী আমানত	১১৬	২৫৬	১৮২	৩৭৮
	খ) মেয়াদী আমানত	৯৬৭	১৬১৮	১৯৫২	২২০২
৫।	অগ্রিম	৩৭১	৯৭২	১৪২২	১৭৩৯
৬।	বিনিয়োগ	২২৯	৩৪১	২৭১	৪৩৪
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৪৪৫	২৯৪৫	৪৬০৯	৪১০৪
৮।	মোট আয়	৯১	১৯৩	৯৩	১৭২
৯।	মোট ব্যয়	৮২	১৭২	৪৭	১৪৪
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৯১৪	২১১৯	১০৪১	২৯৭০
	ক) রপ্তানি	৩১	১১১	১৫৪	৪০০
	খ) আমদানি	৫৯৭	১৬৩৪	৮৪২	১৭০০
	গ) রেমিটেন্স	২৮৬	৩৭৪	৪৫	৮৭০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৫৫	৯৯	১১৬	১৮৫
	ক) কর্মকর্তা	৫৩	৯৭	১১৪	১৮০
	খ) কর্মচারী	২	২	২	৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩	৯	৯	৯
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	১	৪	৫	৬

* শেয়ার মানি ডিপোজিট ৮০ মিলিয়ন টাকাসহ

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৮ সালে ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড মোট ২০২৬ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে এবং ১৪৯০ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ১১৪ মিলিয়ন টাকা ছিল শিল্প ঋণ।

ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের গতিধারা সারনি-২ এ দেয়া হল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
	মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭					
বিতরণ	২৬	১২৮	১৫৪	৫৯৮	৭৫২
আদায়	৩	২	৫	৪৯৯	৫০৪
১৯৯৮ *					
বিতরণ	৩৬	৭৮	১১৪	১৯১২	২০২৬
আদায়	১১	৩০	৪১	১৪৪৯	১৪৯০
৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯*					
বিতরণ	৫৩	৫৯	১১২	১১৫৬	১২৬৮
আদায়	২১	১০	৩১	৮৬৭	৮৯৮
৩০শে জুন, ১৯৯৯***					
বিতরণ	৭৩	১৬৫	২৩৮	৪৩৪	৬৭২
আদায়	৩৮	৫	৪৩	২৩০	২৭৩

* সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্প ঋণ		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৮	৩	১১
পরিমান	১১৮	১৬	১৩৪
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৬	২	৮
পরিমান	৮২	১৪	৯৬
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১২	৪	১৬
পরিমান	১৬৫	২৩	১৮৮
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৪	১	৫
পরিমান	৪৭	৯১	৬৮
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯ পর্যন্ত*			
প্রকল্প সংখ্যা	১২	৪	১৬
পরিমান	২২৯	৩২	২৬১

প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ, ৩১,১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০,১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্যঃ**	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	১৭৯	৩০৪	৩৩৩	৫২৩
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১৬৫	২৭৯	৩১৬	৪৮৯
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১৪	২৫	১৭	৩৪
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	৯০	৪২৫	৫৭০	৬০৮
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	২১	৪১	৪৩	৫৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৯	২৩	৩১	৩৮
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ**	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৬৩	১৭৯	৪৪৫	৫১৫
	সর্বমোট	৩৭২	৯৭২	১৪২২	১৭৩৯

book Qp 19

বিদেশী বেসরকারী ব্যাংক

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক বিশ্বব্যাপী ৩৭টি দেশে কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে কর্পোরেশন, বিত্তশালী উদ্যোক্তা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও খুচরা গ্রাহক ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ২০ মিলিয়ন টাকার মূলধন নিয়ে ঢাকার মতিঝিলে একটি শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে কার্যক্রম শুরু করে এবং ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রামে আরেকটি শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকার ধানমন্ডিতে ব্যাংকের তৃতীয় শাখা খোলা হয়। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের কার্যক্রম প্রধানতঃ কমার্শিয়াল ব্যাংকিং, করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং ও ট্রেজারী সার্ভিস কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ব্যাংকটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান আমেরিকান এক্সপ্রেস ট্রাভেল রিলেটেড সার্ভিসেস (টি আর এস) ভ্রমণ ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা সেবাদি প্রদান করে থাকে। যদিও প্রথম দিকে ব্যাংকটির কার্যক্রম প্রধানতঃ বড় বড় বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমিত ছিল, কিন্তু ক্রমান্বয়ে তা স্থানীয় উদ্যোক্তা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দিকে সম্প্রসারণ করা হয়। এ দেশে এ ব্যাংকই প্রথম SWIFT (Society for World widel nterbank Financial Telecommunications) পদ্ধতি চালু করে।

১৯৯৮ সাল শেষে বাংলাদেশে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক এর মোট পরিসম্পদ ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৫৫৮ মিলিয়ন ও ৫৩৩ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে এগুলোর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৫৪৩ মিলিয়ন এবং ৫৩৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৫০৬২ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৩৫১৩ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ১৫৪৯ মিলিয়ন টাকা) এবং ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৬৯৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ৪৬৮৭ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ২০০৯ মিলিয়ন টাকা)। ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে ছিল ১৭৫৭ মিলিয়ন এবং ৩১মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে তা ১৫৩৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১০৬৩ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ, ১৯৯৯ শেষে ১৩০০ মিলিয়ন টাকা দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ২৯২১১ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৪২১৪ মিলিয়ন, আমদানি ৩৯৯৯ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ২০৯৯৮ মিলিয়ন টাকা) এবং ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংক ৬৫৩৫ মিলিয়ন টাকার (রপ্তানি ৪৫৭ মিলিয়ন, আমদানি ৩৬৬ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৫৭১২ মিলিয়ন টাকা) বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৪৫ মিলিয়ন ও ৫৭৪ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাসে আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২১৩ মিলিয়ন ও ১৭২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১৭৩ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১৪৬ জন ও কর্মচারী ২৭ জন। বাংলাদেশে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক এর কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হল।

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণী-১

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০ শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	রিজার্ভ ফাণ্ড	৫৩৩	৫৩৩	৫৩৩	৫৩৩
২।	আমানতঃ	৫৭১০	৫০৬২	৬৬৯৬	৭৫৩০
	ক) তলবী আমানত	৪০৬৬	৩৫১৩	৪৬৮৭	৫২৭১
	খ) মেয়াদী আমানত	১৬৪৪	১৫৪৯	২০০৯	২২৫৯
৩।	ঋণ ও অগ্রিম	২৬১৪	১৭৫৭	১৫৩৭	৩৫১৪
৪।	বিনিয়োগ	৮৫৩	১০৬৩	১৩০০	১৪২৫
৫।	মোট পরিসম্পদ	৬৯১৭	৬৫৫৮	৬৫৪৩	৮৫৯১
৬।	মোট আয়	৮৩২	৭৪৫	২১৩	২৩২
৭।	মোট ব্যয়	৪৫৭	৫৭৪	১৭২	১৮৫
৮।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	**৩৬১৮৪**	**২৯২১১**	**৬৫৩৫**	**১২৯৫১**
	ক) রপ্তানি	৩৫৯৩	৪২১৪	৪৫৭	১০০৫
	খ) আমদানি	৫০৯৩	৩৯৯৯	৩৩৩৬	৮৭৮
	গ) রেমিটেন্স	২৭৪৯৮	২০৯৯৮	৫৭১২	১১১০৮
৯।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	**১৪৯**	**১৮১**	**১৭৩**	**১৭৩**
	ক) কর্মকর্তা	১২২	১৫১	১৪৬	১৪৬
	খ) কর্মচারী	২৭	৩০	২৭	২৭
১০।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০
১১।	শাখা (সংখ্যা)	৭২	৭৯	৮০	৮০
	ক) বাংলাদেশে	২	২	৩	৩
	খ) বিদেশে	৭০	৭৭	৭৭	৭৭

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক ১৯৯৮ সালে ৩০৯৩ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণসহ মোট ৩৯৬৫ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করে এবং ৪৮২২ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২২১৯ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে ঋণ আদায় হয় ২৪৩৯ মিলিয়ন টাকা। এ ব্যাংক কর্তৃক শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেখানো হ'ল।

আমেরিকান এক্সপ্রেস ঃ ঢাকার ধানমন্ডিতে ব্যাংকের একটি শাখা উদ্বোধন করা হচ্ছে।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭	বিতরণ	২৩৩	৬৭৮	৯১১	৬৯	৯৮০
	আদায়	৩২৮	১৫৭৬	১৯০৪	৭৯০	২৬৯৪
১৯৯৮	বিতরণ	৩০০	২৭৯৩	৩০৯৩	৮৭২	৩৯৬৫
	আদায়	২৪৪	৩৬৭৩	৩৯১৭	৯০৫	৪৮২২
৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ *	বিতরণ	২৭৮	১৭৫৪	২০৩২	১৮৭	২২১৯
	আদায়	১১৭	২২৩০	২৩৪৭	৯২	২৪৩৯
৩০শে জুন, ১৯৯৯ * *	বিতরণ	৬৪৫	৩৯৫৯	৪৬০৪	৪৫৬	৫০৬০
	আদায়	১৬৮	২৮১১	২৯৫৯	১২৪	৩০৮৩

*সাময়িক

** প্রাক্কলিত

১৯৯৮ শেষে এ ব্যাংকের শিল্প খাতে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৩৫৪৭ মিলিয়ন টাকা (প্রকল্প সংখ্যা ২২টি) যা মার্চ ১৯৯৯ এ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮৪০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (প্রকল্প সংখ্যা ২৪টি)। ব্যাংকের শিল্প খাতে ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ এবং প্রকল্প সংখ্যা সারণি-৩ দেখানো হল।

book Qp 22

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণী-৩

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২২	-	২২
পরিমান	৩৫৪৭	-	৩৫৪৭
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমান	-	-	-
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২৪	-	২৪
পরিমান	৩৮৪০	-	৩৮৪০
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমান	২৯৩	-	২৯৩
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯ পর্যন্ত *			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	-	১০
পরিমান	১০৬১	-	১০৬১

* প্রাক্কলিত

৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ১৭৫৭ মিলিয়ন (শিল্পখাতে ১৭৩৬ মিলিয়ন টাকা) এবং ৩১শে মার্চ , ১৯৯৯ তারিখে তা হ্রাস পেয়ে ১৫৩৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (শিল্পখাতে ঋণের স্থিতি ১৪৯৪ মিলিয়ন টাকা)। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেখানো হল।

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৪

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ, ৩১,১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০,১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	২৪৪৩	১৭৩৬	১৪৯৪	৩৩৩৮
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২৪৪৩	১৭৩৬	১৪৯৪	৩৩৩৮
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	-	-	-
৫।	অন্যান্য	১৭১	২১	৪৩	১৭৬
	সর্বমোট	২৬১৪	১৭৫৭	১৫৩৭	৩৫১৪

book Qp 23

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ১৯৪৮ সাল থেকে এদেশে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে এদেশে এ ব্যাংকের মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৯০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের মোট পরিসম্পদের পরিমান ১৯৯৮ সাল শেষের ২৫০২৭ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ২৫৫০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের ৩১ শে মার্চ তারিখে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ২২৫ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১২৪ জন এবং কর্মচারী ১০১ জন। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের পাঁচটি শাখা। সাভারে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় (ইপিজেড) একটি বিশেষ শাখার মাধ্যমে বাংলাদেশে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট (OBU) সেবা প্রদান করে আসছে। ব্যাংকটি ঢাকা এবং চট্টগ্রামে অটোমেটেড টেলার মেশিন (ATM) সার্ভিস চালু করেছে এবং ঢাকার তেজগাঁও, উত্তরা এবং চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে নন ব্রাঞ্চ এটিএম বুথ স্থাপন করেছে।

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১০৫৭১ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৩২২০ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদী আমানত ৭৩৫১ মিলিয়ন টাকা) যা ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ১১৩১০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ৩২৯০ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদী আমানত ৮০২০ মিলিয়ন টাকা)। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৮৭১৮ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে এর পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ৮৪১৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২০৯৩ মিলিয়ন টাকা যা ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে হ্রাস পেয়ে ১৬৩৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৫৯৫১০ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ১৬৩১২ মিলিয়ন, আমদানি ১৫৩৪৬ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ২৭৮৫২ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটি ৫২৩৪ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, যার মধ্যে রপ্তানি ১৭৫৭ মিলিয়ন, আমদানি ২৫৬৪ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৯২৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২০৯৪ মিলিয়ন ও ১৩৮৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৫০ মিলিয়ন এবং ৩০০ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক : শুধু আর্থিক লেনদেন কিংবা ব্যবসা বাণিজ্য নয়, প্রয়োজনে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। ঢাকাস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিলে ইয়ং লার্নার্স সেন্টার গড়ে উঠেছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায়।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)
১।	পরিশোধিত মূলধন	৫৯০	৫৯০	৬৯০
২।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-
৩।	আমানতঃ	৭৩৫৮	১০৫৭১	১১৩১০
	ক) চলতী আমানত	২৫৬৮	৩২২০	৩২৯০
	খ) মেয়াদী আমানত	৪৭৯০	৭৩৫১	৮০২০
৪।	ঋণ ও অগ্রিম	৭০২৬	৮৭১৮	৮৪২৭
৫।	বিনিয়োগ	১৪৩৩	২০৯৩	১৬৩৩
৬।	মোট পরিসম্পদ	২২৪৪৩	২৫০২৭	২৫৫০০
৭।	মোট আয়	১৯০৫	২০৯৪	৫৫০
৮।	মোট ব্যয়	৮৯৪	১৩৮৩	৩০০
৯।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৬৪৫৫৬	৫৯৫১০	৫২৩৪
	ক) রপ্তানি	১১০৫০	১৬৩১২	১৭৫৭
	খ) আমদানি	১৩৮৪৬	১৫৩৪৬	২৫৬৪
	গ) রেমিটেন্স	৩৯৬৮০	২৭৮৫২	৯১৩
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৮৩	১৯০	২২৫
	ক) কর্মকর্তা	৮৯	৯৪	১২৪
	খ) কর্মচারী	৯৭	৯৬	১০১
১১।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	-	-
১২।	শাখা (সংখ্যা)	৪	৫	৫

১৯৯৮ সালে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৯৪৫১ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে শিল্প খাতে ঋণের পরিমাণ ১১৬৮ মিলিয়ন টাকা। শিল্প খাতে ২৯৫ মিলিয়ন টাকা সমেত ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংক ৩৯৬১ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করে।

১৯৯৮ সালে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৫৭৫ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩৫৭ মিলিয়ন টাকা। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি ২-এ দেখানো হ'ল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭							
	বিতরণ	৪৫	২৫৬	১২১৭	১৪৭৩	২৮৯৭	৪৪১৫
	আদায়	-	২০১	১৪০৩	১৬০৪	১৩২৭	২৯৩১
১৯৯৮							
	বিতরণ	২৪	৮১১	৩৫৭	১১৬৮	৮২৫৯	৯৪৫১
	আদায়	৭১	৫২১	২২৭	৭৪৮	৭৭৫৬	৮৫৭৫
৩০শে জুন, ১৯৯৯ *							
	বিতরণ	৬	১৮৬	১০৯	২৯৫	৩৬৬০	৩৯৬১
	আদায়	১৫	১৩৫	৬২	১৯৭	৩১৪৫	৩৩৭৭

* সাময়িক

১৯৯৮ সালে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক এর মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ৮৭১৮ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে তা হ্রাস পেয়ে ৮৪১৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩ এ দেখানো হ'ল।

সারণি-৩

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ, ৩১,১৯৯৯ (সাময়িক)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	৫০	৩	১৭
	(ক) শস্য	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৫০	৩	১৭
২।	শিল্পঃ	৪৩০	৮৬৫	৮৫৬
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৪৩০	৮৫৯	৮৫০
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	৬	৬
৩।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-
৪।	বীমা, ব্রোকেজ এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	২৬	৩২	৪৭
৫।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	৪০৮	১২৮	৩৪৭
৬।	অন্যান্য	৬১১২	৭৬৯০	৭১৫০
	সর্বমোট	৭০২৬	৮৭১৮	৮৪১৭

এ এন জেড গ্রীণলেজ ব্যাংক পিএলসি

এ এন জেড গ্রীণলেজ ব্যাংক পিএলসি ১৯০৫ সালে এ দেশে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের ১০টি শাখা রয়েছে। ১৯৯৯ সালে এ ব্যাংক এদেশে প্রথম ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং কৌশল (Electronic Banking Strategy) চালু করে যার অংশ হিসেবে ATM মেশিনের মাধ্যমে এ ব্যাংক দিবা-রাত্রি ২৪ ঘন্টা গ্রাহকদের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। ১৯৯৯ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬৮ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ৩০১ জন ও কর্মচারী ৬৭ জন। ১৯৯৮ শেষে ব্যাংকের মোট পরিসম্পদ ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২০৫৮২ মিলিয়ন টাকা ও ৬১ মিলিয়ন টাকায়। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৬৫৯৬ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৪৩৫১ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ১২২৪৫ মিলিয়ন টাকা।)। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ২৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১২২৮২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৮ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ৩৮৩২৭ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৪৭১৭ মিলিয়ন, আমদানি ১৭৪২৫ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১৬১৮৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৮০৩৬ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ১০৮৫ মিলিয়ন, আমদানি ২৪২৬ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৪৫২৫ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৪৯০ মিলিয়ন ও ৩৯৯ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৭৫ মিলিয়ন ও ৭৮ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশে এ এন জেড গ্রীণলেজ ব্যাংক এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

গ্রীণলেজ ব্যাংক : ঢাকার শেরাটন হোটেল সেলস এন্ড সার্ভিস সেন্টারে এটিএম মেশিন।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০ শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	রিজার্ভ ফাণ্ড	৬১	৬১	৬১	৬১
২।	**আমানতঃ**	**১২৪০১**	**১৬৫৯৬**	**১৭৩৬৩**	**১৮৪৫২**
	ক) তলবী আমানত	৩৬১৩	৪৩৫১	৪৪০০	৪৮৪০
	খ) মেয়াদী আমানত	৮৭৮৮	১২২৪৫	১২৯৬৩	১৩৬১২
৩।	অগ্রিম	৯৭৩১	১২২২৮	১২৩৮২	১৩৭৪৩
৪।	বিনিয়োগ	২৪০৫	৪৬৫৫	২৩৫৫	২৪০২
৫।	মোট পরিসম্পদ	১৪৯৮৫	২০৫৮২	২০৮৬৪	২১২৮২
৬।	মোট আয়	১১৭৮	১৪৯০	২৭৫	৫৫০
৭।	মোট ব্যয়	৩৭৬	৩৯৯	৭৮	১৫৬
৮।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	**২৮৭৮১**	**৩৮৩২৭**	**৮০৩৬**	**১৪৭৩০**
	ক) রপ্তানি	৫৫২০	৪৭১৭	১০৮৫	১৯৫০
	খ) আমদানি	৭৮১০	১৭৪২৫	২৪২৬	৩৫২০
	গ) রেমিটেন্স	১৫৪৫১	১৬১৮৫	৪৫২৫	৯২৬০
৯।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	**৩৬১**	**৩৬৫**	**৩৬৮**	**৩৬৮**
	ক) কর্মকর্তা	১৬৫	২৯০	৩০১	৩০১
	খ) কর্মচারী	১৯৬	৭৫	৬৭	৬৭
১০।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৫	১৫	১৫	১৫
১১।	শাখা (সংখ্যা)				
	ক) দেশে	৯	৯	১০	১০
	খ) বিদেশে	২১৪৪	২১৪৪	২১৪৪	২১৪৪

১৯৯৮ সালে এ এন জেড গ্রীণ্ডলেজ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৮২৭ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ৪৬৬২ মিলিয়ন টাকা) ও ৫২৭৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংক ১৩৩০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে (শিল্প ঋণ ১০৪২ মিলিয়ন টাকা) এবং ৪৩৯ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। এ এন জেড গ্রীণ্ডলেজ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হ'ল।

book Qp 1

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
	মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭					
বিতরণ	৯৬	২৩৭৭	২৪৭৩	২৯১১	৫৩৮৪
আদায়	৬৫	২৩১৭	২৩৮২	৭৫	২৪৫৭
১৯৯৮					
বিতরণ	৭৬৭	৩৮৯৫	৪৬৬২	৩১৬৫	৭৮২৭
আদায়	৪২১	৩১৮৫	৩৬০৬	১৬৭০	৫২৭৬
৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ *					
বিতরণ	১৪৬	৮৯৬	১০৪২	২৮৮	১৩৩০
আদায়	১৭৭	১৯৬	৩৭৩	৬৬	৪৩৯
৩০শে জুন, ১৯৯৯ * *					
বিতরণ	১৬৫	২০২	৩৬৭	৪৭৫	৮৪২
আদায়	১০২	৪৯৫	৫৯৭	২২৫	৮২২

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

১৯৯৮ সালে এ এন জেড গ্রীণ্ডলেজ ব্যাংক কর্তৃক শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ২৯৬৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৪৩৩৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত শিল্প ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৮২ মিলিয়ন টাকা এবং ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০১৫ মিলিয়ন টাকা। মঞ্জুরীকৃত ঋণ শুধুমাত্র বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যাংক কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩ এ দেখানো হ'ল।

book Qp 2

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৮৩	--	৮৩
পরিমান	৪৩৩৩	-	৪৩৩৩
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৪৪	-	৪৪
পরিমান	২৯৬৩	-	২৯৬৩
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৯৩	-	৯৩
পরিমান	৫০১৫	-	৫০১৫
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	-	১০
পরিমান	৬৮২	-	৬৮২
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯[*] পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
পরিমান	৮৮৭	-	৮৮৭

[*] প্রাক্কলিত

এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক-এর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ, ৩১,১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০,১৯৯৯ প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	-	-	-
	(ক) শস্য				
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য				
২।	শিল্পঃ	৩৪৬৫	৪০০৩	৪০৩৪	৪৩৫৭
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৩৪৬৫	৪০০৩	৪০৩৪	৪৩৫৭
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	১০৫৫	১২০০	১২১১	১৩৩২
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	২২১	২৩২	২৩৩	২৪৭
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৪৯৯০	৬৮৪৭	৬৯০৪	৭৮০৭
	সর্বমোট	৯৭৩১	১২২৮২	১২৩৮২	১৩৭৪৩

book Qp 3

হাবিব ব্যাংক লিমিটেড

হাবিব ব্যাংক লিমিটেড ১৯৭৬ সালের ৯ই জুলাই তারিখে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের দু'টো শাখা অফিস রয়েছে। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৮০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের রিজার্ভ ফাণ্ডের পরিমাণ ছিল ১৪ মিলিয়ন টাকা এবং মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ছিল ২৫৮৮ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৭২ জন, যার মধ্যে কর্মচারীর সংখ্যা ৩৭ জন ও কর্মকর্তার সংখ্যা ৩৫ জন।

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে হাবিব ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৯৪৩ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৩২১ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৬২২ মিলিয়ন টাকা) যা ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ১০৩০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ৪৩১ মিলিয়ন ও মেয়াদী ৫৯৯ মিলিয়ন টাকা)। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে ব্যাংকটির অগ্রীমের পরিমান ছিল ৭৯৮ মিলিয়ন টাকা। এবং ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৯১৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালে এ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ৪২৩৮ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৫৯৯ মিলিয়ন, আমদানি ৩৬২৭ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১২ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকটি ১০০২ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (রপ্তানি ৮২ মিলিয়ন, আমদানি ৯১৯ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১ মিলিয়ন টাকা) বাংলাদেশে হাবিব ব্যাংক লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০ শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	৮০	৮০	৮০-	৮০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৪	১৪	১৪	১৪
৪।	**আমানতঃ**	**৮৭৯**	**৯৪৩**	**১০৩০**	**১০৬০**
	ক) তলবী আমানত	৫০৭	৩২১	৪৩১	৪৫০
	খ) মেয়াদী আমানত	৩৭২	৬২২	৫৯৯	৬১০
৫।	অগ্রিম	৭৩৭	৭৯৮	৯১৯	৯২০
৬।	বিনিয়োগ	১৯৭	২২৯	২৬৮	২৭০
৭।	মোট পরিসম্পদ	২০০০	২৬৫২	২৫৮৮	২৬৫০
৮।	মোট আয়	১২১	১৪৯	৪৩	৮৬
৯।	মোট ব্যয়	৬৮	৮২	২৮	৫৬
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	**২৭২৮**	**৪২৩৮**	**১০০২**	**২০০৪**
	ক) রপ্তানি	৭১৭	৫৯৯	৮২	১৬৪
	খ) আমদানি	১৯৮৬	৩৬২৭	৯১৯	১৮৩৮
	গ) রেমিটেন্স	২৫	১২	১	২
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	**৭১**	**৭২**	**৭২**	**৭২**
	ক) কর্মকর্তা	৩৪	৩৫	৩৫	৩৫
	খ) কর্মচারী	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭
১২।	শাখা (সংখ্যা)	২	২	২	২

১৯৯৮ সালে হাবিব ব্যাংক লিমিটেড ১৫০৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৯৭৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১১০৭ মিলিয়ন ও ৩৮৫ মিলিয়ন টাকা। ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২ এ দেয়া হল।

book Qp 5

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
	মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭					
বিতরণ	৮০	৫৯৫	৬৭৫	৬৩৩	১৩০৮
আদায়	৪৩	৫১৬	৫৫৯	৩৩২	৮৯১
১৯৯৮					
বিতরণ	৭৩	৬৬৯	৭৪২	৭৬৬	১৫০৮
আদায়	২৮	৪৮৭	৫১৫	৪৬১	৯৭৬
৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ *					
বিতরণ	৬৮	২৭৫	৩৪৩	৭৬৪	১১০৭
আদায়	২	১১৬	১১৮	২৬৭	৩৮৫
৩০শে জুন, ১৯৯৯ * *					
বিতরণ	৬২	৩৫৫	৪১৭	৮৬৫	১২৮২
আদায়	১২	২১১	২২৩	২৪৩	৪৬৬

* সাময়িক

* * প্রাক্কলিত

হাবিব ব্যাংক লিমিটেড এর ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ঋণের স্থিতি ছিল ৭৯৮ মিলিয়ন টাকা যা ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৯১৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। হাবিব ব্যাংক লিমিটেড এর ঋণের স্থিতি সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

book Qp 6

সারণি-৩

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ, ৩১,১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০,১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	-	-	-
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	৭৭	৭১	১০২	১০০
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৭৬	৭১	১০২	১০০
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	১৮৬	২৬৯	২০১	২০৫
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	-	-	-
	দরিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৪৭৪	৪৫৮	৬১৬	৬১৫
	সর্বমোট	৭৩৭	৭৯৮	৯১৯	৯২০

book Qp 7

ষ্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া

বাংলাদেশে ষ্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার একটি মাত্র শাখা অফিস রয়েছে। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৫০ মিলিয়ন ও ১৩৭ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ ১৯৯৯ তারিখে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১৯ জন ও কর্মচারী ২১ জন।

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১১৪৮ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৭১৫ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৪৩৩ মিলিয়ন টাকা) এবং ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে আমানতের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ১০৪০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ৬০৭ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৪৩৩ মিলিয়ন টাকা।

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৫৭১ মিলিয়ন টাকা এবং এ সময়ে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২১০ মিলিয়ন (রপ্তানি ১০৬৯ মিলিয়ন, আমদানি ১৪০৪ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৭৩৭ মিলিয়ন টাকা।) ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংক ৯৮৬ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (রপ্তানি ২৪২ মিলিয়ন, আমদানি ৪৭২ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ২৭২ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৭৯ মিলিয়ন ও ৪৯ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৫ মিলিয়ন ও ১৩ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশে ষ্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

book Qp 8

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০ শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৫০	১৫০	১৫০	১৫০
৩।	রিজার্ভ ফাণ্ড	১১২	১৩৭	১৩৭	১৩৭
৪।	আমানতঃ	৬৫১	১১৪৮	১০৪০	১১৫০
	ক) তলবী আমানত	২৫০	৭১৫	৬০৭	৬৭৫
	খ) মেয়াদী আমানত	৪০১	৪৩৩	৪৩৩	৪৭৫
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৫৭৩	৫৭১	৫৫৪	৬০০
৬।	বিনিয়োগ	১৫০	১৫২	১৫৩	১৫৫
৭।	মোট পরিসম্পদ	৮১২	১৫১০	১৪৬৬	১৫০০
৮।	মোট আয়	১৫৭	১৭৯	৪৫	৯০
৯।	মোট ব্যয়	৪৬	৪৯	১৩	২৫
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩৯৩১	৩২১০	৯৮৬	২০০০
	ক) রপ্তানি	৯৩৬	১০৬৯	২৪২	৫০০
	খ) আমদানি	৫৮৪	১৪০৪	৪৭২	৯৫০
	গ) রেমিটেন্স	১৪১১	৭৩৭	২৭২	৫৫০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩৮	৪০	৪০	৪০
	ক) কর্মকর্তা	১৮	১৯	১৯	১৯
	খ) কর্মচারী	২০	২১	২১	২১
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৭৬	৭৯	৭৯	৭৯
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	১	১	১	১

১৯৯৮ সালে ষ্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৫০৬ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ২২৭ মিলিয়ন ও অন্যান্য খাতে ২৭৯ মিলিয়ন টাকা) এবং উক্ত সময় ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৪৪৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৩ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ২৪ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য খাতে ২৯ মিলিয়ন টাকা) এবং উক্ত সময়কালে ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৬৪ মিলিয়ন টাকা। ষ্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেখানো হ'ল।

book Qp 9

সারণি–২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭						
বিতরণ	-	৭	৯৫	১০২	৪৭৯	৫৮১
আদায়	-	-	৭০	৭০	৫৬৩	৬৩৩
১৯৯৮						
বিতরণ	-	৯	২১৮	২২৭	২৭৯	৫০৬
আদায়	-	২	১৩১	১৩৩	৩১০	৪৪৩
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯*						
বিতরণ	-	-	২৪	২৪	২৯	৫৩
আদায়	-	২	২৮	৩০	৩৪	৬৪
৩০শে জুন, ১৯৯৯**						
বিতরণ	-	৫০	২৫	৭৫	৩৫	১১০
আদায়	-	৩	১০	১৩	৪০	৫৩

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

১৯৯৮ সালে টেষ্ট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া কর্তৃক শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৯ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ২৭১ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭১ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩ এ দেখানো হ'ল।

সারণি–৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২০	-	২০
পরিমাণ	২৭১	-	২৭১
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	৯	-	৯
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২০	-	২০
পরিমাণ	২৭১	-	২৭১
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	-	-	-
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
পরিমাণ	৭৫	-	৭৫

★ প্রাক্কলিত

book Qp 10

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ষ্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার মোট ঋণের স্থিতি ছিল ৫৭১ মিলিয়ন টাকা (কৃষি ও মৎস্য খাতে ১৮ মিলিয়ন, শিল্পখাতে ২৪২ মিলিয়ন এবং পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ২০৯ মিলিয়ন টাকা) এবং ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে তা হ্রাস পেয়ে ৫৫৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যার মধ্যে কৃষি ও মৎস্য খাতে ১৮ মিলিয়ন, শিল্পখাতে ২২৩ মিলিয়ন এবং পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ১৯৭ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ দেখানো হ'ল।

সারণি–৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ ৩১, ১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য ঃ**	**১৮**	**১৮**	**১৮**	**১৮**
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৮	১৮	১৮	১৮
২।	**শিল্পঃ**	**১৭৭**	**২৪২**	**২২৩**	**২৪১**
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১৭৭	২৪২	২২৩	২৪১
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	৪২	৬৭	৭০	৭৬
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা সেবা	৩	২	২	২
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২১৩	২০৯	১৯৭	২১৬
৬।	অন্যান্য	১২০	৩৩	৪৪	৪৭
	সর্বমোট	৫৭৩	৫৭১	৫৫৪	৬০০

book Qp 11

ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ

ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ এর আগের নাম ছিল ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ। Banque de I' Indochine এবং Banque de Suez et de I' Union des Mines নামের দুটো প্রতিষ্ঠান একত্র করে ফ্রান্সে ব্যাংক ইন্দোসুয়েজের জন্ম হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ ফ্রান্সের সর্ববৃহৎ ব্যাংক Caisse Nationale de credit Agricole (CNCA) এর পূর্ণ মালিকানায় সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ১৯৯৭ সালের মে মাসে ব্যাংকটি ' ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ' নাম ধারণ করে।

ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ ঢাকা ও চট্টগ্রামে দুটো পূর্ণাংগ শাখা নিয়ে ১৯৮০ সাল থেকে বাংলাদেশে এর কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ঢাকার মতিঝিলস্থ শাখাটি এর অধীনস্থ গুলশান ও সোনারগাঁও হোটেলে অবস্থিত দুটি বুথ অফিস থেকে সহায়তা পেয়ে থাকে।

বাংলাদেশে এ ব্যাংক তাদের মূলধনের ভিত বৃদ্ধি করে ১৯৯৮ সালে ৬০৬ মিলিয়ন টাকায় (১২.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) উন্নীত করেছে। ব্যাংকটি করপোরেট ব্যাংকিং-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে, যদিও আমানত গ্রহণ, ঋণ প্রদান, ঋণপত্র স্থাপন, ডকুমেন্টারী লেনদেন, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থ প্রেরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়সহ বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যান্য কাজও করে থাকে।

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে বাংলাদেশে ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ এর মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৫৬০৩ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ১৮৬৫ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৩৭৩৮ মিলিয়ন টাকা) যা ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৬১৩২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ২০৮৬ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৪০৪৬ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৩৩৭৮ মিলিয়ন টাকা এবং মার্চ, ১৯৯৯ শেষে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১৯৯ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬৫০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ২৮০১২ মিলিয়ন টাকা রপ্তানি ৯১০৪ মিলিয়ন, আমদানি ১০২২১ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৮৬৮৭ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকটি ৬৮৮৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে" (রপ্তানি ২২০০ মিলিয়ন, আমদানি ২১০৫ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ২৫৭৮ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১৩৪ জন, যার মধ্যে ১০৩ জন কর্মকর্তা ও ৩১জন কর্মচারী। বাংলাদেশে ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ এর কার্যক্রমের অগ্রগতির বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি–১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	-	-	-	-
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৫৯১	৮১৪	৮৯০	১০০৪
৪।	**আমানতঃ**	**৫৩০২**	**৫৬০৩**	**৬১৩২**	**৬১৩২**
	ক) তলবী আমানত	২০০৮	১৮৬৫	২০৮৬	২০৮৬
	খ) মেয়াদী আমানত	৩২৯৪	৩৭৩৮	৪০৪৬	৪০৪৬
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৪০৭৪	৩৩৭৮	৩১৯৯	৩৫০০
৬।	বিনিয়োগ	৭০০	১৬৫০	১৮০০	১৮০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৭০৩৫	৭৫৬২	৮৩৩৫	৮৩৫০
৮।	মোট আয়	৭৮৪	৮২১	২০১	৪৫৭
৯।	মোট ব্যয়	৪৪২	৪৯৫	১২৫	২৬৭
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	**২৬৫৬৮**	**২৮০১২**	**৬৮৮৩**	**১১৭৬৫**
	ক) রপ্তানি	৮৪৮৭	৯১০৪	২২০০	৪৪০০
	খ) আমদানি	৯০৪৬	১০২২১	২১০৫	৪২১০
	গ) রেমিটেন্স	৯০৩৫	৮৬৮৭	২৫৭৮	৩১৫৫
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	**১৩৮**	**১৩৪**	**১৩৫**	**১৩৫**
	ক) কর্মকর্তা	১০২	১০৩	১০৪	১০৪
	খ) কর্মচারী	৩৬	৩১	৩১	৩১
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৮	১৮	১৮	১৮
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	২	২	২	২

১৯৯৮ সালে ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ কর্তৃক ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৯২৬০ মিলিয়ন টাকা (শিল্পখাতে ৪৫৩৭ মিলিয়ন, কৃষিখাতে ১০১ মিলিয়ন ও অন্যান্য খাতে ৪৬২২ মিলিয়ন টাকা) এবং ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ১০১১৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫৪১ মিলিয়ন টাকা। (শিল্পখাতে ১০০৮ মিলিয়ন, কৃষিখাতে ১৯ মিলিয়ন ও অন্যান্য খাতে ৫১৪ মিলিয়ন টাকা) এবং উক্ত সময় ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯০৯ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেখানো হ'ল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭						
বিতরণ	৮৯	৩৭০	৪৩৬০	৪৭৩০	৪৪৬৩	৯২৮২
আদায়	৬৭	২০৮	৩৯৯৯	৪২০৭	৪১৬৩	৮৪৩৭
১৯৯৮						
বিতরণ	১০১	৩৭৪	৪১৬৩	৪৫৩৭	৪৬২২	৯২৬০
আদায়	১১২	৫৭৮	৪৩৫২	৪৯৩০	৫০৭২	১০১১৪
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ *						
বিতরণ	১৯	২৩০	৭৭৮	১০০৮	৫১৪	১৫৪১
আদায়	১৯	২৪০	৮৩৫	১০৭৫	৮১৫	১৯০৯
৩০শে জুন, ১৯৯৯ * *						
বিতরণ	৪২	৫০৬	১৭১২	২২১৮	১১৩০	৩৩৯০
আদায়	৪২	৫২৮	১৮৩৭	২৩৬৫	১৭৯৩	৪২০০

* সাময়িক। * * প্রাক্কলিত।

১৯৯৮ সালে ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ কর্তৃক শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৪৫৩৭ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৮ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ১৯০২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০৮ মিলিয়ন টাকা এবং ৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯২২ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩ এ দেখানো হ'ল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৮০	-	৮০
পরিমাণ	১৯০২	-	১৯০২
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৬৮	-	৬৮
পরিমাণ	৪৫৩৭	-	৪৫৩৭
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৮১	-	৮১
পরিমাণ	১৯২২	-	১৯২২
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৪১	-	৪১
পরিমাণ	১০০৮	-	১০০৮
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৮৫	-	৮৫
পরিমাণ	২২১৭	-	২২১৭

* প্রাক্কলিত

book Qp 14

১৯৯৮ সালে ইন্দোসুয়েজ এর মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ৩৩৭৮ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প খাতে স্থিতি ১৯০২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ঋণের স্থিতি হ্রাস পেয়ে ৩১৯৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (শিল্প খাতে ১৯২২ মিলিয়ন টাকা)। ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেখানো হ'ল।

সারণি–৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ ৩১, ১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	৪৮	৩৮	৩৭	৪১
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৪৮	৩৮	৩৭	৪১
২।	**শিল্পঃ**	২৪৪৫	১৯০২	১৯২২	২১১৪
	ক) বৃহৎ	১৩৬৪	১৩৮৫	১৩৭৪	১৫১১
	খ) মাঝারী	১০৮১	৫১৭	৫৪৮	৬০৩
	গ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	-	১৬৭	১৯৫	২১৫
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা সেবা	৭৮	৮৭	৮৬	৯৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৫৫	৬৭	৬৮	৭৫
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১৪৪৮	১১১৭	৮৯১	৯৬০
	সর্বমোট	৪০৭৪	৩৩৭৮	৩১৯৯	৩৫০০

book Qp 15

ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান

ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ১৯৯৪ সালের ৩১ শে আগষ্ট তারিখে ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে বাংলাদেশে এর কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৩ মিলিয়ন টাকা এবং মোট পরিসম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮৫ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশে ব্যাংকের একটি মাত্র শাখা রয়েছে। তবে খুব শীঘ্রই বন্দর নগরী চট্টগ্রামে ব্যাংকটির দ্বিতীয় শাখা খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা হচ্ছে ১৫ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ৮জন ও কর্মচারী ৭ জন।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে বাংলাদেশে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৮৫ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৪৯ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৩৬ মিলিয়ন টাকা) যা ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ৫৬ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৭৬ মিলিয়ন টাকা)। ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ তারিখে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৩৫ মিলিয়ন টাকা যা ডিসেম্বর, ১৯৯৮ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৭২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমান ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ছিল ৩১ মিলিয়ন টাকা। এবং ডিসেম্বর ১৯৯৮ শেষে ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৮৫ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ২৭৩ মিলিয়ন, আমদানি ২৯৪ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১৮ মিলিয়ন টাকা)। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৩৯১ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৩৩ মিলিয়ন, আমদানি ৩৩৩ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ২৫ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৫ মিলিয়ন ও ১৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটি ১০ মিলিয়ন টাকা মুনাফা অর্জন করে। বাংলাদেশে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

book Qp 1

সারণি–১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮
১।	অনুমোদিত মূলধন	১১৩	১১৩	১১৩
২।	পরিশোধিত মূলধন	১১৩	১১৩	১১৩
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-
৪।	আমানতঃ	৮৭	৮৫	১৩২
	ক) তলবী আমানত	৪৫	৪৯	৫৬
	খ) মেয়াদী আমানত	৪২	৩৬	৭৬
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩৩	৩৫	৭২
৬।	বিনিয়োগ	১৩	৩১	২৫
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৬১	২৭০	৩৮৫
৮।	মোট আয়	১৬	২১	২৫
৯।	মোট ব্যয়	১২	১৪	১৫
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২১৬	৩৯১	৫৮৫
	ক) রপ্তানি	৪২	৩৩	২৭৩
	খ) আমদানি	১৫৫	৩৩৩	২৯৪
	গ) রেমিটেন্স	১৯	২৫	৮
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৩	১৩	১৫
	ক) কর্মকর্তা	৭	৭	৮
	খ) কর্মচারী	৬	৬	৭
১২।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১

১৯৯৮ সালে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭২ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প ঋণের পরিমাণ ৬১ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে ব্যাংকের কোন ঋণ আদায় হয়নি। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৩৫ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প খাতে ঋণের পরিমাণ ছিল ৩২ মিলিয়ন টাকা। ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেখানো হল।

book Qp 2

সারণি–২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৬						
বিতরণ	-	-	১৯	১৯	১৪	৩৩
আদায়	-	-	-	-	-	-
১৯৯৭						
বিতরণ	-	-	৩২	৩২	৩	৩৫
আদায়	-	-	-	-	-	-
১৯৯৮						
বিতরণ	-	২৬	৩৫	৬১	১১	৭২
আদায়	-	-	-	-	-	-

১৯৯৮ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান কর্তৃক শিল্পখাতে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালে শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৩২ মিলিয়ন টাকা। উল্লেখ্য যে, ব্যাংকটি কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরী শুধুমাত্র বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রয়েছে। ১৯৯৮ সালের ১লা জানুয়ারী হতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকটি ৩টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে ৬১ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩ এ দেখানো হ'ল।

book Qp 3

সারণি–৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	২০	-	২০
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	৩২	-	৩২
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
পরিমাণ	৯৩	-	৯৩
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	৩
পরিমাণ	৬১	-	৬১

১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান এর ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৭২ মিলিয়ন টাকা(শিল্প খাতে স্থিতি ৬১ মিলিয়ন টাকা)। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৩৫ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ঋণের স্থিতি ৩২ মিলিয়ন টাকা)। খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেখানো হ'ল।

সারণি–৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮
১।	কৃষি ও মৎস্য	-	-	-
২।	শিল্প	১৯	৩২	৬১
৩।	অন্যান্য	১৪	৩	১১
	সর্বমোট	৩৩	৩৫	৭২

মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড

মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক ১৯৯৪ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বর তারিখে ১০০ মিলিয়ন টাকার রিজার্ভ ফান্ড ও ৭২৫ মিলিয়ন টাকার পরিসম্পদ নিয়ে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের দু'টো শাখা অফিস রয়েছে। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ১০০ মিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত থাকে এবং উক্ত সময়ে ব্যাংকের মোট পরিসম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫১৫ মিলিয়ন টাকা। ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৬ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ৪৮ জন ও কর্মচারী ৮ জন।

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৮৩৩ মিলিয়ন টাকা(তলবী আমানত ২৩৯ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৫৯৪ মিলিয়ন টাকা) যা ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে হ্রাস পেয়ে ৭৯৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ২৫২ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৫৪৩ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ছিল ৫৪৫ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ৭৩ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য খাতে ৪৭২ মিলিয়ন টাকা)। ৩১ মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি হ্রাস পেয়ে ৫৩০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালের শেষে ব্যাংকটির বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৩০ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ, ১৯৯৯ শেষে হ্রাস পেয়ে ১১৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালের ব্যাংকটি কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ৩৬৬৭ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ১১৫৯ মিলিয়ন, আমদানি ১৫৯৩ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৯১৫ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকটি ৮৮৮ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (রপ্তানি ২৬২ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ২৮৭ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ৩৩৯ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২৫ মিলিয়ন টাকা ও ৯৫ মিলিয়ন টাকা)। বাংলাদেশে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক ঃ মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেডের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি আধুনিক পোশাক শিল্প।

সারণি–১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	রিজার্ভ ফান্ড	১০০	১০০	১০০	১০০
২।	আমানতঃ	৬৮৬	৮৩৩	৭৯৫	৯২৯
	ক) তলবী আমানত	২১৪	২৩৯	২৫২	৩২৭
	খ) মেয়াদী আমানত	৪৭২	৫৯৪	৫৪৩	৬০২
৩।	ঋণ ও অগ্রিম	৩৪৮	৫৪৫	৫৩০	৬২২
৪।	বিনিয়োগ	১৫৮	১৩০	১১৫	১১৫
৫।	মোট পরিসম্পদ	১৬৬৬	১৮৬৭	১৫১৫	১৮১৯
৬।	মোট আয়	১০২	১২৫	৩০	৭৩
৭।	মোট ব্যয়	৭৬	৯৫	২৩	৫৫
৮।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৮২৮	৩৬৬৭	৮৮৮	২৯২৪
	ক) রপ্তানি	৮৮৪	১১৫৯	২৬২	৯২০
	খ) আমদানি	১১৯২	১৫৯৩	২৮৭	১৪২৫
	গ) রেমিটেন্স	৭৫২	৯১৫	৩৩৯	৫৭৯
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৫১	৫৫	৫৬	৫৯
	ক) কর্মকর্তা	৪২	৪৭	৪৮	৫১
	খ) কর্মচারী	৯	৮	৮	৮
১০।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৭১	৭৪	৭৬	৮০
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	২	২	২	২

১৯৯৮ সালে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড ৭৪২৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৭৩৫৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৮৯৪ মিলিয়ন ও ১৮১৪ মিলিয়ন টাকা। মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেখানো হ'ল।

সারণি–২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭						
বিতরণ	-	১	২৪	২৫	১২০৭	১২৩২
আদায়	-	১২	২০	৩২	১১২৫	১১৫৭
১৯৯৮						
বিতরণ	-	-	৩২২	৩২২	৭১০৩	৭৪২৫
আদায়	-	-	৩২৭	৩২৭	৭০৩২	৭৩৫৯
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*						
বিতরণ	-	-	১০০	১০০	১৭৯৪	১৮৯৪
আদায়	-	৩	৯৫	৯৮	১৭১৬	১৮১৪
৩০শে জুন, ১৯৯৮**						
বিতরণ	-	১	২০৭	২০৮	৩৪৪২	৩৬৫০
আদায়	-	৬	১৯৩	১৯৯	৩৩৫৪	৩৫৫৩

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি–৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
পরিমাণ	২৮	-	২৮
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
পরিমাণ	৩২২	-	৩২২
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
পরিমাণ	৩০	-	৩০
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
পরিমাণ	৯৬	-	৯৬
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯** পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
পরিমাণ	১৯২	-	১৯২

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

book Qp 7

মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ এর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি–৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ ৩১, ১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য	-	-	-	-
২।	শিল্প	৪২	৭৩	৬১	৮০
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৪২	৭৩	৬১	৭১
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির-	-	-	-	৯
৩।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	২	১	-
৪।	অন্যান্য	৩০৬	৪৭০	৪৬৮	৫৪২
	সর্বমোট	৩৪৮	৫৪৫	৫৩০	৬২২

সিটি ব্যাংক এন, এ,

সিটি ব্যাংক এন, এ, ১৯৮৭ সালে স্থাপিত একটি প্রতিনিধি অফিসকে উন্নীত করে ১৯৯৫ সালের ২৪শে জুন তারিখে ২০৪ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন এবং ৮০৯ মিলিয়ন টাকার পরিসম্পদ নিয়ে বাংলাদেশে তার পূর্ণ কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে শুধুমাত্র ঢাকায় ব্যাংকটির একটি অফিস রয়েছে। ১৯৯৯ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মোট সংখ্যা ছিল ২২ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১৬ জন ও কর্মচারী ৬ জন। বাংলাদেশে সিটি ব্যাংক এন, এ, যে সকল সেবাদি প্রদান করে আসছে সেগুলো হলো একাউন্ট সার্ভিসেস, গ্লোবাল এন্ড লোকাল ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস, ট্রেজারী সার্ভিসেস, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং ঋণ ও অগ্রিম।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরের তুলনায় ব্যাংকের মোট আমানত ১৬২ মিলিয়ন টাকা যা শতকরা ১২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর ১৯৯৮ শেষে ১৫১৩ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৫৪৬ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৯৬৭ মিলিয়ন টাকা) এবং ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৬১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ৫৩৪ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ১১২৭ মিলিয়ন টাকা)। ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে ৯৩ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১১৭৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা মার্চ, ১৯৯৯ শেষে ২৩২ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪০৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালের শেষে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগ ২৯০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সিটি ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ১৯৯৮ সালে ছিল ৩১৫২ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৬৪ মিলিয়ন, আমদানি ২৩৪১ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৭৪৭ মিলিয়ন টাকা) এবং ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাসে তা ৭৮৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (রপ্তানি ১৬ মিলিয়ন, আমদানি ৫৮৪ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১৮৫ মিলিয়ন টাকা)। বাংলাদেশে সিটি ব্যাংক এন, এ, এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	পরিশোধিত মূলধন	২০৪	২০৪	২০৪	২০৪
২।	রিজার্ভ ফান্ড	১২	২০	২০	২০
৩।	আমানত:	১৩৫১	১৫১৩	১৬৬১	১৭৪৫
	ক) তলবী আমানত	৬৮	৫৪৬	৫৩৪	৫৬১
	খ) মেয়াদী আমানত	১২৮৩	৯৬৭	১১২৭	১১৮৪
৪।	ঋণ ও অগ্রিম	১০৮২	১১৭৫	১৪০৭	১৪৭৭
৫।	বিনিয়োগ	১৯৫	২৯০	১৭০	১৭৯
৬।	মোট পরিসম্পদ	১৮০৬	১৯৬৮	২২৯০	২৪০৪
৭।	মোট আয়	১৭৭	২৩৪	৫৯	১২১
৮।	মোট ব্যয়	১৪৭	২১৬	৪৮	৯৮
৯।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৫৫০	৩১৫২	৭৮৫	১৬১৪
	ক) রপ্তানি	৬৪	৬৪	১৬	৩৬
	খ) আমদানি	২১৮৩	২৩৪১	৫৮৪	১১৯৮
	গ) রেমিটেন্স	৩০৩	৭৪৭	১৮৫	৩৮০
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২১	২২	২২	২৬
	ক) কর্মকর্তা	১৩	১৬	১৬	১৮
	খ) কর্মচারী	৮	৬	৬	৮
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১	১

সিটি ব্যাংক এন, এ, ১৯৯৮ সালে শিল্পখাতে ৬৬৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৯৪২ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় করে। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৬৬ মিলিয়ন টাকা ও ২২৬ মিলিয়ন টাকা। সিটি ব্যাংক এন, এ, কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেখানো হ'ল।

book Qp 10

সারণি–২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭						
বিতরণ	-	১০১	১২৮০	১৩৮১	৫৭	১৪৩৮
আদায়	-	২	৯৫১	৯৫৩	৫৫	১০০৮
১৯৯৮						
বিতরণ	-	৫০	৬১৩	৬৬৩	-	৬৬৩
আদায়	-	৫০	৮৯২	৯৪২	-	৯৪২
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯*						
বিতরণ	-	৩২	১৩৪	১৬৬	-	১৬৬
আদায়	-	৩২	১৯৪	২২৬	-	২২৬
৩০শে জুন, ১৯৯৯**						
বিতরণ	-	৬৫	২৭৫	৩৪০	-	৩৪০
আদায়	-	৬৫	৩৯৭	৪৬২	-	৪৬২

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

বাংলাদেশে সিটিব্যাংক এন, এ-এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩-এ দেখানো হল।

সারণি–৩

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ ৩১, ১৯৯৯	জুন ৩০, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য	-	-	-	-
২।	শিল্প	৭১১	৯২১	৯২৫	৯৭২
৩।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৫২	১১২	৪৫	৪৭
৪।	অন্যান্য	২১৯	১৪২	৪৩৭	৪৫৮
	সর্বমোট	১০৮২	১১৭৫	১৪০৭	১৪৭৭

book Qp 11

সোসাইটি জেনারেল

সোসাইটি জেনারেল (Societe Generale) ঢাকায় একটি শাখার মাধ্যমে বাংলাদেশে ব্যাংকিং কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে এ ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত উভয় মূলধনের পরিমাণ ১৬৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষের ৫৮৪ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ১৯৯৯ শেষে ৬২০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকটির মোট আমানত ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ৩৩৫ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ১৫৯ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ১৭৬ মিলিয়ন টাকা) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ৪১৯ মিলিয়ন টাকায় (তলবী আমানত ২১৯ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ২০০ মিলিয়ন টাকা) দাঁড়ায়। ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ শেষের ২৯৯ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে মার্চ, ১৯৯৯ শেষে ২৯৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ১৯৯৮ সালে ছিল ৬৫৯ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৮৪ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৩৭৩ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ২০২ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যবসার পরিমাণ ১০৬ মিলিয়ন টাকায় (রপ্তানি ২৮ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৪৫ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৩৩ মিলিয়ন টাকা) দাঁড়ায়। ৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে ব্যাংকের মোট জনশক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯ জন, যার মধ্যে ৪ জন কর্মকর্তা এবং ১৫ জন কর্মচারী। সোসাইটি জেনারেল এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হল।

সারণি–১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ, ১৯৯৯
১।	অনুমোদিত মূলধন	১৬৫	১৬৫	১৬৫
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৬৫	১৬৫	১৬৫
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-
৪।	আমানতঃ	২২৩	৩৩৫	৪১৯
	ক) তলবী আমানত	৭০	১৫৯	২১৯
	খ) মেয়াদী আমানত	১৫৩	১৭৬	২০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৩৪	২৯৯	২৯৬
৬।	বিনিয়োগ	৫০	৬০	৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৫৬	৫৮৪	৬২০
৮।	মোট আয়	৩৯	৮১	২২
৯।	মোট ব্যয়	৮১	৮১	১৯
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৬০৭	৬৫৯	১০৬
	ক) রপ্তানি	২৩	৮৪	২৮
	খ) আমদানি	৪৪০	৩৭৩	৪৫
	গ) রেমিটেন্স	১৪৪	২০২	৩৩
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২১	২০	১৯
	ক) কর্মকর্তা	৪	৪	৪
	খ) কর্মচারী	১৭	১৬	১৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩৮	৬৭	৬৮
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	১	১	১

১৯৯৮ সালে ব্যাংকটি ২৯৯ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ২৩৯ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য খাতে ৬০ মিলিয়ন টাকা) ঋণ বিতরণ করে। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটি ৩০০ মিলিয়ন টাকা ঋণ (শিল্পখাতে ২৪৮ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য খাতে ৫২ মিলিয়ন টাকা) বিতরণ করে এবং একই সময়ে ব্যাংকটি ৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিত সারণি-২ এ দেয়া হল।

সারণি–২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭						
বিতরণ	-	-	১৩২	১৩২	২	১৩৪
আদায়	-	-	-	-	-	-
১৯৯৮						
বিতরণ	-	২০	২১৯	২৩৯	৬০	২৯৯
আদায়	-	-	-	-	-	-
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯*						
বিতরণ	-	২০	২২৮	২৪৮	৫২	৩০০
আদায়	-	৩	-	৩	-	৩

* সাময়িক

book Op 13

ব্যাংকটি শুরু থেকে মার্চ, ১৯৯৯ পর্যন্ত ২২টি প্রকল্পের আওতায় মোট ১০৬৮ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে যার পুরোটাই ছিল বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের জন্য। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটি ১৩টি প্রকল্পের আওতায় ৭২৯ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছিল। ব্যাংকটির শিল্পের আকার-ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩ এ দেয়া হল।

সারণি–৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২১	-	২১
পরিমাণ	১০৪৮	-	১০৪৮
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৩	-	১৩
পরিমাণ	৭২৯	-	৭২৯
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২২	-	২২
পরিমাণ	১০৬৮	-	১০৬৮
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
পরিমাণ	২০	-	২০

১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে ব্যাংকটির মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৮ সালের ২৯৯ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ২৯৬ মিলিয়ন টাকায় (শিল্প ঋণ ২৪৪ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য ৫২ মিলিয়ন টাকা) দাঁড়ায়। ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হল।

সারণি–৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ ৩১, ১৯৯৯ (সাময়িক)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-
	(ক) শস্য	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-
২।	শিল্পঃ	১৩২	২৩৯	২৪৪
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১৩২	২৩৯	২৪৪
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-
৩।	পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	-	৫৮	৪৯
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা সেবা	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-
৬।	অন্যান্য	২	২	৩
	সর্বমোট	১৩৪	২৯৯	২৯৬

হানিল ব্যাংক

হানিল ব্যাংক ২৯১ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ থেকে বাংলাদেশে এর কার্যক্রম শুরু করে। সম্প্রতি ব্যাংকটি কোরিয়ার বাণিজ্যিক ব্যাংক 'কমার্শিয়াল ব্যাংক অব কোরিয়া' এর সংগে একীভূত হয়েছে এবং ১লা জানুয়ারী, ১৯৯৯ হতে ব্যাংকটি 'হানভিট ব্যাংক' নাম ধারণ করে কোরিয়াতে কার্যক্রম শুরু করেছে। বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে ব্যাংকটি শীঘ্রই বাংলাদেশে নতুন নামে এর কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।

ব্যাংকের মোট পরিসম্পদ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ সালের ১৬০৭ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ১৯৯৯ শেষে ১৭৬৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে ব্যাংকের মোট জনশক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭ জন, যার মধ্যে ১৩ জন কর্মকর্তা এবং ৪ জন কর্মচারী।

ব্যাংকটির মোট আমানত ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাস শেষে ৪৫০ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ১৯৪ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ২৫৬ মিলিয়ন টাকা) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস শেষে ৫১৬ মিলিয়ন টাকায় (তলবী আমানত ২৩০ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ২৮৬ মিলিয়ন টাকা) দাঁড়ায়। ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ মাস শেষের ৪৪৭ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ১৯৯৯ সালের শেষ নাগাদ ৪৬৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমান ১৯৯৮ সালে ছিল ৬০১৯ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৩০০১ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ২৫২৬ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৪৯২ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যবসার পরিমাণ ১৭২৭ মিলিয়ন টাকায় (রপ্তানি ৭৯২ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৮১৮ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ১১৭ মিলিয়ন টাকা) দাঁড়ায়। হানিল ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হল।

book Qp 1

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য *

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ, ১৯৯৯	জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৯১	২৯১	২৯১	২৯১
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	-
৪।	**আমানত**	**৫০১**	**৪৫০**	**৫১৬**	**৫৯২**
	ক) তলবী আমানত	১২১	১৯৪	২৩০	২৭৩
	খ) মেয়াদী আমানত	৩৮০	২৫৬	২৮৬	৩১৯
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩৪৫	৪৪৭	৪৬৮	৪৯১
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	১১৩৩	১৬০৭	১৭৬৮	১৯৪৫
৮।	মোট আয়	৮৭	১৪৫	৩৫	৮৩
৯।	মোট ব্যয়	৭১	৭৭	১৪	৩৫
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	**৬৫৫১**	**৬০১৯**	**১৭২৭**	**৩৪৫৮**
	ক) রপ্তানি	৩১০৭	৩০০১	৭৯২	১৫৮৪
	খ) আমদানি	২৯৫৯	২৫২৬	৮১৮	১৬২৪
	গ) রেমিটেন্স	৪৮৫	৪৯২	১১৭	২৫০
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	**১৮**	**১৮**	**১৭**	**১৮**
	ক) কর্মকর্তা	১৪	১৪	১৩	১৪
	খ) কর্মচারী	৪	৪	৪	৪
১২।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১	১

* অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটসহ।

১৯৯৮ সালে ব্যাংকটি ২১৭৩ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ এবং ২১৩৮ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় করে। ১৯৯৯ সালের প্রথম মাসে ব্যাংকটির ঋণ বিতরণের পরিমান ৩৬৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ে ৩৪৯ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় হয়। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ		অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন		
১৯৯৭					
বিতরণ	-	৬৯	২০২৯	১১	২১০৯
আদায়	-	-	১৭৫৭	-	১৭৫৭
১৯৯৮					
বিতরণ	-	-	২১৭৩	-	২১৭৩
আদায়	-	-	২১৩৮	-	২১৩৮
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯					
বিতরণ	-	-	৩৬৮	-	৩৬৮
আদায়	-	-	৩৪৯	-	৩৪৯
৩০শে জুন, ১৯৯৯					
বিতরণ	-	-	১৩৫৮	-	১৩৫৮
আদায়	-	-	১৩৩৬	-	১৩৩৬

নোট ঃ অপশোর ব্যাংকিং ইউনিটসহ।

ব্যাংকটি শুরু থেকে মার্চ, ১৯৯৯ পর্যন্ত ২৩টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৪৫৬৯ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে যার পুরোটাই ছিল বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের জন্য। ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ পর্যন্ত ব্যাংকটি ২০টি প্রকল্পের আওতায় ৪২০২ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছিল। ব্যাংকটির শিল্পের আকার-ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩ এ দেয়া হল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২০	-	২০
	পরিমাণ	৪২০২	-	৪২০২
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৮	-	৮
	পরিমাণ	২১৭৩	-	২১৭৩
ক্রমপুঞ্জিভূত : মার্চ ৩১, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৩	-	২৩
	পরিমাণ	৪৫৬৯	-	৪৫৬৯
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	৩
	পরিমাণ	৩৬৭	-	৩৬৭
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৬	-	৬
	পরিমাণ	৭৩৪	-	৭৩৪

নোট : অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটসহ।

ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৮ সালের ৪৪৭ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ৪৬৮ মিলিয়ন টাকায় (শিল্প ঋণ ৪৬৬ মিলিয়ন টাকাসহ) দাঁড়ায়। ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হয়েছে।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ ৩১, ১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য	-	-	-	-
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	৩৩৩	৪৪২	৪৬৬	৪৮৯
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৩৩৩	৪৪২	৪৬৬	৪৮৯
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা ও হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১০	৩	-	-
৬।	অন্যান্য	২	২	২	২
	সর্বমোট	৩৪৫	৪৪৭	৪৬৮	৪৯১

নোটঃ অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটসহ।

দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড

দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন (এইচএসবিসি) লিমিটেড ১৯৯৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বরে ঢাকায় তাদের প্রথম শাখা খোলে। ১৯৯৮-৯৯ সালে ব্যাংক বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম বৃদ্ধি করে ঢাকায় দুটি ক্যাশ বুথ এবং চট্টগ্রামে একটি শাখা ও একটি অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট স্থাপন করে। ১৯৯৮ সালের শেষে এ ব্যাংকের মোট জনশক্তি দাঁড়ায় ১১৯ জন।

১৯৯৮ সালে এ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ছিল ৪৩৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকের আমানত ১০২০ মিলিয়ন টাকা হয় যার মধ্যে তলবী আমানত ২৬০ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ৭৬০ মিলিয়ন টাকা। এইচএসবিসির অগ্রিম ও বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৭৬ মিলিয়ন টাকা ও ১০০ মিলিয়ন টাকায়। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকটি ৩০৫৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। ব্যাংকটির অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হল।

সারণি–১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮ (বাংলাদেশ)	১৯৯৮ (অফশোর ইউনিট)*
১।	পরিশোধিত মূলধন	৪৩৪	৪৩৪	-
২।	রিজার্ভ ফান্ড	১১	৩৮	-
৩।	**আমানত**	৫৩৫	১০২০	১০
	ক) তলবী আমানত	১৫০	২৬০	-
	খ) মেয়াদী আমানত	৩৮৫	৭৬০	১০
৪।	ঋণ ও অগ্রিম	৩১০	৬৭৬	-
৫।	বিনিয়োগ	১০০	১০০	১০
৬।	মোট পরিসম্পদ	১০৮৮	২৬৬৭	১০
৭।	মোট আয়	৪১	১৪২	০.২৩
৮।	মোট ব্যয়	১০৩	১৮৭	০.১৯
৯।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	৯৫৮	৩০৫৩	-
	ক) রপ্তানি	৯৯	৬০০	-
	খ) আমদানি	৩১৬	৮২১	-
	গ) রেমিটেন্স	৫৪৩	১৬৩২	-
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩৮	১১৯	-
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১	২	-

* অফশোর ইউনিটের হিসাব মিলিয়ন ইউএস ডলারে।

ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ ৩১, ১৯৯৯
১।	কৃষি ও মৎস্য	-	-	-
২।	**শিল্প ঃ**	১২২	৩১০	৩২০
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১২২	৩১০	৩২০
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-
৩।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৪০	৬২	৫৬
৪।	অন্যান্য	১৪৮	৩০৪	৩৩৪
	সর্বমোট	৩১০	৬৭৬	৭১০

ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব বাহরাইন ই সি

ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব বাহরাইন ই সি আগষ্ট, ১৯৯৭ থেকে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। এটি ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০৮ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে তলবী আমানত ৩১৪ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ২৯৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাস শেষে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৮৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাসে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৩৪ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটি ১৯৯৮ সালে ১৬২৪ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে যার মধ্যে রপ্তানি ১৯২ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৪৩১ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ১ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে ব্যাংকের মোট জনশক্তি দাঁড়ায় ২২ জন যার মধ্যে ৮ জন কর্মকর্তা ও ১৪ জন কর্মচারী। ফয়সাল ইসলামী ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হল।

ফয়সাল ব্যাংক ঃ ফয়সাল ব্যাংকের আধুনিক কাউন্টারের একটি দৃশ্য।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮ (সাময়িক)	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	-	-	-	-
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৪৪	১৫১	১৫১	২৮০
৪।	আমানত	২০০	৬০৮	৬৬৭	৯৫০
	ক) তলবী আমানত	৭৬	৩১৪	৩৪১	১৬০
	খ) মেয়াদী আমানত	১২৪	২৯৪	৩২৬	৭৯০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৪২	৪৮৪	৫৩৪	৯২৮
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৪১	৭৯০	৮৬৩	১২৪৮
৮।	মোট আয়	২	৫৮	২১	৪১
৯।	মোট ব্যয়	৮	৩৮	৮	১৯
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১০৩	১৬২৪	৭০৩	৯০০
	ক) রপ্তানি	-	১৯২	৩৭৮	৪০০
	খ) আমদানি	১০৩	১৪৩১	৩২৫	৫০০
	গ) রেমিটেন্স	-	১	-	১
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২১	২২	১৮	৩০
	ক) কর্মকর্তা	৮	৮	৮	৮
	খ) কর্মচারী	১৩	১৪	১০	২২
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩	৩	৩	৩
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১	১

ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৮ সালে ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক ১৭৪১ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১৩৫৭ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তিন মাসে ব্যাংকটি ৬৫ ৮মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ ও ৬০৭ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। ব্যাংকটির ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
	মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭					
বিতরণ	৩০	-	৩০	১২	৪২
আদায়	-	-	-	-	-
১৯৯৮					
বিতরণ	১০৩	-	১০৩	১৬৩৮	১৭৪১
আদায়	৬২	-	৬২	১২৯৫	১৩৫৭
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ *					
বিতরণ	৩৫	-	৩৫	৬২৩	৬৫৮
আদায়	২৭	-	২৭	৫৮০	৬০৭
৩০শে জুন, ১৯৯৯**					
বিতরণ	১৯৫	-	১২৫	৬৫০	৭৭৫
আদায়	১২	-	১২	৩৭০	৩৮২

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

ঋণ মঞ্জুরী

ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক ১৯৯৮ সালে মোট ৩৮টি প্রকল্পে ৫০৭ মিলিয়ন টাকার ঋণ মঞ্জুরী দিয়েছে, যার মধ্যে ১৫১ মিলিয়ন টাকা বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে এবং ৩৫৬ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে ক্রমপুঞ্জিভূত মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৯১ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির ঋণ মঞ্জুরী সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণি-৩ এ দেয়া হল।

সারণি–৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	১০	১৫
পরিমাণ	৩১১	৯৮০	১২৯১
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৭	৩১	৩৮
পরিমাণ	১৫১	৩৫৬	৫০৭
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৭	৩৫	৪২
পরিমাণ	৩৬	১২১৪	১২৫০
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	৫০	২৩৪	২৮৪

ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব বাহরাইন ই সি এর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হল।

সারণি–৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ ৩১, ১৯৯৯ (সাময়িক)	শুন্য ৩০, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প	৪২	৪৮৪	৫৩৫	৯২৮
	ক) বৃহৎ	৩০	১০	২৮	৭৪২
	খ) মাঝারী	১২	৪৭৪	৫০৭	১৮৬
	গ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	৪২	৪৮৪	৫৩৫	৯২৮

বিশেষায়িত ব্যাংক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি ঋণদানকারী বৃহত্তম জাতীয় প্রতিষ্ঠান। কৃষি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। এ ব্যাংকের বর্তমানে অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ২০০০ মিলিয়ন ও ১০০০ মিলিয়ন টাকা। ১১ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের সার্বিক পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। এ ব্যাংকের বর্তমানে ৮৩৭ টি শাখা রয়েছে। মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৭৪৬ ও ৬৭২৬ জন।

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে বন্যাত্তোর কৃষি পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ঋণ বিতরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং সে লক্ষ্যে ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায় ও আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। আলোচ্য অর্থ বছরে নতুন আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ৪০০০ মিলিয়ন টাকায় নির্ধারণ করা হয়। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে আমানতের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২১৬০০ মিলিয়ন টাকায়।

কৃষি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত অগ্রিমের পরিমাণ জুন, ১৯৯৮ এর ৩৫৮৮৮ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ১৯৯৯ শেষে ৩৯৪০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। জুন ১৯৯৯-এ অগ্রিমের পরিমাণ আরো কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৪১৫০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মত বাংলাদশ কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমেও বৈদেশিক মুদ্রা বাণিজ্য পরিচালিত হয়ে আসছে। তবে এ কাজে তাদের রয়েছে মাত্র ১১টি অনুমোদিত বৈদেশিক বাণিজ্য শাখা এবং ৯৩টি বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে আমদানি, রপ্তানি এবং রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ১৮০০ মিলিয়ন, ৯০০ মিলিয়ন এবং ১০০০ মিলিয়ন টাকা হয়। উক্ত সময়ে ৯৪৯ জন হজ্জ যাত্রীকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ঃ গ্রামীণ তাঁত শিল্প। অর্থায়ন করছে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

সারণি–১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০
৪।	আমানতঃ	১৮৩৬৪	২০৩৮০	২১৬০০	২২৫০০
	ক) তলবী আমানত	২১৯৭	১৯৮০	২০০০	২২০০
	খ) মেয়াদী আমানত	১৬১৬৭	১৮৪০০	১৯৬০০	২০৩০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩৪৯৯৬	৩৫৮৮৮	৩৯৪০০	৪১৫০০
৬।	বিনিয়োগ	১৪৫৩	১৪৫৩	১৪৫৩	১৪৫৩
৭।	মোট পরিসম্পদ	৫০৮৮৩	৪৮২৩০	৫২৬১০	৫৩৭৩০
৮।	মোট আয়	২৫৯৬	২৫৩৭	২৩৮০	৩২০০
৯।	মোট ব্যয়	৪১৭৩	৪৫৯৯	৩৬২০	৪৭৫০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩৮০৯	৬৩০৬	৩৭০০	৭০০০
	ক) রপ্তানি	১৩৫৯	১৪৩২	৯০০	১৫০০
	খ) আমদানি	১৪০৮	৩৫৬৯	১৮০০	৪০০০
	গ) রেমিটেন্স	১০৪২	১৩০৫	১০০০	১৫০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১১৬০৪	১১৪৮৬	১১৪৭২	১১৯৪৩
	ক) কর্মকর্তা	৪৭১৬	৪৭৪৬	৪৭৪৬	৫২২০
	খ) কর্মচারী	৬৮৮৮	৬৭৪০	৬৭২৬	৬৭২৩
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১১৫	৯৩	-	-
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৮৩৬	৮৩৭	৮৩৭	৮৩৭

ঋণ বিতরণ ও আদায়

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ১২৫০০ মিলিয়ন টাকায় নির্ধারণ করে। আলোচ্য বছরে দীর্ঘস্থায়ী বন্যায় ব্যাংকের শাখা হতে দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কৃষি ঋণ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ব্যাংকের ৮৩৭ টি শাখা ছাড়াও ৯৪৬টি বুথ খোলা হয়। এ সকল বুথের মাধ্যমে সরাসরি কৃষকদের সংগে যোগাযোগ করে আবেদনপত্র গ্রহণসহ ৭২ ঘন্টার মধ্যে ঋণ প্রদানের কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়। মার্চ, ১৯৯৯ পর্যন্ত প্রায় ১২০০০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৬ শতাংশ। ১৯৯৮-৯৯ সালে আগের মত শস্য উৎপাদন (চা সহ), হালের বলদ, সেচ ও থ্রাশার যন্ত্রপাতি, মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগী পালন, কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপন, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট শিল্প পণ্যের বাজারজাতকরণের নিমিত্ত ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমেও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। ব্যাংক ঋণ পাশ বই এর মাধ্যমে যথা সময়ে ঋণ বিতরণ ব্যবস্থাও অব্যাহত রেখেছে।

আলোচ্য অর্থ বছরে ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা ১১৫০০ মিলিয়ন টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত প্রদত্ত মোট ১২০০০ মিলিয়ন টাকা ঋণের বিপরীতে ৭০২০ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

সারণি–২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৬-৯৭						
বিতরণ	৪৮৪৮	২৮৪	৭৩৬	১০২০	১৯৪৪	৭৮১২
আদায়	৫২৯৫	২৭৯	৭০৯	৯৮৮	১৭২৬	৮০০৯
১৯৯৭-৯৮						
বিতরণ	৪৮৯৭	২৬৮	৮০৭	১০৭৫	২৫২২	৮৪৯৪
আদায়	৫২৯৪	৪৯১	৭৬২	১২৫৩	২২৭৩	৮৮২০
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯*						
বিতরণ	৮৫০৫	১৩০	৩০৮	৪৩৮	৩০৫৭	১২০০০
আদায়	৪০০১	৩৫৮	৬৫০	১০০৮	২০১১	৭০২০
৩০শে জুন, ১৯৯৯**						
বিতরণ	৮৬০৫	১৭৩	৭০৮	৮৮১	৩০১৪	১২৫০০
আদায়	৫৫৭৫	৪৮৯	৮৮০	১৩৬৯	২৮৩৬	৯৭৮০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

কৃষি ব্যাংক ১৯৯৮ সালে (১লা জানুয়ারী-৩১ শে ডিসেম্বর) মোট ১৪৩৯টি প্রকল্প অনুমোদন করে। যার জন্যে ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৮৯ মিলিয়ন টাকা। মার্চ, ১৯৯৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত মোট ১২৪৮১ মিলিয়ন টাকার ঋণ মঞ্জুরী দিয়ে ২৩০৩৭৬ টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। ঋণের ৯৭ শতাংশ পেয়েছে বৃহৎ ও মাঝারী আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ঃ ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি মুরগীর খামার।

সারণি–৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৯৩৮৪৮	৩৬৩৯৭	২৩০২৪৫
পরিমাণ	১২০৮৬	৩৫০	১২৪৩৬
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১২৯৩	১৪৬	১৪৩৯
পরিমাণ	৭৯৭	৯২	৮৮৯
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৯৩৯৫৭	৩৬৪১৯	২৩০৩৭৬
পরিমাণ	১২১৩০	৩৫১	১২৪৮১
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১০৯	২২	১৩১
পরিমাণ	৪৪	১	৪৫
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১২০	২৮	১৪৮
পরিমাণ	৪৭	২	৪৯

মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৭-৯৮ সালের শেষে ৩৪৪৮৮ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮-৯৯ সালের মার্চে ৩৯৮০৭ মিলিয়ন টাকা হয়েছে এবং জুন, ১৯৯৯ এ ৪০৪৪০ মিলিয়ন টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। মার্চ, ১৯৯৯ এর তথ্য থেকে দেখা যায়, ঋণের স্থিতি কৃষি ও মৎস্য খাতে ২৫০২৬ মিলিয়ন, শিল্প খাতে ৫০৯১ মিলিয়ন এবং বিশেষ ঋণ কর্মসূচীতে ২৩৭১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

সারণি–৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	মার্চ ৩১, ১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	২৪০৩৬	২০২৪৬	২৫০২৬	২৫২২৬
	(ক) শস্য	৮৪৯৭	৯২৪৮	১৩৮৯২	১৩৯৯২
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৫৫৩৯	১০৯৯৮	১১১৩৪	১১২৩৪
২।	শিল্পঃ	৪৭৩৯	৪৯৪৯	৫০৯১	৫৩৮১
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৪২২১	৪৩৬৯	৪৪৯৮	৪৭১৯
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৫১৮	৫৮০	৫৯৩	৬৬২
৩।	পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা ও হোটেল	৮৬৫	৯২৬	৯৩৭	৯৪৫
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	১৫৫৭	১৬০৩	১৬১২	১৬২০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৫৪৫	৬৩৪	৬৩৫	৬৪০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	১৩৯০	১৯৩৮	২৩৭১	২৩৯০
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	১২৪৮	১৭৭৬	২১৩৬	২১৭৮
	খ) অন্যান্য	১৪২	১৬২	২০৮	২১২
৭।	অন্যান্য	১৮৬৪	৪১৯২	৪১৩৫	৪২৩৮
	সর্বমোট	৩৪৯৯৬	৩৪৪৮৮	৩৯৮০৭	৪০৪৪০

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) রাজশাহী বিভাগে কৃষি ঋণ সরবরাহকারী বৃহত্তম আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ১৫ই মার্চ, ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের রাজশাহী বিভাগস্থ সকল কার্যালয়/শাখা অংগীভূত করে এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষি ঋণ বিতরণ ছাড়াও এ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকিং কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। ৩০০টি শাখার এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১৫০০ মিলিয়ন টাকা। মার্চ, ১৯৯৯ পর্যন্ত পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৮০ মিলিয়ন টাকায়। সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালক পর্ষদের উপর ব্যাংকের সার্বিক নীতি নির্ধারণী দায়িত্ব ন্যাস্ত। মার্চ, ১৯৯৯ শেষে রাকাবের মোট জনশক্তি ছিল ৩৭৬৪ জন, যার মধ্যে ১৭১১ জন কর্মকর্তা এবং ২০৫৩ জন কর্মচারী।

মার্চ, ১৯৯৯ শেষে রাকাবের মোট আমানত ১৯৯৭-৯৮ সালের ৩১৯৬ মিলিয়ন টাকা হতে ১০ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ৩১৮৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে; যা মার্চ, ১৯৯৮ এর তুলনায় ৩৬৯ মিলিয়ন টাকা বেশি। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের জন্য ব্যাংকের আমানত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে ১১০০ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকের অগ্রিম ১৯৯৭-৯৮ সালের ১৫৩৭৩ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪১৭৯ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ১১১৯৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের দ্বিগুণের অতিরিক্ত ঋণ হিসাবে ৪৩৪৯ মিলিয়ন টাকা (সাময়িক) রিভার্স করার ফলে জুন, ১৯৯৮ এর তুলনায় ঋণ স্থিতি হ্রাস পায়। আশা করা যায় যে, ১৯৯৯ সালের জুন নাগাদ তা সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে মিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে।

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ঃ ব্যাংকের অর্থায়নে উৎপাদিত হচ্ছে সব্জী।

সারণি–১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৯৮০	৯৮০	৯৮০	১২০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২০৮	২০৮	২০৮	২০৮
৪।	আমানতঃ	২৮৬২	৩১৯৬	৩১৮৬	৩৬০০
	ক) তলবী আমানত	২২৭	২৫৭	২৩৯	৩২০
	খ) মেয়াদী আমানত	২৬৩৫	২৯৩৯	২৯৪৭	৩২৮০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৪৮৭১	১৫৩৭৩	১১১৯৪*	১১৬৯৫
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৯২৯৪	২০২৫৭	২১০৭০	২১৩০০
৮।	মোট আয়	৪৭৭	৪৮১	৪০০	৭০০
৯।	মোট ব্যয়	১০৪৯	১২৫৭	১১০০	১৪০০
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩৬৫৫	৩৬৫১	৩৭৬৪	৩৭৬০
	ক) কর্মকর্তা	১৪৬৭	১৫৭৯	১৭১১	১৭১০
	খ) কর্মচারী	২১৮৮	২০৭২	২০৫৩	২০৫০
১১।	শাখা (সংখ্যা)	৩০০	৩০০	৩০০	৩০১

* সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের দ্বিগুণের অতিরিক্ত ঋণ হিসাবে ৪৩৪৯ মিলিয়ন টাকা (সাময়িক) রিজার্ভে করার ফলে জুন, ১৯৯৮ এর তুলনায় ঋণ স্থিতি হ্রাস পায়।

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ঃ নির্মিত হচ্ছে গরুর গাড়ীর চাকা। অর্থায়ন করছে ব্যাংক।

বাকাবের বিভিন্নমুখী ঋণ কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে শস্য উৎপাদন, পশুপালন, মৎস্য চাষ, ফল ও শাক-সবজী চাষ, রেশম চাষ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন, ক্ষুদ্র আকারের কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচনমূলক ঋণ কর্মসূচী ইত্যাদি। ১৯৯৮ সালের নজিরবিহীন বন্যায় ব্যাপক ফসলহানি, পশুসম্পদ ও অবকাঠামোগত ক্ষয়-ক্ষতির প্রেক্ষাপটে কৃষকগণের বর্ধিত ঋণ চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের জন্য বর্ধিত ঋণ বিতরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। চলতি অর্থ বছরের ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৩০০ মিলিয়ন টাকা। গত অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসের তুলনায় চলতি অর্থ বছরের একই সময়কালে ৫৫৪ মিলিয়ন টাকা বেশী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০৫২ মিলিয়ন টাকা, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৬২ ভাগ। চলতি অর্থবছরে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৩০০০ মিলিয়ন টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের জন্য ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৫০০ মিলিয়ন টাকা। মার্চ, ১৯৯৮ পর্যন্ত বিতরণের পরিমাণ ছিল ১৪৯৮ মিলিয়ন টাকা (৬০%)।

১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে আমন চাষের জন্য ৯০০২ জন ঋণ গ্রহীতার মাঝে ৭৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। দীর্ঘস্থায়ী বন্যার কারণে আমন চাষ বিঘ্নিত হওয়া সত্ত্বেও চলতি অর্থ বছরের একই সময়কালে ১০৫০২ জন ঋণ গ্রহীতার মাঝে ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯১ মিলিয়ন টাকা। রবি ফসলের জন্য ১৯৯৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত মোট ১২৮৬১৫ জন ঋণ গ্রহীতার মাঝে ১১৮৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। গত অর্থ বছরের একই সময়কালে ৬০৫০৯ জন ঋণ গ্রহীতার মাঝে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৭৩৮ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭-৯৮ সালের প্রথম নয় মাসে শস্য খাতে ৭৩১৮৮ জন ঋণ গ্রহীতার মাঝে মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৮৯৭ মিলিয়ন টাকা। অপরদিকে, চলতি অর্থ বছরের একই সময়কালে শস্য খাতে ১৫০০০০ জন ঋণ গ্রহীতার মাঝে ১৪২২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য শস্যগুলির মধ্যে রয়েছে আমন, বোরো ও আউশ, গম, আলু, ইক্ষু, তৈলবীজ, শাক-সব্জী ইত্যাদি।

সেচ যন্ত্র ও কৃষি সরঞ্জামের জন্য গত বছরের প্রথম ন' মাসের তুলনায় এ বছর ঋণ বিতরণ ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬ মিলিয়ন টাকা হয়েছে। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় হাঁস-মুরগী ও পশু পালন খাতে ঋণ দানের পরিমান ১৭৯ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এ বছর মার্চ পর্যন্ত ১৯৩ মিলিয়ন টাকা হয়। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন, হিমাগারে আলু সংরক্ষণ ইত্যাদি খাতে চলতি পুঁজি সরবরাহ বাবদ গত বছরের প্রথম ন' মাসে ৪৬ মিলিয়ন টাকার স্থলে এ বছর একই সময়ে ১২০ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়।

বাকাব পরিচালিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীগুলির মধ্যে এমএসএফএসসিআইপি সবচেয়ে সম্ভাবনাময় কর্মসূচী হিসেবে চিহ্নিত। বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকিতে ইফাদের অর্থায়নে, জার্মান সাহায্য সংস্থা জিটিজেড এর কারিগরী সহযোগিতায় গ্রুপ গঠনের জন্যে রংপুর-দিনাজপুর পল্লী সংস্থার সহায়তায় কুড়িগ্রাম জেলায় গ্রুপ এ্যাপ্রোচে পরিচালিত এই কর্মসূচীর অধীনে চলতি বছরের (মার্চ পর্যন্ত) ১৮ মিলিয়ন টাকা ৩০০ টি গ্রুপের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। কর্মসূচীর অধীনে ঋণ আদায়ের হার প্রায় ৯৫ শতাংশ। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে প্রকল্পের সময়সীমা শেষ হবার পর হতে ব্যাংকের একক উদ্যোগে কর্মসূচীটি অব্যাহত রাখা হয়েছে।

এমএসএফএসসিআইপি অনুসরণে ব্যাংকের নিজস্ব উদ্যোগে ১৯৯৪-৯৫ সালে আত্মনির্ভর ঋণ কর্মসূচী (আরএসসিপি) গ্রহণ করা হয়। চলতি অর্থ বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত ৮৩টি শাখায় এ কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচীটি ক্রমান্বয়ে ২৮০টি শাখায় চালু করা হবে। চলতি অর্থ বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত এ কর্মসূচীর অধীনে ২২৭২টি গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে ৩৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ঋণ আদায়ের হার শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ। এছাড়া বিসিক এর সংগে যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ইউএনসিডিএফ ঋণ কর্মসূচী, মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচী (উইডিপি), পাইলট এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম (পিইজিপি) এবং স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী এ ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য দারিদ্র্য বিমোচন ঋণ কর্মসূচী।

১৯৯২-৯৩ অর্থ বছর হতে ব্যাংকের ঋণ আদায়ের ক্রমবর্ধমান ধারা বজায় রেখে ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে ঋণ আদায়ের পরিমাণ ২২৬৩ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। বন্যার কারণে চলতি অর্থ বছরে ঋণ আদায়ের ধারা ব্যাহত হয়েছে। জুলাই-মার্চ সময়কালে মোট ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২২৭ মিলিয়ন টাকা। গত অর্থ বছরের একই সময়কালের তুলনায় ঋণ আদায়ের পরিমান ২১০ মিলিয়ন টাকা কম। চলতি অর্থ বছরে সন্তোষজনক বোরো ফসল উৎপাদন সম্ভাবনার নিরিখে আশা করা যায় যে, এ অর্থ বছরের ঋণ আদায়ের পরিমাণ জুন, ১৯৯৯ নাগাদ ৩০০০ মিলিয়ন টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

সারণি–২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৬-৯৭						
বিতরণ	১৪০৯	৪১	৩০	৭১	২৮৯	১৭৬৯
আদায়	১৮০১	১৫	৪১	৫৬	২৯১	২১৪৮
১৯৯৭-৯৮						
বিতরণ	১৫১৭	১২৩	৩১	১৫৪	৪১১	২০৮২
আদায়	১৭৯৯	১৭	৫৫	৭২	৩৯২	২২৬৩
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯*						
বিতরণ	১৬০৯	৩	২৫	২৮	৪১৫	২০৫২
আদায়	৯০৬	১৫	৩০	৪৫	২৭৬	১২২৭
৩০শে জুন, ১৯৯৯**						
বিতরণ	২৩৯৬	৪	৫০	৫৪	৫৫০	৩০০০
আদায়	২৪৬০	৩০	৬০	৯০	৪৫০	৩০০০

*সাময়িক। **প্রাক্কলিত।

ঋণ মঞ্জুরীর হিসাব (সারণি-৩) থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯৮ সালে শুধুমাত্র ৫টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য এ ব্যাংক ০.৯ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করে। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারী-মার্চ সময়কালে ব্যাংকটি শিল্পখাতে কোন প্রকার ঋণ মঞ্জুর করেনি।

সারণি–৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	৩৯৪৫৭	৩৯৪৬২
পরিমাণ	১৮০	৮৫৪	১০৩৪
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	৫	৫
পরিমাণ	-	০.৯	০.৯
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	৩৯৪৫৭	৩৯৪৬২
পরিমাণ	১৮০	৮৫৪	১০৩৪
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	-	-	-
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	৪	৪
পরিমাণ	-	১	১

* প্রাক্কলিত

১৯৯৭-৯৮ শেষে ব্যাংকের ঋণের স্থিতি ১৫৩[illegible] টাকায় দাঁড়ায়। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৯ [illegible] শেষে ঋণ স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১১১৯৪ মিলিয়ন টাকা [illegible] মধ্যে কৃষি ও মৎস্য খাতে ৮৬৫৪ মিলিয়ন টাকা এবং শিল্প খাতে ১৪০৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের জুন শেষে ঋণ স্থিতি সামান্য বেড়ে গিয়ে ১১৬৯৫ মিলিয়ন টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	মার্চ ৩১, ১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	১১৮৯৫	১১৯৬৫	৮৬৫৪	৯০০০
	(ক) শস্য	৪৩৯৪	৪৬৪৬	৪৫৭৫	৪৮০০
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৭৫০১	৭৩১৯	৪০৭৯	৪২০০
২।	শিল্পঃ	১৬২৭	১৮২৯	১৪০৩	১৫৩০
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৪০১	২৪০	২৫০	২৬০
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১২২৬	১৫৮৯	১১৫৩	১২৭০
৩।	পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	৬০৫	৫৮২	৪০০	৪২০
৪।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬০	৬৩	৪১	৪৫
৫।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	২৪৫	২৫০	২৯৮	৩০০
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	২৪৫	২৩৫	২৭৮	২৮০
	খ) অন্যান্য	-	১৫	২০	২০
৬।	অন্যান্য	৪৩৯	৩৬৬	৩৯৮	৪০০
	সর্বমোট	১৪৮৭১	১৫৩৭৩	১১১৯৪	১১৬৯৫

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক

অক্টোবর, ১৯৭২-এ প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ২০০০ মিলিয়ন টাকা যার অন্যূন ৫১ শতাংশ সরকার কর্তৃক পরিশোধিত এবং অবশিষ্ট ৪৯ শতাংশ বাংলাদেশী নাগরিক কিংবা দেশী বা বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধযোগ্য। বর্তমানে প্রধান কার্যালয় ও তিনটি আঞ্চলিক কার্যালয় ছাড়াও এ ব্যাংকের ১৫টি শাখা আছে। এ ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা জুন, ১৯৯৮ শেষের ৯৫৫ জনের তুলনায় হ্রাস পেয়ে মার্চ, ১৯৯৯ শেষে ৯২৫ এ দাঁড়ায়। ব্যাংকের পরিচালক বোর্ড চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ নয় জন পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক সরকার সূচিত এবং গৃহীত অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী ও শিল্প নীতির সাথে সংগতি রেখে দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা, চালু শিল্পের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ কল্পে দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ প্রদান এবং এ ব্যাংকের ঋণে স্থাপিত সমস্যাগ্রস্ত শিল্পের পুনর্বাসনে সহায়তা করে থাকে। ব্যাংক দেশীয় শিল্প কারখানায় বিদেশী কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদানসহ সীমিত দায় বিশিষ্ট কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়/অবলেখনের মাধ্যমে মূলধন যোগানে সহায়তা দেয়। ব্যাংকের কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং এর কার্যাবলী বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে পূর্ণ বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা হয়।

শিল্প ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ১৯৯৮ সালের জুনের ৬৮২ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে ৭০০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

এ ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ (মন্দ ও সন্দেহজনক সঞ্চিতি বাদে) ১৯৯৭-৯৮ সালের ১০৪৯৬ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ১৯৯৯ শেষে ১০৭০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এছাড়া সাময়িক হিসাব অনুযায়ী, বিনিয়োগ ১৯৯৮ সালের জুনের ১৩৩৪ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ১৯৯৯ শেষে ১৬৬৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ সারণি-১ এ দেয়া হল।

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ঃ ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি নিটিং শিল্প

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০ শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)	
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০	
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৩২০	১৩২০	১৩২০	১৩২০	
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	৪৬৯	৬৪৪	৬৪৪	৬৪৪	
৪।	আমানত	১১৯৩	৬৮২	৭০০	৮০০	
	ক) তলবী আমানত	১৩৮	১২৪	১৩৮	১৪০	
	খ) মেয়াদী আমান	১০৫৫	৫৫৮	৫৬২	৬৬০	
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৯৬৭০	১০৪৯৬	১০৭০০	১১০০০	
৬।	বিনিয়োগ	২২২৯	১৩৩৪	১৬৬৬	১৭০০	
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৪৯৩৬	১৩৯৬০	১৩৪৫২	১৩৫০০	
৮।	মোট আয়	৭২৪	৭৭২	৬০০	৮০০	
৯।	মোট ব্যয়	৭২৪	৭৭২	৫২০	৬৯৫	
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৮৭৪	৫০২	১৯	-	
	ক) রপ্তানি	৩	১১	-	-	
	খ) আমদানি	৮৬৯	৪৮৯	১৮	-	
	গ) রেমিটেন্স	২	২	১	-	
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৯৮৮	৯৫৫	৯২৫	৯১৭	
	ক) কর্মকর্তা	৪৯৫	৪৯২	৪৭১	৪৬৬	খ)
	খ) কর্মচারী	৪৯৩	৪৬৩	৪৫৪	৪৫১	
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১৫	১৫	১৫	১৫	

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৭-৯৮ সালে শিল্প ব্যাংকের মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ১০৭১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮-৯৯ সালের জুলাই-মার্চ সময়কালে ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় শেষ নাগাদ ১২৩ মিলিয়ন টাকা। শিল্প ব্যাংকের প্রধান ঋণ হল মেয়াদী ঋণ। মেয়াদী ঋণ বিতরণের পরিমান ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের ২০৩ মিলিয়ন টাকা থেকে ৭৭৯ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে ৯৮২ মিলিয়ন টাকার দাঁড়ায়।

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে শিল্প ব্যাংক ৪৪৪ মিলিয়ন টাকা মেয়াদী ঋণ আদায় করেছে এবং এ সময়ে মোট ঋণ আদায়ের পরিমান হল ৬২৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭-৯৮ সালে মোট ঋণ আদায়ের পরিমান ছিল ৯৫৬ মিলিয়ন টাকা।

শিল্প ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি -২ এ দেয়া হল।

সারণি–২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
	মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৬-৯৭					
বিতরণ	২০৩	১২৯	৩৩২	-	৩৩২
আদায়	৮১৩	২৯২	১১০৫	৩২	১১৩৭
১৯৯৭-৯৮					
বিতরণ	৯৮২	৭৭	১০৫৯	১২	১০৭১
আদায়	৬৮৬	২২৬	৯১২	৪৪	৯৫৬
১৯৯৮-৯৯					
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯* পর্যন্ত					
বিতরণ	১০১	২১	১২২	১	১২৩
আদায়	৪৪৪	১৬৫	৬০৯	১৬	৬২৫
৩০শে জুন, ১৯৯৯** পর্যন্ত					
বিতরণ	১৭৫	৩০	২০৫	-	২০৫
আদায়	৮০০	৪০০	১২০০	৫০	১২৫০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ঃ দেশের অর্থায়িত একটি ডেভেলপমেন্ট শিল্প।

ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি- ৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি–৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩০ শে জুন, ১৯৯৭ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৪০	১৩২৩	১৫৬৩
	পরিমাণ	২১২০৩	৫০৩৮	২৬২৪১
১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
	পরিমাণ	৯১২	-	৯১২
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩০ শে জুন, ১৯৯৮ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৪৬	১৩২৪	১৫৭০
	পরিমাণ	২২২৯৫	৫০৪১	২৭৩৩৬
১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৬	১	৭
	পরিমাণ	১০৯২	৩	১০৯৫

ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি–৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

খাত	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	মার্চ ৩১, ১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
শিল্পঃ	১৭৫০১	২০২২০	২০৫০০	২১০০০
(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১১৭০৬	১৩৯৬৭	১৪১৪৫	১৪৪৯০
খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৫৭৯৫	৬২৫৩	৬৩৫৫	৬৫১০
সর্বমোট	১৭৫০১	২০২২০	২০৫০০	২১০০০

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা রাষ্ট্রপতির আদেশ, ১৯৭২ এর ক্ষমতা বলে শিল্প প্রকল্পসমূহে ঋণ সুবিধাসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান, বাংলাদেশে পুঁজি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা ও বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডের ভিত্তিকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ৩১শে অক্টোবর, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বিএসআরএস) প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সরকার ও কয়েকটি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২রা মার্চ, ১৯৮৫ সালে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুসারে সংস্থার সার্বিক কর্মকাণ্ড মে, ১৯৯৫ পর্যন্ত এর পোর্টফলিওভুক্ত প্রকল্প সমূহের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণের (বিএমআরই) জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান ও ঋণ আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৮৫ সালে সম্পাদিত উক্ত সমঝোতা স্মারকের আলোকে বাংলাদেশ সরকার বিএসআরএস এর ব্যাপক সংস্কার সাধন কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা আদেশ ১৯৭২ সংশোধন করেন এবং পরবর্তীতে আগষ্ট, ১৯৮৯ সালে বিএসআরএস কে বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে দেশের আর্থিক খাতে বিরাজমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং সংস্থার কার্যক্রম মূল্যায়ন করে সরকার ১৯৯৫ সালের জুন মাসে সংস্থাকে বেসরকারীকরণের ইতিপূর্বেকার সিদ্ধান্ত বাতিল করে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পূর্ণাঙ্গ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংস্থাকে পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সে অনুসারে সংস্থাকে পুনর্গঠন করে। পুনর্গঠনের আওতায় সরকার সংস্থাকে নতুন শিল্প প্রকল্পে ঋণ প্রদানসহ বাণিজ্যিক ব্যাংকিং ও মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্যও অনুমতি প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে ৪ঠা মে, ১৯৯৭ তারিখে সংস্থা বাণিজ্যিক ব্যাংকিং মতিঝিল শাখার কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়া পুঁজি বাজারকে সক্রিয় করার নিমিত্তে এবং ষ্টক এক্সচেঞ্জে সরাসরি সিকিউরিটিজ ক্রয়/বিক্রয়ে অংশ গ্রহণ করার জন্য সংস্থা গত ৩০শে আগষ্ট, ১৯৯৭ তারিখে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যপদ লাভ করেছে এবং নিয়মিত শেয়ার ও সিকিউরিটিজ ক্রয়/ বিক্রয় করে চলেছে। এছাড়া সংস্থা প্রথম বিএসআরএস মিউচুয়াল ফান্ডও সাফল্যজনক ভাবে বাজারজাত করেছে। সংস্থার বর্তমান অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২০০০ মিলিয়ন টাকা এবং ৭০০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭-৯৮ সালে সংস্থায় কর্মকর্তা ও কর্মচারী মোট সংখ্যা ছিল ২১৯ জন। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১৬ জনে এবং জুন, ১৯৯৯ নাগাদ এ সংখ্যা ২৩৯ জনে উন্নীত হতে পারে। সংস্থার অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ দেয়া হ'ল।

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা ঃ ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি এলুমিনিয়াম পয়েল কোটিং কারখানা পরিদর্শন করছেন উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮ (সাময়িক)	মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৭০০	৭০০	৭০০	৭০০
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	৫৪৭	৬২৩	৬৫৯	৭০৬
৪।	**আমানত**	**৪৪**	**৯৫**	**৯৭**	**১৭**
	ক) তলবী আমানত	১২	২৮	৭	৭
	খ) মেয়াদী আমানত	৩২	৬৭	৯০	১০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৫৬৮৭	১৬৯৩৫	১৭৯৫৩	১৮২০৩
৬।	বিনিয়োগ	১৯১	২৪০	২৪১	২৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	২২৪০	২৪০১	২৪৯১	২৯৩৬
৮।	মোট আয়	২৬০	১৭৭	১২৭	৩০৯
৯।	মোট ব্যয়	২১৬	১১৯	৬৭	২১৮
১০।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	**২২২**	**২১৯**	**২১৬**	**২৩৯**
	ক) কর্মকর্তা	১০০	১০৭	১০৪	১১৭
	খ) কর্মচারী	১২২	১১২	১১২	১২২
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	৫	৫	৫	৫

১৯৯৭-৯৮ সালে বিএসআরএস ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৩০ মিলিয়ন টাকা ও ৩০৩ মিলিয়ন টাকা, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমান ছিল যথাক্রমে ১১৫ মিলিয়ন টাকা ও ২৯১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮-৯৯ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত এ সংস্থার ঋণ বিতরণ ও আদায় দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১২৬ মিলিয়ন ও ১৭২ মিলিয়ন টাকায়। ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি- ২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি–২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	শিল্প ঋণ		মোট	অন্যান্য	সর্বমোট
	মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন			
১৯৯৬-৯৭					
বিতরণ	১১৪	-	১১৪	১	১১৫
আদায়	২৭২	-	২৭২	১৯	২৯১
১৯৯৭-৯৮					
বিতরণ	২১২	-	২১২	১৮	২৩০
আদায়	২৮৫	৩	২৮৮	১৫	৩০৩
১৯৯৮-৯৯, ৩১ শে মার্চ* পর্যন্ত					
বিতরণ	১১৯	-	১১৯	৭	১২৬
আদায়	১৫৭	-	১৫৭	১৫	১৭২
১৯৯৮-৯৯,৩০ শে জুন** পর্যন্ত					
বিতরণ	৩৩০	১৫	৩৪৫	৩০	৩৭৫
আদায়	৪০৭	-	৪০৭	৩৩	৪৪০

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা ১৯৯৮ সালে ৫টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে মোট ১৩১ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৯৭৯ মিলিয়ন টাকা। সারণি- ৩ এ শিল্প মঞ্জুরীর অবস্থা দেয়া হ'ল।

সারণি–৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৮ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩২১	১	৩২২
	পরিমাণ	৪৯৭১	৮	৪৯৭৯
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
	পরিমাণ	১৩১	-	১৩১
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩২২	১	৩২৩
	পরিমাণ	৪৯৮০	৮	৪৯৮৮
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
	পরিমাণ	৯	-	৯
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯** পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
	পরিমাণ	৮২	-	৮২

* সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা -এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ দেয়া হ'ল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	মার্চ, ৩১,১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০,১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্যঃ**	-	-	-	-
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(ক) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্পঃ**	১৩৯৭৩	১৪১৩০	১৪৬৯৭	১৪৯২৫
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১৩৯৭৩	১৪১৩০	১৪৬৯৭	১৪৯২৫
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	৬২১	৬৬৭	৬৬৯	৬৬৯
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৯১৬	১৯৩১	২৩৫৯	২৩৫৯
৬।	অন্যান্য	১১৭	২০৭	২২৮	২৫০
	সর্বমোট	১৫৬৮৭	১৬৯৩৫	১৭৯৫৩	১৮২০৩

ব্যাংক অব স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ এন্ড কমার্স বাংলাদেশ লিমিটেড

ব্যাংক অব স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ এণ্ড কমার্স (বেসিক) বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৮৯ সালের ২১ শে জানুয়ারী থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশ সরকার ৪ঠা জুন, ১৯৯২ তারিখে এ ব্যাংকটি অধিগ্রহণ করে। ১৯৯৮ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০০ মিলিয়ন টাকা, পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৮০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল ৩৯৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালে মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা ২২টি তে এবং মোট জনশক্তির পরিমাণ ৩৭২ জন, যার মধ্যে ১৩৫ জন কর্মকর্তা এবং ২৩৭ জন কর্মচারী।

বেসিক বাংলাদেশ লিমিটেড উন্নয়ন এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের এক সংমিশ্রণ। ব্যাংকটি ক্ষুদ্র শিল্প খাত প্রসারের জন্য মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ সরবরাহ এবং অন্যান্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত। ব্যাংকটিকে মোট ঋণ দান যোগ্য তহবিলের অন্ততঃ শতকরা ৫০ ভাগ ক্ষুদ্র শিল্পের অর্থায়নে ব্যবহার করতে হয়।

ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষের ৩৫০৩ মিলিয়ন টাকা থেকে ২৮.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ৪৫০৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ৪৮৪১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকটির মোট অগ্রিম এবং বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় যথাক্রমে ২২ শতাংশ এবং ৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩২১৯ মিলিয়ন এবং ১০৬৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে অগ্রিম ও বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৪৫০ মিলিয়ন টাকা এবং ১১০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ১৯৯৭ সালের তুলনায় ১১২৬ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালে ১৫৮৮৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এর মধ্যে আমদানির পরিমাণ ১৯৯৭ সালে ৭০১৭ মিলিয়ন টাকা থেকে ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালে ৭২০৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ২৪৫৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। অন্যদিকে রপ্তানির পরিমাণ ১৯৯৭ সালের ৩৭৫৫ মিলিয়ন টাকা থেকে ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালে ৪৪২০ মিলিয়ন এবং ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ১২৩০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। রেমিটেন্সের পরিমাণ ১৯৯৭ সালের ৩৯৮৫ মিলিয়ন টাকা থেকে ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালে ৪২৫৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাসে যার পরিমাণ ছিল ২৪১৭ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হল।

বেসিক ব্যাংক : বিয়ের শাপড়ী তৈরী করছে এক কিশোর শিল্পী। এখানেও রয়েছে ব্যাংকের অর্থায়ন।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮*	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯	৩০ শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৮০	৮০	৮০	৮০
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	২৫৮	৩৯৪	৩৬৬	৪২০
৪।	আমানত	৩৫০৩	৪৫০৯	৪৮৪১	৫২০০
	ক) তলবী আমানত	১৩৯৯	১৬৪২	১৭১৪	১৮০০
	খ) মেয়াদী আমানত	২১০৪	২৮৬৭	৩১২৭	৩৪০০
৫।	অগ্রিম	২৬৩১	৩২১৯	৩৪৫০	৩৯০০
৬।	বিনিয়োগ	৬৪৬	১০৬৮	১১০০	১১৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৪৩৫০	৫৬২১	৬০৪০	৬৫০০
৮।	মোট আয়	৪৪০	৫৯২	২৩০	৪৮০
৯।	মোট ব্যয়	২৬৯	৩৬৫	১৫১	২৯৫
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৪৭৫৭	১৫৮৮৩	৬১০৫	১৩৫০০
	ক) রপ্তানি	৩৭৫৫	৪৪২০	১২৩০	৩০০০
	খ) আমদানি	৭০১৭	৭২০৮	২৪৫৮	৫৫০০
	গ) রেমিটেন্স	৩৯৮৫	৪২৫৫	২৪১৭	৫০০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩৫১	৩৭২	৩৭৯	৩৯৪
	ক) কর্মকর্তা	১৩০	১৩৫	১৩৬	১৪২
	খ) কর্মচারী	২২১	২৩৭	২৪৩	২৫২
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৬	১৬	১৬	১৬
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	২১	২২	২২	২৪

* অনিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী অনুযায়ী

শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায়

বেসিক বাংলাদেশ লিমিটেডের শিল্প ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ ১৯৯৭ সালের যথাক্রমে ২৪১৭ মিলিয়ন এবং ১৩২ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ২৫৫ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি এবং ২৩ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ১৯৯৮ সালে ২৬৭২ মিলিয়ন এবং ১০৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ১৯৯৯ সালের প্রথম তিন মাসে যথাক্রমে ২৮৩৭ মিলিয়ন ও ১৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের শিল্প ঋণের বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি-২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন ***	মোট		
১৯৯৭						
বিতরণ	-	১০৪	১০৯১	১১৯৫	১২২২	২৪১৭
আদায়	-	১৩২	-	১৩২	-	১৩২
১৯৯৮						
বিতরণ	-	১৮১	১৩৬৯	১৫৫০	১১২২	২৬৭২
আদায়	-	১০৯	-	১০৯	-	১০৯
৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯*						
বিতরণ	-	১৩৭	১৫০০	১৬৩৭	১২০০	২৮৩৭
আদায়	-	১৩	-	১৩	-	১৩
৩০শে জুন, ১৯৯৯** *						
বিতরণ	-	২০০	১৭০০	১৯০০	১২০০	৩১০০
আদায়	-	৬০	-	৬০	-	৬০

* সাময়িক। **প্রাক্কলিত। ***চলতি মূলধনের ক্ষেত্রে স্থিতি দেখানো হয়েছে।

আকার ভিত্তিক শিল্প ঋণের অনুমোদন

ব্যাংক শুরু থেকে ১৯৯৯ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৪১টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৬৯৪ মিলিয়ন টাকা অনুমোদন করে যার মধ্যে ৫১৪ মিলিয়ন টাকা (৭৪%) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে এবং বাকী ১৮০ মিলিয়ন টাকা (২৬%) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে। প্রকল্পের ধরণ হচ্ছে গার্মেন্টিস এবং টেক্সটাইল ইন্ডাষ্ট্রিজ, সিনথেটিক লেদার, এমব্রয়ডারী, পেপার প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং, হার্ডবোর্ড, মৎস্য ও চিংড়ী, ফিশিং নেট ইত্যাদি। ১৯৯৮ সালে ব্যাংক ৫২টি প্রকল্পের আওতায় মোট ১৯২ মিলিয়ন টাকা অনুমোদন করে। শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋন মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৯	১২২	১৩১
	পরিমান	১৮০	৪৮৬	৬৬৬
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১	৫১	৫২
	পরিমান	৩০	১৬২	১৯২
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৯	১৩২	১৪১
	পরিমান	১৮০	৫১৪	৬৯৪
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত (প্রাক্কলিত)				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	১০	১০
	পরিমান	-	২৮	২৮
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	২৫	২৭
	পরিমান	৩০০	৭০	৩৭০

*প্রাক্কলিত

বিশেষ ঋণ কর্মসূচী এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

শহরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বেসিক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী (Micro Credit Scheme) নামে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করে। এ কর্মসূচীর আওতায় দরিদ্র ঋণ গ্রহীতাদের সরাসরি বা এনজিও এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ ব্যাংক ৩৭৬৯২ জন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোট ১২২.৪২ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর এবং মার্চ, ১৯৯৯ শেষে ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩২১৯ মিলিয়ন টাকা ও ৩৭৭৩ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ দেয়া হ'ল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ, ৩১.১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০.১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্যঃ**	৩৫	৪৯	৫৫	৬২
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(ক) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৩৫	৪৯	৫৫	৬২
২।	**শিল্পঃ**	১৩৭৪	১৭২৪	২০৭৪	২৩২১
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৪৮১	৮১৭	৯৭২	১০৮৭
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৮৯৩	৯০৭	১১০২	১২৩৪
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, অর্থ সংস্থা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সার্ভিস	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ**	৪৫	৬৯	৭৬	৮৩
	ক) দরিদ্র বিমোচন	৪৫	৬৯	৭৬	৮৩
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১১৭৭	১৩৭৭	১৫৬৮	১৬৫২
	সর্বমোট	২৬৩১	৩২১৯	৩৭৭৩	৪১১৮

বেসিক ব্যাংক ঃ ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি পোলট্রি হ্যাচারী।

আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক

আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক আইন-১৯৯৫ এর অধীনে ১০০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নভেম্বর, ১৯৯৬ সাল হতে ঢাকায় লোকাল অফিস খোলার মাধ্যমে আনুষ্ঠানি ভাবে ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধনের ২৫% শেয়ার সরকারের এবং অবশিষ্ট ৭৫% শেয়ার আসার ও ভিডিপি সদস্য/সদস্যা , আনসার - ভিডিপি কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের। ১৯৯৯ সালের মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৩টি এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮৮ জন, তন্মধ্যে ২১৭ জন কর্মকর্তা এবং ৭১ জন কর্মচারী। ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতি দাঁড়ায় ১০৫ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকটি গ্রামীণ অর্থনীতি নির্ভর কার্যক্রম যেমন গরু-ছাগল মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগীর খামার, মৎস্য চাষ ও চিংড়ী প্রকল্প, কুটির শিল্প স্থাপন, হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, রিক্সা/রিক্সা ভ্যান ক্রয়, সেলাই মেশিন ক্রয়, বাঁশও বেতের কাজ, কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাত করণ ইত্যাদি গ্রামীণ অর্থনীতি নির্ভর প্রকল্পগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৫ জনের গ্রুপের (পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক গ্রুপ) মাধ্যমে ঋণ প্রদান করছে। বর্তমানে এরূপ ঋণ কর্মসূচির সংখ্যা হলো ৪৪টি। একই সাথে ঋণ গ্রহীতা প্রত্যেক সদস্য/সদস্যাদের মধ্যে সঞ্চয় মনোভাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রত্যেক সদস্য/সদস্যা সাপ্তাহিক ৫ টাকা সঞ্চয় আমানত (group savings) জমা করছে যার উপর বার্ষিক ৭% সুদ প্রদান করা হচ্ছে। ব্যাংক সাধারণভাবে প্রকল্প ঋণের জন্য ইক্যুইটি এবং সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ইক্যুইটি ও সহায়ক জামানত নিয়ে ব্যক্তিগত এবং গ্রুপ গ্যারান্টির বিপরীতে ঋণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ব্যাংক উক্ত শাখাগুলির মাধ্যমে ৪০৫৮৯ জন সদস্য/সদস্যাকে ২৩৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করেছে। যার বিপরীতে সাপ্তাহিক কিস্তিতে আদায় হয়েছে ৮৭ মিলিয়ন টাকা। এ ব্যাংকের ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯৯.৫ ভাগ।

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হল।

আনসার ভিডিপি ব্যাংক ঃ চরকায় কাটা হচ্ছে সুতো। অর্থায়ন করেছে ব্যাংক।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০ শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩২	১২৩	১৩০	২০০
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	-	-	-	-
৪।	আমানত	০.০৮	৩	৯	১১
	ক) তলবী আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদী (গ্রুপ সঞ্চয়)	০.০৮	৩	৯	১১
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১২	৫৩	১০৫	১৪১
৬।	বিনিয়োগ	৯১	৪৭	১৮	১০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১২০	১৩৩	১৪৫	১৬০
৮।	মোট আয়	৫	১৫	১৮	২০
৯।	মোট ব্যয়	৭	১৭	২২	২৬
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১২৫	১৭৪	২৮৮	৫৪১
	ক) কর্মকর্তা	৯০	১২৭	২১৭	৪২২
	খ) কর্মচারী	৩৫	৪৭	৭১	১১৯
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১৮	৩৮	৫৩	১০০

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেখানো হ'ল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট	ক্ষুদ্র ঋণ	
১৯৯৬-৯৭						
বিতরণ	-	-	-	-	১৪	১৪
আদায়	-	-	-	-	২	২
১৯৯৭-৯৮						
বিতরণ	-	-	-	-	১০১	১০১
আদায়	-	-	-	-	৬৬	৬৬
৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯*						
বিতরণ	-	-	-	-	১৫০	১৫০
আদায়	-	-	-	-	১০০	১০০
৩০শে জুন, ১৯৯৯**						
বিতরণ	-	-	-	-	২১০	২১০
আদায়	-	-	-	-	১২৯	১২৯

*সাময়িক **প্রাক্কলিত

সারণি-৩ এ ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি দেয়া হল।

সারণি-৩

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	মার্চ, ৩১,১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০,১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্যঃ**	-	-	-	-
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্পঃ**	-	-	-	-
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	-	-	-	-
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, অর্থ সংস্থা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সার্ভিস	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ**	১২	৫৩	১০৫	১৪১
	ক) দরিদ্র বিমোচন (ক্ষুদ্র ঋণ)	১২	৫৩	১০৪	১৩৪
	খ) অন্যান্য	-	-	১	৭
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	১২	৫৩	১০৫	১৪১

আনসার ভিডিপি ব্যাংক ঃ পারিবারিক পর্যায়ে গড়ে ওঠা একটি মুরগীর খামার। অর্থায়ন করেছে ব্যাংক।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড (বিএসবিএল) কৃষি খাতে অর্থায়নের মৌলিক উদ্দেশ্যে সমবায় ক্ষেত্রে শীর্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সমস্ত কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ইক্ষুচাষী সমবায় সমিতি, থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি এবং অন্যান্য সমবায় সমিতি এ ব্যাংকের সদস্য পদ লাভ করতে পারে। ৩০শে জুন, '৯৮ পর্যন্ত ৪৭৩টি প্রতিষ্ঠান এ ব্যাংকের সদস্য হয়েছে। ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ১০০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে ১২ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ ব্যাংক পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে এ ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ ছিল ২২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের শেষে আমানত হ্রাস পেয়ে ২১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ ব্যাংক ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে ৫৭ মিলিয়ন টাকার ঋণ প্রদান করে এবং সুদ ও দন্ড সুদসহ ৪৮ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় করে। ১৯৯৭-৯৮ সালে ঋণ প্রদান ও আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৭ মিলিয়ন টাকা ও ৫৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৮ বছর শেষে ব্যাংকটির মোট অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪২০ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ, ১৯৯৯ শেষে ২৪২৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৯৮ সালে ৪৪৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

সারণি-১ এ ব্যাংকটির অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখানো হ'ল।

১৮৭

book Qp 1

সারণি–১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯	৩০শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০	১০০	১০০	১০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩২	৩২	৩২	৩২
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৬২৫	৭৬৫	৭৬৫	৯০৬
৪।	আমানতঃ	২২	২১	২১	২২
	ক) তলবী আমানত	১২	২০	১১	১২
	খ) মেয়াদী আমানত	১০	১	১০	১০
৫।	অগ্রিম	২২৯৩	২৪২০	২৪২৫	২৫৬৭
৬।	বিনিয়োগ	৪৩৩	৪৪৭	৪৫৭	৪৮৭
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৭৬১	২৯০৬	২৯৯১	৩০৫৬
৮।	মোট আয়	৫২৯	১৬৪	৮৯	১৫৩
৯।	মোট ব্যয়	৩৮২	১০১	৫৬	৮৯
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১০২	১০১	৯৯	৯৯
	ক) কর্মকর্তা	৬৫	৬৪	৬২	৬২
	খ) কর্মচারী	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭

খাত ভিত্তিক বিতরণ ও আদায়

সমবায় ব্যাংক মূলতঃ সমবায়ী কৃষকদের ঋণ বিতরণ করে থাকে। তবে প্রয়োজনে কৃষি ব্যতীত অন্যান্য গ্রামীণ কর্মকান্ডেও সমবায় ব্যাংক অর্থায়ন করে থাকে। ব্যাংকটি ঋণ বন্ধক রেখেও ঋণ প্রদান করে থাকে। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ সারণি- ২ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩ দেয়া হল।

book Qp 2

সারণি–২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	অন্যান্য	সর্বমোট
১৯৯৬-৯৭				
	বিতরণ	১৯	৩৮	৫৭
	আদায়	১৬	৩২	৪৮
১৯৯৭-৯৮				
	বিতরণ	৩৯	১৮	৫৭
	আদায়	২১	৩৫	৫৬
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯*				
	বিতরণ	১৩	২৮	৪১
	আদায়	৯	২৮	৩৭
৩০শে জুন, ১৯৯৯**				
	বিতরণ	৩৩	১০	৪৩
	আদায়	১২	৯	২১

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

সারণি–৩

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ ৩১, ১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	২২১৪	২৩১৬	২৩২০	২৩৪৬
	(ক) শস্য	১৪৮৩	১৫৪৭	১৫৪৮	১৫৪৯
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৭৩১	৭৬৯	৭৭২	৭৯৭
২।	অন্যান্য	৭৯	১০৪	১০৫	২২১
	সর্বমোট	২২৯৩	২৪২০	২৪২৫	২৫৬৭

গ্রামীণ ব্যাংক

গ্রামীণ ব্যাংকের সূচনা ১৯৭৬ সালে চালুকৃত একটি প্রকল্পের মাধ্যমে। প্রকল্পটির সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকসহ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক এ প্রকল্পকে ১৯৭৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের নিজস্ব প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করে। ১৯৮১ সালে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) এ প্রকল্পে ঋণ দানের জন্যে এগিয়ে আসে এবং ১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে এক অধ্যাদেশ বলে গ্রামীণ ব্যাংক একটি বিশেষ ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

গ্রামীন ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য ঃ

- গরীব পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করা,
- গ্রামীণ মহাজনদের শোষণ হতে গরীব মানুষকে রক্ষা করা,
- বিশাল বেকার জনশক্তির জন্য স্বকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা,
- সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় সংঘবদ্ধ করা যেটা তারা বুঝতে এবং নিজেরা পরিচালনা করতে পারেন,
- স্বল্প আয়, স্বল্প সঞ্চয়, স্বল্প বিনিয়োগ ভিত্তিক বহু পুরানো দুষ্ট চক্রকে ভেংগে দিয়ে ঋণ বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বল্প আয়, নতুন ঋণ, নতুন বিনিয়োগ, অধিক আয় ভিত্তিক একটি বিকাশমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু করা।

গ্রামীণ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ১৯৯৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এ ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন প্রায় ২৫৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মোট পরিশোধিত মূলধনের শতকরা ৮৮ ভাগ শেয়ারের মালিক বর্তমানে ব্যাংকের সদস্যগণ, অবশিষ্ট ১২ ভাগ শেয়ারের মালিক হচ্ছেন সরকার।

১৩ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিচালক মণ্ডলী গ্রামীণ ব্যাংকের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ। এদের মধ্যে ৯ জন সদস্য ভূমিহীন শেয়ার মালিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। পরিচালক মণ্ডলীর সভাপতি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আরো দু'জন সদস্য সরকার কর্তৃক নির্বাচিত।

১৯৯৮ সালে গ্রামীণ ব্যাংকের ৩২টি নতুন শাখা খোলা হয়। বর্তমানে ১১৩৭টি শাখার মাধ্যমে এ ব্যাংক ৩৯০৪৫ টি গ্রামের দুই মিলিয়নেরও বেশি সদস্যদের জন্য কাজ করে, যাদের ৯৫ শতাংশই মহিলা।

গ্রামীণ ব্যাংকের মোট আমানত ১৯৯৭ সালের ৫৮০৪ মিলিয়ন টাকা থেকে ৯৮ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালের শেষ নাগাদ ৫৮৯৭ মিলিয়ন টাকা হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকের বিনিয়োগ ১৯৯৭ সালের ৪৬০০ মিলিয়ন টাকা থেকে ২৭৯৩ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ১৯৯৮ সালে ১৮০৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উক্ত সময়ে গ্রামীণ ব্যাংকের অগ্রিম ১৬০১ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪১৯০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। গ্রামীণ ব্যাংকের মোট জনশক্তি ১৯৯৭ সালের তুলনায় ২২২ জন বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালে ১২৮৫০ এ উন্নীত হয়। গ্রামীণ ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হল

গ্রামীণ ব্যাংক ঃ গ্রামীণ জনপদে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে মোবাইল ফোন সংযোজিত হয়েছে গ্রামীণ ব্যাংকের অর্থায়নে।

সারণি–১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮ (সাময়িক)	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০		-
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৪৬	২৫৮	-	-
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	১২৫	১৩৫	-	-
৪।	আমানত	৫৮০৪	৫৮৯৭	-	-
৫।	অগ্রিম	১২৫৮৯	১৪১৯০	-	-
৬।	বিনিয়োগ	৪৬০০	১৮০৭	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৯৭৭৭	১৯০৯২	-	-
৮।	মোট আয়	২০৭৫	২৩০৯	-	-
৯।	মোট ব্যয়	২০৬১	২১৭৩	-	-
১০।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	**১২৬২৮**	**১২৮৫০**	**১২৯৬৫**	**১৩১৪২**
	ক) কর্মকর্তা	৩২৫৭	৩৪৫৩	৩৪৬২	৩৪৭৭
	খ) কর্মচারী	৯৩৭১	৯৩৯৭	৯৫০৩	৯৬৬৫
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১১০৫	১১৩৭	১১৪২	১১৫২

গ্রামীণ ব্যাংক ঃ ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ কুটির শিল্প বাঁশ ও বেতের কাজে অর্থায়ন করে চলেছে গ্রামীণ ব্যাংক।

১৯৯৮ সালে গ্রামীণ ব্যাংক ১৯১১৯ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করে যা ১৯৯৭ সালে বিতরণকৃত ঋণের তুলনায় ২৮৪৮ মিলিয়ন টাকা বেশি। ১৯৯৮ সালে গ্রামীণ ব্যাংক ১৭৪৮২ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে যা ১৯৯৭ সালের আদায়কৃত ঋণের তুলনায় ৩১০২ মিলিয়ন টাকা বেশি।

১৯৯৮ সালে গৃহ নির্মাণ ঋণ বাবদ ৯৭৪ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে যা উপরোক্ত হিসাব ধরা হয়নি। ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের জামানত বিহীন ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১১১১৪১ মিলিয়ন টাকা এবং এ পর্যন্ত ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ৯৫৪১৭ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ দেয়া হল।

সারণি–২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		সাধারণ ঋণ	মৌসুমী ঋণ	লীজিং ঋণ	অন্যান্য ঋণ	গৃহনির্মাণ ঋণ
১৯৯৭						
	বিতরণ	১০১২২	৫৭৬৩	১৩৯	২৪৬	৬৮৮
	আদায়	৯১০৮	৫১৮৬	৫৩	৩৩	৬৪৩
১৯৯৮						
	বিতরণ	১১৪৮১	৭০০১	৮৮	৫৪৯	৯৭৪
	আদায়	১০৭০৩	৬২২৩	১২২	৪৩৩	৬৮৫
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (জানু, ৯৯-মার্চ,৯৯)						
	বিতরণ	৩১০০	১৬২০	২৫	১১০	১৮৫
	আদায়	৩০৮৫	১৬০০	২০	১০০	১৮০
৩০শে জুন, ১৯৯৯ (এপ্রিল, ৯৯-জুন,৯৯)						
	বিতরণ	৩১৫০	১৭১০	৩০	১২০	১৯০
	আদায়	৩১২৫	১৭০০	২৫	১১৫	১৮৫

গ্রামীণ ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩ দেয়া হল।

সারণি–৩

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ ৩১, ১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	সাধারণ	৬৩৪৭.৭৪	৭১২৫.৯৯	৭১৪০.৯৯	৭১৬৫.৯৯
২।	মৌসুমী ঋণ	৩৬৮৬.৫৯	৪৪৬৪.২৯	৪৪৮৪.২৯	৪৪৯৪.২৯
৩।	লীজিং ঋণ	১১৩.২৮	৭৯.২৭	৮৪.২৭	৮৯.২৭
৪।	অন্যান্য ঋণ	৩০৩.০৯	৪১৯.০৫	৪২৯.০৫	৪৩৪.০৫
৫।	গৃহ নির্মাণ ঋণ	৩১৭৮.৭০	৩৪৬৭.৮০	৩৪৭২.৮০	৩৪৭৭.৮০
	সর্বমোট	১৩৬২৯.৪০	১৫৫৫৬.৪০	১৫৬১১.৪০	১৫৬৬১.৪০

কর্মসংস্থান ব্যাংক

বেকার, বিশেষ করে বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক ১৯৯৮ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে আত্মপ্রকাশ করে। কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৩০০০ মিলিয়ন টাকা এবং প্রারম্ভিক পরিশোধিত মূলধন ১০০০ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ বাংলাদেশ সরকার এবং শতকরা ২৫ ভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ও তফসিলী ব্যাংক, বীমা কোম্পানী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধিত হবে।

সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে ব্যাংকটির ঢাকায় একটি প্রধান কার্যালয় ও বৃহত্তর জেলা সদরে ২০টি শাখার জন্য ১৪০ জন লোকবল অনুমোদিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১০৩ জন কর্মকর্তা এবং ৩৭ জন কর্মচারী রয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ সালের মধ্যে অবশিষ্ট জেলা সদরে শাখা খোলা হবে এবং পর্যায়ক্রমে থানা সদরে শাখা সম্প্রসারণ করা হবে।

প্রাথমিকভাবে ব্যাংকটি ৩১টি খাত চিহ্নিত করে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সাধারণতঃ প্রকল্পের ঋণের কোন ন্যূনতম সীমা নেই। তবে প্রকল্পের আকার ও ধরনের ভিত্তিতে ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঋণ সীমা আপাততঃ সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা এবং গ্রুপের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ধরণ অনুযায়ী বিভিন্ন কিস্তি ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৫ বছর মেয়াদে এ ঋন পরিশোধযোগ্য। ঋণের সুদের হার সর্বোচ্চ শতকরা ১৪ ভাগ।

কর্মসংস্থান ব্যাংক ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ উহার ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংকটি শুধুমাত্র ঢাকা জেলায় ১৯৯৯ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ১৭টি খাতে ৩১৫ জন ঋণ গ্রহীতাকে ৬.৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। মার্চ , ১৯৯৯ মাসে ২০ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে আরও ১.৫ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা সম্ভব হবে। অত্র ব্যাংক কর্তৃক জুন, ১৯৯৯ এর মধ্যে ৫০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, নতুন ৫টি শাখাসহ ঢাকা শাখার মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রার অবশিষ্ট অর্থ জুন, ১৯৯৯ এর মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব হবে। কর্মসংস্থান ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হল।

কর্মসংস্থান ব্যাংক : কর্মসংস্থান ব্যাংকের অর্থায়নে স্থাপিত ফটোকপি সেবা কেন্দ্রে কর্মব্যস্ত এক শিক্ষিত যুবক।

সারণি–১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৩০০০	৩০০০	৩০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৬৬৩	৭৩৫	১০০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-
৪।	আমানত	-	-	-
	ক) তলবী আমানত	-	-	-
	খ) মেয়াদী আমানত	-	-	-
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২	৭	৩০০
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	৬৬৫	৭৪২	১০৫০
৮।	মোট আয়	১৫	২১	৪৬
৯।	মোট ব্যয়	২	৬	২৯
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৭	৩৯	১৮৭
	ক) কর্মকর্তা	২	২২	১০৭
	খ) কর্মচারী	৫*	১৭**	৮০***
১।	শাখা (সংখ্যায়)	১	৬	২০

* মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক বেসরকারী নিরাপত্তা কোম্পানী থেকে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে ২ জন পিয়ন ও ৩ জন চৌকিদার নেয়া হয়েছে।

** মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক বেসরকারী নিরাপত্তা কোম্পানী থেকে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে ৮ জন পিয়ন ও ৮ জন চৌকিদার নেয়া হয়েছে এবং ১ জন নিয়মিত কর্মচারী (পিয়ন)।

*** মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক বেসরকারী নিরাপত্তা কোম্পানী থেকে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে ২২ জন পিয়ন ও ২০ জন চৌকিদার নেয়া হবে। এছাড়া বিভিন্ন পদে ৩৩ জন নিয়মিত কর্মচারী নিয়োগ করা হবে।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হল

সারণি–২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
বিতরণ	--	--	--	--	২	২
আদায়	--	--	--	--	--	--
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯*						
বিতরণ	--	--	--	--	৭	৭
আদায়	--	--	--	--	০.০২	০.০২
৩০শে জুন, ১৯৯৯**						
বিতরণ	--	--	--	--	৫০	৫০
আদায়	--	--	--	--	৫	৫

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩ এ দেয়া হল

সারণি–৩

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ ৩১, ১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য ঃ**	--	--	--	--
	(ক) শস্য	--	--	--	--
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	--	--	--	--
২।	**শিল্পঃ**	--	--	--	--
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	--	--	--	--
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	--	--	--	--
৩।	পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	--	--	--	--
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা সেবা	--	--	--	--
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	--	--	--	--
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী**	--	২	৭	৫০
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	--	--	--	--
	খ) অন্যান্য	--	২	৭	৫০
৭।	অন্যান্য	--	--	--	--
	সর্বমোট	--	২	৭	৫০

book Qp 9

আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

১৯৭৬ সালের ১ লা অক্টোবর ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ অধ্যাদেশ ৪০, ১৯৭৬ বলে ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্পোরেশনটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৩০শে জুন, ১৯৯৮ তারিখে পূর্ববর্তী বছরের একই তারিখের ২০০ মিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৯৮ সালের ৩০শে জুন রিজার্ভ ফাণ্ড পূর্ববর্তী বছরের একই তারিখের ৩৪৫ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। কর্পোরেশনটির আমানতের পরিমাণ ১৯৯৬-৯৭ সালের ৮৮৮ মিলিয়ন টাকা থেকে ব্যাপক হ্রাস পেয়ে ১৯৯৭-৯৮ সালে ১৮৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু অগ্রীম ১৯৯৬-৯৭ সালের ৪১ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বিনিয়োগ ১৯৯৬-৯৭ সালের ৩৬২ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭-৯৮ সালে ৪৭৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭-৯৮ সালে সংস্থাটির মোট আয়, মোট ব্যয় ও মুনাফা পূর্ববর্তী বছরের যথাক্রমে ৪৩৯, ৩৫৯ ও ৮০ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ৩৯৬, ৩৫২ ও ৪১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মোট কর্মচারীর সংখ্যা মার্চ, ১৯৯৯ শেষে ৩৮৪ জনে দাঁড়ায় এবং শাখা সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের ৭ টিতে অপরিবর্তিত থাকে। আইসিবি এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হল।

সারণি–১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০	২০০	২০০	২০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০০	২০০	২০০	২০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩৪৫	৩৬৫	৩৬৫	৩৬৫
৪।	আমানত*	৮৮৮	১৮৭	৬১	৮৩
৫।	অগ্রিম**	৪১	৭২	৬২	১০০
৬।	বিনিয়োগ***	৩৬২	৪৭৩	১১৭	২০০
৭।	মোট আয়	৪৩৯	৩৯৬	৩০১	৪০১
৮।	মোট ব্যয়	৩৫৯	৩৫২	২৯১	৩৮৮
৯।	মুনাফা	৮০	৪১	১০	১৩
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩৫৯	৩৭৯	৩৮৪	৩৮৪
	ক) কর্মকর্তা	২৩০	২৪২	২৫১	২৫১
	খ) কর্মচারী	১২৯	১৩৭	১৩৩	১৩৩
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	৭	৭	৭	৭

* আইসিবি বিনিয়োগ হিসাবে গৃহীত আমানত। এ আমানতের উপর কোন সুদ প্রদান করা হয় না। এ আমানত বিনিয়োগ হিসাবের জন্য সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা হয়।

** অবলেখন সহায়তার বিপরীতে বিতরণকৃত সেতু ঋণ (Bridge Finance)

*** কর্পোরেশন কর্তৃক সিকিউরিটিতে বিনিয়োগের পরিমাণ।

book Qp 10

ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ১৯৯৮-৯৯ সালে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করে ঃ

অবলেখন কার্যক্রম

অবলেখন সহায়তার অংগীকার ঃ

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কর্পোরেশন ৪টি প্রকল্পে ২১৫ মিলিয়ন টাকার সরাসরি শেয়ার অবলেখন/ডিবেঞ্চার অবলেখন/সরাসরি বিনিয়োগ সহায়তার অংগীকার করেছে এবং জুন, '৯৯ পর্যন্ত সর্বমোট ৮টি প্রকল্পে ৪৬৫ মিলিয়ন টাকার আর্থিক সহায়তার অংগীকার করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ পর্যন্ত আইসিবি মোট ৩৪৮টি প্রকল্পে ২৫৬৩ মিলিয়ন টাকার সহায়তার অংগীকার করেছে। এছাড়া কর্পোরেশন ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ১টি প্রকল্পের ৮৫ মিলিয়ন টাকার ডিবেঞ্চার ইস্যুর ট্রাষ্টি হিসেবে দায়িত্ব পালনে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। প্রতিষ্ঠার পর হতে এ যাবত কর্পোরেশন মোট ১৫টি কোম্পানীর ১৭৫০ মিলিয়ন টাকার ডিবেঞ্চার ইস্যুর ট্রাষ্টি হিসেবে কাজ করতে সম্মত হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছর হতে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছর পর্যন্ত কর্পোরেশনের আর্থিক অংগীকার সহায়তা কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক চিত্র সারণি-২ এ প্রদত্ত হ'ল।

সারণি-২

তুলনামূলক অংগীকারের চিত্র

(মিলিয়ন টাকায়)

আর্থিক সহায়তার প্রকৃতি	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮-৯৯ (মার্চ, '৯৯ পর্যন্ত)	এপ্রিল-জুন ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)	১৯৯৮-৯৯ (প্রাক্কলিত)
১। সরাসরি অবলেখন/ সরাসরি বিনিয়োগ	৩৪১	২৯৬	২১৫	২৫০	৪৬৫
২। ডিবেঞ্চার ইস্যুর ট্রাষ্টি	২০০	২১৩	৮৫	-	৮৫

আইসিবি ঃ সামগ্রিক বিনিয়োগ কার্যক্রমে কম্পিউটার প্রযুক্তি সংস্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ।

সেতু ঋণ বিতরণঃ

চলতি অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কর্পোরেশন নিজস্ব অংগীকারের আওতায় ৫টি প্রকল্পে ৬২ মিলিয়ন টাকার সেতু ঋণ বিতরণ করেছে এবং বছরের অবশিষ্ট সময়ে আরো ৩টি প্রকল্পে ৩৮ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করার আশাবাদের প্রেক্ষিতে উক্ত বছরে সর্বমোট ৮টি প্রকল্পে ১০০ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সারণি-৩ এ ১৯৯৬-৯৭, ১৯৯৭-৯৮ এবং ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের তুলনামূলক চিত্র দেয়া হল।

আইসিবি-এর আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি ঃ

চলতি অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ পর্যন্ত কর্পোরেশনের আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত ৩টি প্রকল্প বাণিজ্যিক উৎপাদন ও ৫টি প্রকল্প পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করায় ফলে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ পর্যন্ত আইসিবি'র আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত মোট ২৯৮টি প্রকল্প বাণিজ্যিক উৎপাদন এবং ৫টি প্রকল্প পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করেছে। অধিকন্তু, ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময়ে আরো ২টি প্রকল্প বাণিজ্যিক উৎপাদন এবং ১টি প্রকল্প পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ঋণ বিতরণ চিত্র

সারণি–৩

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮-৯৯ (মার্চ, '৯৯ পর্যন্ত)	এপ্রিল-জুন১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)	১৯৯৮-৯৯ (প্রাক্কলিত)
ঋণ বিতরণ	৪১	৭২	৬২	৩৮	১০০

সারণি-৩ থেকে লক্ষ্য করা যাবে যে, ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের ১০০ মিলিয়ন টাকার প্রাক্কলিত ঋণ বিতরণ পূর্ববর্তী অর্থ বছরের ৭২ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণের তুলনায় ২৮ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা প্রায় ৩৯ ভাগ বেশি হবে আশা করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, শুরু থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ পর্যন্ত কর্পোরেশন সর্বমোট ৩০৮টি প্রকল্পে ১১৩২ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করেছে।

ঋণ আদায়

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কর্পোরেশনের ২৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় এবং এপ্রিল-জুন সময়ে আরো ২৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায়ের আশাবাদের প্রেক্ষিতে উক্ত অর্থ বছরে মোট ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৫২ মিলিয়ন টাকা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে কর্পোরেশন ৪৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করেছিল। সারণি-৪ এ ১৯৯৬-৯৭, ১৯৯৭-৯৮ এবং ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ঋণ আদায়ের তুলনামূলক চিত্র প্রদর্শিত হ'ল।

ঋণ আদায়ের তুলনামূলক চিত্র

সারণি-৪

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮-৯৯ (মার্চ, '৯৯ পর্যন্ত)	এপ্রিল-জুন ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)	১৯৯৮-৯৯ (প্রাক্কলিত)
ঋণ আদায়	৬৫	৪৯	২৪	২৮	৫২

বকেয়া/মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া

কর্পোরেশনটির মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া ঋণের পরিমাণ ৩০শে জুন, ১৯৯৮ তারিখে পূর্ববর্তী বছরের একই তারিখের ৩৮৯৩ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪২৯৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু অনুত্তীর্ণ ব্রীজিং ঋণ ৩০শে জুন, ১৯৯৭ তারিখের ১৬০ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৩৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। অন্যদিকে, অনুত্তীর্ণ ডিবেঞ্চার ঋণ ৩০শে জুন, ১৯৯৭ তারিখের ৫ মিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত থাকে। অনুত্তীর্ণ শেয়ার পুনঃক্রয় ঋণ ৩০শে জুন, ১৯৯৮ তারিখে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ১ মিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত থাকে। আইসিবি'র বছর ওয়ারী বকেয়া ও মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া ঋণের পরিমাণ সারণি-৫ এ দেখানো হ'ল।

সারণি-৫

বকেয়া/ মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়ার পরিমাণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	৩০শে জুন ১৯৯৭	৩০ শে জুন ১৯৯৮	৩০ শে জুন,১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া	৩৮৯৩	৪২৯৯	৪৮৯৯
২।	অনুত্তীর্ণ ব্রীজিং ঋণ	১৬০	২৩৪	২৩৫
৩।	অনুত্তীর্ণ ডিবেঞ্চার ঋণ	৫	৫	৫
৪।	অনুত্তীর্ণ শেয়ার পুনঃক্রয় ঋণ	১	১	১
	মোট	৪০৫৯	৪৫৩৯	৫১৪০

আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ

চলতি অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত আইসিবি কর্তৃক ১টি কোম্পানীর বিরুদ্ধে পাওনা ৪ মিলিয়ন টাকা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছে। এপ্রিল-জুন ১৯৯৯ সময়ে আরো ৩টি কোম্পানীর বিরুদ্ধে ২৫ মিলিয়ন টাকা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করার পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে, চলতি অর্থ বছরে সর্বমোট ২৮ মিলিয়ন টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা ৪টিতে দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। শুরু থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখ পর্যন্ত মোট দায়েরকৃত মোকদ্দমার সংখ্যা এবং দাবিকৃত অংকের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১২২টি এবং ১৮২১ মিলিয়ন টাকায়। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত ৭টি কোম্পানীর বিরুদ্ধে ৫১ মিলিয়ন টাকার দায়েরকৃত মামলার ডিক্রি পাওয়া গিয়েছে। ফলে, ৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ পর্যন্ত ডিক্রিপ্রাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৪টি এবং দাবীকৃত অর্থের পরিমান ১০৪২ মিলিয়ন টাকা। কর্পোরেশনের অনুকূলে ডিক্রিপ্রাপ্ত ৭৪টি কোম্পানীর মধ্যে ২৯টির ক্ষেত্রে ডিক্রি কার্যকরী করে বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে এক্সিকিউশন মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৪৫টি কোম্পানীর ক্ষেত্রে এক্সিকিউশন মোকদ্দমা দায়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

book Qp 13

মার্চেন্ডাইজিং কার্যক্রম

(ক) মিউচুয়্যাল ফাণ্ড

১৯৮০ সালে প্রথম আইসিবি মিউচুয়্যাল ফাণ্ড বাজারে ছাড়ার পর হতে কর্পোরেশন ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ১৭৫ মিলিয়ন টাকা মূল্যমানের ৮টি মিউচুয়্যাল ফাণ্ড বাজারজাত করেছে।

সারণি-৬ এ আটটি মিউচুয়্যাল ফাণ্ড এর পরিমাণ, ফাণ্ডের পত্রকোষের বাজার মূল্য, ১০০ টাকা সমমূল্যের প্রতিটি সার্টিফিকেটের বাজার মূল্য ও ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে সার্টিফিকেট প্রতি ঘোষিত লভ্যাংশ দেখানো হ'ল।

সারণি-৬

ইস্যুকৃত মিউচুয়্যাল ফান্ডসমূহের বিবরণ

ফান্ডসমূহ	ফান্ডের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়)	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে ফান্ডের বাজার মূল্য (মিলিয়ন টাকায়)	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে ১০০ টাকা মূল্যের প্রতিটি সার্টিফিকেটের বাজারটাকায়) মূল্য (টাকায়)	১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে ঘোষিত লভ্যাংশ (সার্টিফিকেট প্রতি টাকায়)
প্রথম আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	৫	৭০	৯৯০	৭০
দ্বিতীয় আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	৫	২৪	৩৯০	৩০
তৃতীয় আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	১০	৩৫	৩০০	৩৫
চতুর্থ আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	১০	৩২	২৮০	৩২
পঞ্চম আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	১৫	৩৪	১৭৫	২২
ষষ্ঠ আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	৫০	৬৯	১৩৯	১৮
সপ্তম আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	৫০	৪৬	১০৭	১৪
অষ্টম আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	৫০	৫২	১০৫	১২

(খ) আইসিবি ইউনিট ফাণ্ড

চলতি অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ, ১৯৯৯) ইউনিট ফাণ্ডের নীট বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে (৩৪) মিলিয়ন টাকার (৪৩৬০২০)টি ইউনিট। এপ্রিল-জুন, ১৯৯৯ সময়ে নীট (৪৪) মিলিয়ন টাকার (৪২৫০০০)টি ইউনিট বিক্রয়ের আশাবাদের প্রেক্ষিতে ১৯৯৮/৯৯ অর্থ বছরে নীট বিক্রয়লব্ধ টাকা ও ইউনিট-এর সংখ্যা যথাক্রমে (৭৮) মিলিয়ন টাকা ও (৮৬১০২০) টিতে দাঁড়াবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখ পর্যন্ত ইউনিট ফাণ্ডের পত্রকোষে ২৩২টি সিকিউরিটিতে মোট ৪১৪৩ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োজিত ছিল যার বাজার মূল্য ছিল ৩৬৪৭ মিলিয়ন টাকা। ফলে, ৪৯৬ মিলিয়ন টাকা (১১.৯৭%) মূলধন সংকোচিত হয়েছে। আইসিবি ইউনিট ফাণ্ড হতে ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার কমনওয়েলথ ডেভেলপমেন্ট ফাণ্ডে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং কিছু অর্থ ইতোমধ্যে বিনিয়োগ করা হয়েছে। এ সময়ে ইউনিট সার্টিফিকেটধারীর সংখ্যা ছিল ৪৯০০০ জন। সারণি-৭ এ ইউনিট ফাণ্ড কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক চিত্র দেখানো হ'ল।

book Qp 14

সারণি–৭

ইউনিট ফান্ড কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮-৯৯ (মার্চ, '৯৯ পর্যন্ত)	এপ্রিল-জুন ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)	১৯৯৮-৯৯ (প্রাক্কলিত)
১। মোট বিক্রয়	১৪৯৯	৯৮১	৪০৯	৫৫	৪৬৪
২। পুনঃ ক্রয়	৩৮৯	৩৪৬	৪৪৩	৯৯	৫৪২
৩। নীট বিক্রয়	১১১০	৬৩৫	(৩৪)	(৪৪)	৭৮
৪। লভ্যাংশ প্রদান (ইউনিট প্রতি টাকায়)	১৮	১৪	-	-	-

ইনভেষ্টর্স স্কীম ঃ

এই স্কীমের অধীনে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ৬২ মিলিয়ন টাকার আমানতসহ ২৯৪টি হিসাব খোলা হয়েছে এবং ১৫১৫টি হিসাব বন্ধ হয়েছে। উক্ত সময়ে বিনিয়োগ হিসাব সমূহে ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে ৮৬ মিলিয়ন টাকা এবং বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩৮ মিলিয়ন টাকায়। আলোচ্য অর্থ বছরের এপ্রিল-জুন সময়ে ২১ মিলিয়ন টাকার আমানতসহ আরো ১২০টি বিনিয়োগ হিসাব খোলা, ২৯ মিলিয়ন টাকার ঋণ অনুমোদন এবং ৪৬ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে উক্ত অর্থ বছরে মোট ৮৩ মিলিয়ন টাকার আমানতসহ ৪১৪টি হিসাব খোলা, ১১৫ মিলিয়ন টাকার ঋণ অনুমোদন এবং ১৮৪ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অন্যদিকে, চলতি অর্থ বছরে মোট ১৭১৫টি হিসাব বন্ধ হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সারণি-৮ এ ইনভেষ্টর্স স্কীম কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক বিবরণ প্রদর্শিত হ'ল।

সারণি–৮

ইনভেষ্টর্স স্কীম কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮-৯৯ (মার্চ, '৯৯ পর্যন্ত)	এপ্রিল-জুন ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)	১৯৯৮-৯৯ (প্রাক্কলিত)
১। হিসাব খোলার সংখ্যা	১৬৮০১	১২৫১	২৯৪	১২০	৪১৪
২। হিসাব বন্ধের সংখ্যা	২৭৯৭	৩০৪৪	১৫১৫	২০০	১৭১৫
৩। নীট চালু হিসাবের সংখ্যা	৫৮৭২৬	৫৬৯৩৩	৫৪৯৯৮	৫৪৯১৮	৫৩৬৯৭
৪। আমানত গ্রহণের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়)	৮৮৮	১৮৭	৬২	২১	৮৩
৫। ঋণ অনুমোদন (মিলিয়ন টাকায়)	১৫৬২	৩১৫	৮৬	২৯	১১৫
৬। বিনিয়োগ(মিলিয়ন টাকা)	১৬৩৮	৪৭৫	১৩৮	৪৬	১৮৪

book Qp 15

পাবলিক ইস্যু

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ পর্যন্ত আইসিবি'র আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত ১টি কোম্পানীর ৫৮ মিলিয়ন টাকার শেয়ার এবং ৫০ মিলিয়ন টাকার ডিবেঞ্চার অর্থাৎ সর্বমোট ১০৮ মিলিয়ন টাকার সিকিউরিটি পাবলিক ইস্যু করেছে যার বিপরীতে ১৮৬ মিলিয়ন টাকার চাঁদা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এপ্রিল-জুন, ১৯৯৯ সময়ে ২টি কোম্পানীর ৮৫ মিলিয়ন টাকার শেয়ার ও ৫০ মিলিয়ন টাকার ডিবেঞ্চার বাজারে ছাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর হতে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখ পর্যন্ত আইসিবি'র আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত ৮৪টি কোম্পানীর ১৬৭৪ মিলিয়ন টাকার শেয়ার বাজারে ছেড়েছে যা দেশের মূলধন বাজারে সিকিউরিটি সরবরাহে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। আইসিবি'র সহায়তাপ্রাপ্ত কোম্পানীসমূহের শেয়ার/ডিবেঞ্চার ইস্যুর তুলনামূলক চিত্র সারণি-৯ এ দেয়া হ'ল।

সারণি–৯

আইসিবি'র সহায়তাপ্রাপ্ত কোম্পানীসমূহ কর্তৃক শেয়ার বাজারজাতকরণ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮-৯৯ (মার্চ, '৯৯ পর্যন্ত)	এপ্রিল-জুন ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)	১৯৯৮-৯৯ (প্রাক্কলিত)
শেয়ারঃ					
কোম্পানীর সংখ্যা	৪	২	১	২	৩
টাকার পরিমাণ	২৪৮	৯৭	৫৮	৮৫	১৪৩
মোট চাঁদার পরিমাণ	১৮০৩	১৬	১৩১	-	-
ডিবেঞ্চারঃ					
কোম্পানীর সংখ্যা	২	-	১	২	৩
টাকার পরিমাণ	১৫০	-	৫০	৫০	১০০
মোট চাঁদার পরিমাণ	১৫৩	-	৫৫	-	-

সিকিউরিটি লেনদেন

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ৪২১৫২ মিলিয়ন টাকার ১১৬, ৩৩, ৬৩, ১৪৮টি সিকিউরিটি লেনদেন হয়েছে। এপ্রিল-জুন, ১৯৯৯ সময়ে আরো ১৪০৫০ মিলিয়ন টাকার ৩৮, ৭৭, ৮৭, ৭১৬টি সিকিউরিটি লেনদেন হওয়া সাপেক্ষে উক্ত অর্থ বছরে মোট লেনদেনের সংখ্যা ও পরিমাণ যথাক্রমে ১৫৫, ১১, ৫০, ৮৬৪টি সিকিউরিটি ও ৫৬২০২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আইসিবি'র লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৮১৮ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে আইসিবি ক্রয় করেছে ৫০৬ মিলিয়ন টাকার সিকিউরিটি এবং বিক্রয় করেছে ৩২০ মিলিয়ন টাকার সিকিউরিটি। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, বর্তমানে নেটিং পদ্ধতিতে মোট লেনদেনে আইসিবি'র অংশ গ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম হলেও প্রকৃত লেনদেন অর্থাৎ সেটেলমেন্ট ভ্যালু অনুযায়ী আইসিবি'র অংশ গ্রহণ উল্লেখযোগ্য।

বিনিয়োজিত মূলধন

কর্পোরেশনটির দীর্ঘমেয়াদী সরকারী ঋণের পরিমাণ ৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছর শেষের ৮৩ মিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত থাকে। ডিবেঞ্চার ঋণের পরিমাণ ৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের ১২০৪ মিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে এ ঋণের পরিমাণ ছিল ৬৮ মিলিয়ন টাকা। আইসিবি'র অন্যান্য ঋণের পরিমাণ ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ তারিখে পূর্ববর্তী আর্থিক বছরের শেষের ১৯৪ মিলিয়ন টাকা থেকে ব্যাপক হ্রাস পেয়ে ৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আইসিবি'র বিনিয়োজিত মূলধনের বছর-ওয়ারী বিবরণী সারণি-১০ এ দেয়া হ'ল।

book Qp 16

সারণি-১০

বিনিয়োজিত মূলধন

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮-৯৯ (মার্চ, '৯৯ পর্যন্ত)
১। পরিশোধিত মূলধন	২০০	২০০	২০০
২। রিজার্ভ ফান্ড	৩৪৪	৩৬৫	৩৬৫
৩। দীর্ঘ মেয়াদী সরকারী ঋণ	৮৩	৮৩	৮৩
৪। ডিবেঞ্চার ঋণ	৬৮	১২০৪	১২০৪
৫। অন্যান্য	২	১৯৪	৩
মোট	৬৯৭	২০৪৬	১৮৫৫

ব্যবসা সম্প্রসারণ

কর্পোরেশন কর্তৃক ইতিপূর্বে প্রদত্ত সেতুঋণ আদায় সন্তোষজনক না হওয়ার প্রেক্ষিতে চলতি অর্থ বছর হতে আইসিবি কর্তৃক প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে কৌশলগত পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে। সেতুঋণ প্রদান অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রেখে সরাসরি অবগেথন সহায়তা, ডিবেঞ্চারে সরাসরি বিনিয়োগসহ ইক্যুইটি পার্টিসিপেশনে অধিকতর জোর দেয়া হয়েছে। বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে লিজ ফাইনান্সিং, স্থায়ী আমানত সংগ্রহ এবং ইউনিটের বিপরীতে ঋণ প্রদান এর মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান কার্যক্রম ইতিমধ্যে শুরু করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ইউনিট ফান্ডের বিপরীতে ১০.৪০ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এবং টার্ম ডিপোজিট হিসাবে কর্পোরেশন প্রায় ৯৮.০ মিলিয়ন টাকা গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন

আবাসিক বাড়ী নির্মাণ, সংস্কার এবং নির্মিত বাড়ীর রিমডেলিং বা কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালে জারীকৃত রাষ্ট্রপতির ৭ নম্বর আদেশ বলে ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন-কে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন হিসেবে পুনর্গঠিত করা হয়। কর্পোরেশনের ঋণ সুবিধা বর্তমানে থানা সদর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। কর্পোরেশনের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ১১০০ মিলিয়ন ও ৯৭৩ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক, রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বীমা কর্পোরেশনের নিকট সরকার কর্তৃক গ্যারান্টিযুক্ত ঋণ পত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে কর্পোরেশন চলতি মূলধন সংগ্রহ করে থাকে। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পরিচালনা বোর্ড দ্বারা কর্পোরেশন পরিচালিত হয়ে থাকে। সদর দফতর ছাড়াও বর্তমানে ঢাকায় ৪টি এবং চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল বিভাগীয় সদরে একটি করে মোট ৯টি জোনাল অফিস এবং পটুয়াখালী ও রাংগামাটি ব্যতীত অন্যান্য পুরাতন জেলা সদরে কর্পোরেশনের ১২টি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে।

কর্পোরেশনের ঋণের প্রকারভেদ ঃ

কর্পোরেশন থেকে বর্তমানে নিম্নোক্ত ছয় প্রকার ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকেঃ

১। সাধারণ ঋণঃ একক বা যৌথ নামে (স্বামী ও স্ত্রীর জন্য) সাধারণ ঋণ,

২। গ্রুপ ঋণঃ একাধিক ব্যক্তি মালিকানাধীন প্লটে ফ্ল্যাট ভিত্তিক গ্রুপ ঋণ,

৩। ফ্ল্যাট/এ্যাপার্টমেন্ট ঋণঃ নির্মীয়মান ফ্ল্যাট/এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয়ের জন্য ফ্ল্যাট ঋণ,

৪। ছোট ছোট ইউনিট বিশিষ্ট বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য ঋণ,

৫। সেমিপাকা বাড়ীর জন্য ঋণ এবং

৬। সমন্বিত ঋণ।

১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এর ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতি দাঁড়ায় ২৫৩৩৯ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ, ১৯৯৯ শেষে ২৬০৮৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। কর্পোরেশন চলতি অর্থ বছরের মার্চ, ১৯৯৯ পর্যন্ত ১১৬৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে এবং ৬০৯ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। জুলাই, ১৯৭২ হতে মার্চ, ১৯৯৯ পর্যন্ত সময়ে কর্পোরেশন সর্বমোট ২২২১৩ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে।

কর্পোরেশনের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হল।

হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন ঃ কর্পোরেশনের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি আধুনিক ভবন।

সারণি–১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১১০০	১১০০	১১০০	১১০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৯৭৩	৯৭৩	৯৭৩	৯৭৩
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৪২৫৫	৫৪৫৩	৫৪৫৩	৬৭০৩
৪।	**আমানত**	**২৬৪৩**	**২৬৩৩**	**২৭৬৯**	**২৬০০**
	ক) তলবী আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদী আমানত	২৬৪৩	২৬৩৩	২৭৬৯	২৬০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২৪১১৫	২৫৩৩৯	২৬০৮৮	২৬২২৯
৬।	মোট পরিসম্পদ	২৭৩৮১	২৮৮৬৭	২৯৮০৫	৩০১১৭
৮।	মোট আয়	১৯৬১	২১০৬	১৬৭৩	২২৩১
৯।	মোট ব্যয়	৯০০	৮৯৫	৭৩৬	৯৮১
১০।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	**৬৬০**	**৬৩৯**	**৬২৩**	**৬১৯**
	ক) কর্মকর্তা	৩০৬	২৯৫	২৯৮	২৯৬
	খ) কর্মচারী	৩৫৪	৩৪৪	৩২৫	৩২৩

বছর ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ, আদায়, স্থিতি এবং বকেয়া (Overdue) সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণি-২ এ দেয়া হল।

বছর ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ, আদায়, স্থিতি এবং বকেয়ার পরিমাণ

সারণি–২

(মিলিয়ন টাকায়)

অর্থ বছর	ঋণ মঞ্জুরী	বিতরণ	আদায়	ঋণের স্থিতি	মোট বকেয়া স্থিতি
১৯৯৬-৯৭	১১৮৪	১৭৮৯	১৬০১	২৪১১৫	২৪২৪
১৯৯৭-৯৮	৮৫৫	১০৬৯	১৭৫১	২৫৩৩৯	২৭৮২
১৯৯৮-৯৯* (মার্চ,'৯৯পর্যন্ত)	১১৬৪	৬০৯	১৩১৮	২৬০৮৮	২৪৩৪
১৯৯৮-৯৯**	১৫৫২	৮৫০	১৮০০	২৬২২৯	২৪৭২

* সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

ঋণ গ্রহীতাদের সহায়তাকল্পে এইচবিএফসি যে সমস্ত কল্যাণমূখী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হ'লঃ-

ঋণ গ্রহীতাদের সহায়তাকল্পে এইচবিএফসি যে সমস্ত কল্যাণমূখী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হ'লঃ-

১। ঋণের আবেদনকারীদের পরামর্শ ও উন্নত সেবাদানের লক্ষ্যে সদর দফতরসহ প্রতিটি জোনাল অফিসে 'কাউন্সেলিং কাউন্টার' খোলা হয়েছে;

২। কিস্তি রিসিডিউলের মাধ্যমে ঋণের বকেয়া নিয়মিত করার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে;

৩। মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে কিস্তি পরিশোধ করা হলে ঐ মাসের আসলে কিস্তির উপর সুদ চার্জ করা হয় না;

৪। নিয়মিত ঋণ পরিশোধকারীদের চার্জকৃত সুদের উপর শতকরা ১০ ভাগ ইনসেনটিভ দেয়া হয়;

৫। এককালীন সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করা হলে স্তর ভেদে শতকরা ৫ ভাগ থেকে শতকরা ২৫ ভাগ পর্যন্ত সুদের ব্যালেন্সের উপর রিবেট দেয়া হয়;

৬। দণ্ড সুদের প্রথা রহিত করা হয়েছে এবং ১২ মাস পর্যন্ত বকেয়া কিস্তির উপর অতিরিক্ত সুদ চার্জ করা হয় না;

৭। ১২ মাস পর্যন্ত বকেয়া কিস্তি বছরের শেষে এককালীন পরিশোধ করলেও হিসাবটি নিয়মিত বলে গণ্য হবে;

৮। কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে বন্ধকী জমির অংশ বিশেষ অবমুক্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে;

৯। ঋণ গ্রহীতাদের বছরান্তে ১ বার কম্পিউটারাইজড ঋণ হিসাব বিবরণী দেয়া হয়;

১০। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে ফ্ল্যাট/এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয়ের জন্যে এবং জেলা শহরে টিন শেড (সেমি পাকা) গৃহ নির্মাণের জন্যে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে;

১১। রেহেন দলিলের রেজিস্ট্রেশন খরচ হ্রাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ২৫ লক্ষ টাকা ঋণের সর্বোচ্চ ৮ হাজার টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে;

১২। এক বছরের অধিক বকেয়ার ক্ষেত্রে বকেয়া পরিশোধ করে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করলে পূর্ববর্তী প্রতি ১২টি মাসিক কিস্তির জন্য ২% হারে এবং চলতি বছরের জন্যে ১০% হারে চার্জ কৃত সুদের উপর ইনসেনটিভ দেয়া হয়;

১৩। মধ্য ও নিম্ন বিত্ত শ্রেণীর লোকদের জন্য স্বল্প আয়তনের ফ্ল্যাট ঋণ স্কীমের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে;

১৪। জনসংযোগ কার্যক্রমকে অধিক সক্রিয় করা হয়েছে। কর্পোরেশন প্রদত্ত বিভিন্ন সুবিধাদি টেলিভিশন ও বিভিন্ন পত্র/পত্রিকার মাধ্যমে জনগণের নিকট পৌছানোর ব্যবস্থা নেয়া হয় এবং

১৫। সিলেট ও বরিশাল রিজিওনাল অফিসকে জোনাল অফিসে উন্নীত করা হয়েছে।

সুদের হার ও কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ

ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকায় ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের সুদের হার ১৩% এবং ১৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণের বার্ষিক সুদরে হার ১৫%। দেশের অন্যান্য এলাকায় সিলিং নির্বিশেষে ঋণের সুদের হার ১০%। কর্পোরেশনের ঋণের কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ ১৫ বছর।

সৌদি-বাংলাদেশ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (সাবিনকো)

বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের মধ্যে বিদ্যমান ভ্রাতৃত্ববোধের নিদর্শন স্বরূপ এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে যৌথ প্রচেষ্টায় আরো ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে সৌদি আরব এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী পর্যায়ে ১৫ই মে, ১৯৮৩ সালে এক প্রোটোকল স্বাক্ষরের মাধ্যমে সৌদি-বাংলাদেশ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (সাবিনকো) স্থাপনের সূচনা হয়। এ চুক্তি মোতাবেক এবং কোম্পানী আইন ১০১৩ অনুযায়ী একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে ১৯৮৪ সালের ২৪শে জুন সাবিনকো আত্মপ্রকাশ করে। ঢাকায় প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে ১৯৮৬ সালে এর কার্যক্রম শুরু হয়।

সাবিনকোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাণিজ্যিক ভিত্তিক শিল্প এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্পে বিনিয়োগ করে এগুলো পরিচালিত করা এবং দেশে বিদেশে পণ্য দ্রব্য এবং সেবার বিপণন করা। এছাড়া, সাবিনকো বিদ্যমান শিল্প কারখানাগুলোর অভ্যন্তরীণ সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সম্প্রসারণ কল্পে শিল্প ঋণের যোগান দিয়ে থাকে। সাবিনকো নিজের তত্ত্বাবধানে অথবা সহযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে বিশেষ কোন প্রকল্প পরিচালনায়ও সহায়তা প্রদান করতে পারে।

সাবিনকোর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ যাবৎ সৌদি এবং বাংলাদেশ সরকার সমভাবে ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধ করেছে। বর্তমানে ছয় জন সদস্য নিয়ে কোম্পানীর বোর্ড গঠিত, তন্মধ্যে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং দুজন সদস্য সৌদি সরকার কর্তৃক এবং ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং অপর দুজন সদস্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত।

বিনিয়োগ নীতিমালা

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত শিল্প বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় কৃষিভিত্তিক শিল্পসহ বিবিধ শিল্প স্থাপন, সম্প্রসারণ/উন্নয়ন কার্যক্রমে সাবিনকো আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। সাবিনকো বাণিজ্যিক ভাবে লাভজনক বিনিয়োগ প্রস্তাবনা বিবেচনা করে থাকে। তবে নিম্নে উল্লেখিত প্রকল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকেঃ

ক) যে সব প্রকল্প স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে থাকে এবং উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানী বাজার বিদ্যমান;

খ) যে সব প্রকল্প মূলতঃ স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে থাকে এবং স্থানীয় বাজারে অপরিহার্য চাহিদা পূরণ করে;

গ) যে সব প্রকল্প আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করে কিন্তু উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি বিদ্যমান এবং

ঘ) যে সব প্রকল্পে আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করা অপরিহার্য অথচ আমদানি বিকল্প পণ্য হিসেবে স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে।

উপরোল্লিখিত ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রকল্প শ্রমনিবিড় এবং অগ্র-পশ্চাৎ সম্পর্কে সমৃদ্ধবহুল, সেসব প্রকল্পসমূহকে অর্থায়নের ক্ষেত্রে সাবিনকো সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

অর্থায়ন পদ্ধতি

ক) মেয়াদী ঋণ প্রদান (মধ্যম/দীর্ঘ মেয়াদী) দেশীয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা।

খ) সরাসরি মূলধন বিনিয়োগ।

গ) শেয়ার এবং ডিবেঞ্চারে পাবলিক ইস্যু অবলেখন (Underwriting)।

ঘ) প্রাইভেট ফাণ্ড প্লেসমেন্ট সিণ্ডিকেশন-এর ব্যবস্থাকরণ এবং এরকম প্লেসমেন্ট-এ অংশ গ্রহণ।

ঙ) মূলধন বাজারে লেনদেন।

চ) বিনিয়োগ তহবিল গঠন ও তার তদারকি করণ।

ঋণের অনুমোদন এবং বিতরণ

সাবিনকোর শুরু থেকে ১৯৯৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্প স্থাপনের জন্য মোট ৪৪টি প্রকল্পে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। অর্থায়িত ৪৪টি প্রকল্পে সাবিনকো ১৯৯৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১১টি শিল্প উপ-খাতে দেশী ও বিদেশী মুদ্রায় সর্বমোট ২৯৯১ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করেছে। এই মঞ্জুরীকৃত ঋণের ২৩% বস্ত্রখাতে, ২১% রসায়ন, ঔষধ এবং সহযোগী খাতে এবং ১৩% মৎস্য/চিংড়ি চাষে মঞ্জুর করা হয়েছে। আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী অন্যান্য খাতগুলো হলঃ কাঁচ/সিরামিক, সিমেন্ট, চামড়া/চামড়াজাত দ্রব্য, মৎস্য চাষ সহায়ক প্রকল্প, প্রকৌশল, দুগ্ধ/ফল, খেলনা এবং কাগজ। বর্তমানে ১২টি ঋণ প্রস্তাব বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সাবিনকোর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হল।

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণি–১

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	৬০	৬০	৬০	৬০
২।	পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	৪৮	৬০	৬০	৬০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৭১৮	৮১১	-	-
৪।	আমানত		-	-	-
	ক) তলবী আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদী আমানত	-	-	-	-
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৮০৩	১৭৯৬	-	-
৬।	বিনিয়োগ	৬৫০	৬৭৭	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৩৯৭	৩৮২০	-	-
৮।	মোট আয়	১৩৩	১৮৭	-	-
৯।	মোট ব্যয়	৩৯	৪৬	-	-
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৫৫	৫৩	-	-
	ক) কর্মকর্তা	১৪	১৩	-	-
	খ) কর্মচারী	৪১	৪০	-	-

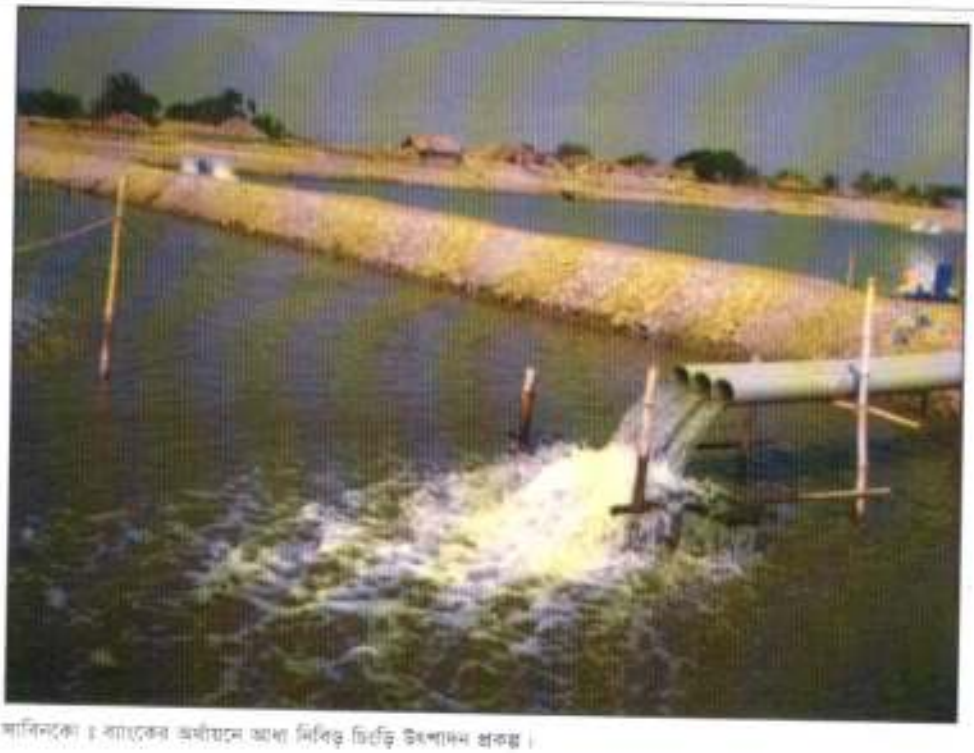

আবিনকো : ব্যাংকের অর্থায়নে আধা নিবিড় চিংড়ি উৎপাদন প্রকল্প।

১৯৯৮ সালে সাবিনকো ৯০ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করে এবং ৩০২ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৯৩ মিলিয়ন টাকা এবং ১৭২ মিলিয়ন টাকা। সাবিনকো এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হল।

সারণি–২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ		মোট	অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন			
১৯৯৭						
বিতরণ	-	২৯৩	-	২৯৩	-	২৯৩
আদায়	-	১৭২	-	১৭২	-	১৭২
১৯৯৮						
বিতরণ	-	৯০	-	৯০	-	৯০
আদায়	-	৩০২	-	৩০২	-	৩০২
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ [*]						
বিতরণ	-	-	-	-	-	-
আদায়	-	৬৪.২	-	৬৪.২	-	৬৪.২
৩০শে জুন, ১৯৯৯ [**]						
বিতরণ	-	১০০	-	১০০	-	১০০
আদায়	-	১৫০	-	১৫০	-	১৫০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সাবিনকো কর্তৃক ৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমান দাঁড়ায় ২৯৯১ মিলিয়ন টাকা। প্রকল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩ এ দেয়া হল।

সারণি–৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪৪	-	৪৪
	পরিমাণ	২৯৯১	-	২৯৯১
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	৫৯	-	৫৯
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪৪	-	৪৪
	পরিমাণ	২৯৯১	-	২৯৯১
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯ [*] পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	৩
	পরিমাণ	১০০	-	১০০

* প্রাক্কলিত

সাবিনকো কর্তৃক প্রদত্ত খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হল।

সারণি–৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	৫৯২	৬২২
২।	শিল্প	২৩১৪	২৩৬৯
৩।	পাইকারী/ খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা /হোটেল	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা সেবা	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-
৭।	অন্যান্য	-	-
	সর্বমোট	২৯০৬	২৯৯১

ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লীজিং কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (আইডিএলসি)

দেশের উৎপাদনশীল খাত এবং শিল্পোন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে "কোম্পানী এ্যাক্ট, ১৯১৩" এর আওতায় ১৯৮৫ সালের ২৩শে মে তারিখে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে আইডিএলসি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কোম্পানীটি বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (IFC) সহ ৫টি বিদেশী এবং ৩টি দেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী) উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯২ সালে আইডিএলসি জনসাধারণের জন্যে শেয়ার ইস্যু করে। ১৯৯৮ সালে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন এবং পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন এবং ১৫০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ৫টি বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোম্পানীটির ৪৫ শতাংশ এবং জনসাধারণসহ ১৪টি স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোম্পানীটির ৫৫ শতাংশ শেয়ারের মালিক। কোম্পানী ১৯৯০ সালে চট্টগ্রামে একটি শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবসাকে আরো সম্প্রসারণ করে। আইডিএলসি ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জে এবং চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত। স্বল্প মেয়াদী ঋণদান ও গৃহে অর্থায়নের মাধ্যমে এ কোম্পানী তাদের কার্যক্রমকে আরও সম্প্রসারিত করেছে। ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে কোম্পানীটি মার্চেন্ট ব্যাংকিং এর লাইসেন্স পেয়ে উক্ত বছরের শুরু থেকে আন্ডাররাইটিং, কর্পোরেট ফাইন্যান্সিং এবং এগুলোর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সেবাদি প্রদান শুরু করেছে।

আইডিএলসি প্রধানতঃ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থায়ন করে থাকে। অবশ্য নিয়ন্ত্রণমুক্ত ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী এবং সরকারের শিল্পোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহকেও কোম্পানীটি অর্থায়ন করে থাকে। একই সাথে আইডিএলসি জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এবং রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প শিল্পকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান করে।আইডিএলসির ঋণ ও অগ্রিমের এবং মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ১৯৯৮ শেষে যথাক্রমে ২২১৭ মিলিয়ন ও ২৪২২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ে কোম্পানীর জনশক্তি ছিল ৬৮ জন। আইডিএলসি-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩০শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৫০	১৫০	১৫০	১৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৭২	২২০	২৬৬	-
৪।	**আমানত**	**৩০**	**২৫**	**২৫**	-
	ক) তলবী আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদী আমানত	৩০	২৫	২৫	-
৫।	ঋণ ও অগ্রিম (লীজ ফাইনান্স ও ডাইরেক্ট ফাইনান্স)	১৯৮৪	২২১৭	২২২০	২২২৪
৬।	মোট পরিসম্পদ	২০৫১	২৪২২	২৪২২	২৬৭৬
৭।	মোট আয়	৭৭০	৮২৯	২১৪	২২৯
৮।	মোট ব্যয়	৬৫৬	৭১২	১৮৭	১৯৭
৯।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	৭০	৬৮	৬৭	৭১
	ক) কর্মকর্তা	৪২	৪৪	৪৩	৪৬
	খ) কর্মচারী	২৮	২৪	২৪	২৫
১০।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১	১

চুক্তি ও বিতরণ

১৯৯৮ সালে আইডিএলসি লীজ অর্থায়ন, স্বল্প মেয়াদী অর্থায়ন ও গৃহে অর্থায়নের অধীনে যথাক্রমে ৯২৭ মিলিয়ন টাকা, ১৭১ মিলিয়ন টাকা এবং ৬৫ মিলিয়ন টাকার চুক্তি সম্পাদন করেছে এবং উক্ত খাতগুলোতে যথাক্রমে ৭৮২ মিলিয়ন টাকা, ১৭১ মিলিয়ন টাকা এবং ৪৪ মিলিয়ন টাকার বিতরণ করেছে। কোম্পানীটির চুক্তি ও বিতরণ সম্পর্কিত বিবরণী সারণি-২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি–২

চুক্তি ও বিতরণের বিবরণ ঃ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯ (জানুয়ারী-মার্চ)
লীজ অর্থায়ন				
	ক) চুক্তি	৯৪৭	৯২৭	১১৫
	খ) বিতরণ	৮৭৯	৭৮২	১৫২
স্বল্প মেয়াদী অর্থায়ন				
	ক) চুক্তি	৪৭	১৭১	৪০
	খ) বিতরণ	৪৭	১৭১	৪০
গৃহে অর্থায়ন				
	ক) চুক্তি	৯	৬৫	১৮
	খ) বিতরণ	২	৪৪	১৬

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৮ সালে আইডিএলসি ৯৯৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৯০৮ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। ১৯৯৮ সালে কোম্পানী ৪৪ মিলিয়ন টাকার গৃহে অর্থায়ন করেছে। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত কোম্পানী ২০৮ মিলিয়ন টাকা বিতরণ এবং ১৯০ মিলিয়ন টাকা আদায় করেছে। আইডিএলসি-এর খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্য সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি–৩

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট	গৃহে অর্থায়ন	
১৯৯৭						
	বিতরণ	৮৭৯	৪৭	৯২৬	২	৯২৮
	আদায়	৭৬০	১	৭৬১	-	৭৬১
১৯৯৮						
	বিতরণ	৭৮২	১৭১	৯৫৩	৪৪	৯৯৭
	আদায়	৭৯৪	১১০	৯০৪	৪	৯০৮
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯★						
	বিতরণ	১৫২	৪০	১৯২	১৬	২০৮
	আদায়	১৫৫	২৮	১৮৩	৭	১৯০
৩০শে জুন, ১৯৯৯★★						
	বিতরণ	৪৬৫	১১২	৫৭৭	২৪	৬০১
	আদায়	-	-	-	-	-

★ সাময়িক।
★★ প্রাক্কলিত।

জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড

নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ্যাক্ট ১৯৯৩ অনুযায়ী যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাস হতে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠিত দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তা এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোম্পানীটির অফিস ঢাকায় অবস্থিত এবং ১৯৯৯ সালের মার্চ পর্যন্ত কোম্পানীতে কর্মরত লোকের সংখ্যা ২৩ জন । ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে কোম্পানীর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন টাকা এবং ১৫০ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ পর্যন্ত শেয়ার হোল্ডারদের ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৭৩ মিলিয়ন টাকা। কোম্পানীর ঋণ ও অগ্রিম এবং মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ১৯৯৮ সাল শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০৮ মিলিয়ন ও ৯৬ মিলিয়ন টাকা।

কোম্পানীর প্রধান কর্মকান্ড ঃ

জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে থাকেঃ

(ক) লীজ ফাইন্যান্সঃ লীজ অর্থায়নের ব্যাপারে জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী প্রধানত শিল্পখাতে মূলধন দ্রব্যাদি যেমন-প্লান্ট, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ, নির্মাণ সামগ্রী, নৌ ও সড়ক পরিবহন, চিকিৎসা ও অফিস সামগ্রী, জেনারেটর/বয়লার, লিফট/এলিভেটর, অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি খাতে গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

(খ) অর্থ বাজার কার্যক্রমঃ কোম্পানীরটি অর্থ বাজার সংক্রান্ত কর্মকান্ডেও (মেয়াদী আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ) অংশগ্রহণ করে থাকে।

উপরোক্ত কার্যাবলী ছাড়াও কোম্পানীটি বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কর্মকান্ড যেমন-হায়ার পারচেজ, পুঁজি বাজারে অর্থায়ন ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০শেজুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৫০	১৫০	১৫০	১৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২	৪	৪	৪
৪।	আমানত	১১	৯	৩২	৮০
	ক) তলবী আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদী আমানত	১১	৯	৩২	৮০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৬২	১০৮	১০৪	১৯৬
৬।	বিনিয়োগ	৪	১	১	১
৭।	মোট পরিসম্পদ	১১৭	৯৬	৭৯	৭৫
৮।	মোট আয়	৩৪	৭৪	৩০	৮৭
৯।	মোট ব্যয়	২৭	৬১	২৮	৭৪
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২২	২৪	২৩	২৭
	ক) কর্মকর্তা	১৪	১৫	১৪	১৮
	খ) কর্মচারী	৮	৯	৯	৯

জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানীর ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-২, ৩ এ ৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি–২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭						
বিতরণ	-	৩১	-	৩১	১৮	৪৯
আদায়	-	২	-	২	৪	৬
১৯৯৮						
বিতরণ	-	৬৩	-	৬৩	৩১	৯৪
আদায়	-	১৫	-	১৫	৪	১৯
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯*						
বিতরণ	-	৫০	-	৫০	৫৫	১০৫
আদায়	-	১	-	১	-	১
৩০শে জুন, ১৯৯৯**						
বিতরণ	-	৯২	-	৯২	১০৩	১৯৫
আদায়	-	-	-	-	-	-

* সাময়িক।
** প্রাক্কলিত।

সারণি–৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৫	২	১৭
পরিমাণ	৫৯	৯	৬৮
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৬	২	৮
পরিমাণ	২৭	৯	৩৬
ক্রমপুঞ্জিভূত : মার্চ ৩১, ১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৭	২	১৯
পরিমাণ	৭৫	৯	৮৪
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
পরিমাণ	৪৯	-	৪৯
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	-	১০
পরিমাণ	৯২	-	৯২

* প্রাক্কলিত

ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী লিমিটেড (পি এল সি)

১৯৯৫ সালের ১৯শে এপ্রিল ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী লিঃ বাংলাদেশে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কোম্পানীর অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন ও ৫০ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে এই কোম্পানীতে মোট ১১ জন পরিচালক রয়েছেন। এই কোম্পানী শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি, প্লান্ট, সরঞ্জামাদি, যানবাহন ইত্যাদি ক্রয়ে ইজারা ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। ১৯৯৫ সালের এপ্রিল হতে এই কোম্পানী প্রাথমিকভাবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা আরম্ভ করে এবং ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ এ প্রথম লীজ চুক্তি স্বাক্ষর করে।

বিনিয়োগ নীতি

কোম্পানীটি নিম্নলিখিত খাতসমূহে বিনিয়োগ করে থাকেঃ

১। যানবাহন

২। ইলেকট্রনিক্স ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি

৩। চামড়াজাত

৪। বস্ত্র

৫। পোশাক

৬। মুদ্রণ

৭। নৌযান

৮। ইস্পাত ও শিল্প প্রকৌশল

৯। বৈদ্যুতিক জেনারেটর/ট্রেইলর

১০। চিকিৎসা যন্ত্রপাতি এবং

১১। ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান

আর্থিক সহায়তার পদ্ধতিঃ

ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী (পিএলসি) সরাসরি ১০০% অর্থ লীজ সম্পত্তির সরবরাহকারীকে যোগান দেয়। প্রাথমিকভাবে লীজকৃত সম্পত্তি ফিনিক্স লীজিং কোম্পানীর নামে ক্রয় করা হয় এবং লীজের মেয়াদ পূর্তিতে উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ঃ

ক) সম্পত্তির মালিকানা সেলভেজ (Salvage) মূল্য হিসাবে হস্তান্তর মূল্যের শতকরা ৫ ভাগ প্রদান সাপেক্ষে লীজ গ্রহীতাকে স্থানান্তর;

খ) বাৎসরিক ভিত্তিতে লীজ চুক্তির নবায়ন;

গ) লীজকৃত সম্পত্তি কোম্পানীর (পি এল সি) কাছে ফেরৎ দেয়।

আর্থিক সহায়তার শর্তসমূহঃ

লীজের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের সময় নিম্নলিখিত শর্তসমূহ বিবেচনা করা হয়ঃ

অধিগ্রহণকৃত মূল্যঃ সম্পত্তির আসল ক্রয়মূল্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ যেমন, ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম, আবগারী শুল্ক, কর, এল সি সংক্রান্ত খরচ, পরিবহন এবং পি এল সি কর্তৃক বহনকৃত অন্যান্য আর্থিক খরচ একত্রীভূত করার পর অধিগ্রহণ মূল্য নির্ধারিত হয়।

লীজের সময়ঃ সাধারণত ২ বছর হতে ৫ বছর মেয়াদী লীজ চুক্তি সম্পাদন করা হয়। যানবাহনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩ বছর মেয়াদী চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

লীজের কিস্তিঃ সম্পত্তি অধিগ্রহণ মূল্য ও অন্যান্য পরিমাণের উপর ভিত্তি করে লীজের কিস্তি নির্ধারিত হয় যা সাধারণত মাসিক ভিত্তিতে প্রদেয়।

লীজ ডিপোজিটঃ লীজ চুক্তি সম্পাদনের সময় ২ মাসের কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ লীজ ডিপোজিট হিসাবে লীজ গ্রহীতাকে জমা দিতে হয়।

জামানতঃ বিভিন্ন প্রকার জামানত পিএলসির কাছে গ্রহণযোগ্য যেমন (ক) ব্যাংক গ্যারান্টি/ইনস্যুরেন্স গ্যারান্টি, (খ) নগদ অর্থে পরিবর্তনযোগ্য জামানত যেমন পিএসপি, বিএসপি, এফডিআর ইত্যাদি, (গ) স্থাবর সম্পত্তি এবং

তদসংগে নগদ জামানত (ক্ষেত্র বিশেষে যা পরিবর্তনযোগ্য)ইনস্যুরেন্স ঃ লীজকৃত সম্পত্তিটি সম্পূর্ণ লীজ চুক্তির কালে যথাযথ ইনস্যুরেন্স করা হয়।

অন্যান্য ঃ ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী জনসাধারণের সঞ্চয়কে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার মেয়াদী আমানতের উপর আকর্ষণীয় সুদ/মুনাফা প্রদান করে থাকে।

এই হার নিম্নরূপঃ

সারণি-১ এ কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখানো হ'ল। সারণি ২ ও ৩ এ ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী লিমিটেড এর ঋণ বিতরণ ও আদায় এবং শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী দেখানো হ'ল।

মেয়াদ	সুদের হার (মুনাফার হার)
৬ মাস	৯.৫%
১ বছর	১০%
২ বছর	১১%
৩ বছর	১২ %
৪ বছর	১৩%
৫ বছর	১৪%

ফনিক্স লিজিং কোম্পানী লিমিটেড ঃ কোম্পানীর অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি মশার কয়েল নির্মাণ শিল্প।

সারণি–১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	
২।	পরিশোধিত মূলধন	৫০	৫০	
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩.০৭	৩.০৭	
৪।	আমানত	১৭৪	১৪৯	
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৪১৫	৩৯৩	
৬।	মোট পরিসম্পদ	৫৩৯	৫৯৬	
৭।	বিনিয়োগ	১২	৪	
৮।	মোট আয়	১৫২	২৬৯	
৯।	মোট ব্যয়	১৪০	২৫২	
১০।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	২৮	২৮	
	ক) কর্মকর্তা	১৯	১৮	
	খ) কর্মচারী	৯	১০	
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	

সারণি–২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ		মোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	
১৯৯৭				
	বিতরণ	৪১৫	-	৪১৫
	আদায়	১৩৪	-	১৩৪
১৯৯৮				
	বিতরণ	৩৯৩	-	৩৯৩
	আদায়	২৪৮	-	২৪৮

সারণি–৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৮০	২৮২	৩৬২
	পরিমাণ	৮৪২	৩৯৭	১২৩৯
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৪	৫৬	৮০
	পরিমাণ	২৪৩	৬৯	৩১২

নোটঃ

১। প্রকল্প সংখ্যা বলতে এখানে লীজ ফাইনান্সিং এর সংখ্যা বুঝানো হয়েছে।

২। ক্ষুদ্র ও কুটির = ২৫.০০ লক্ষ টাকার নীচে।

৩। বৃহৎ ও মাঝারী = ২৫.০০ লক্ষ টাকা ও তদূর্ধ্ব।

বে লীজিং এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড

১৯৯৬ সালের মে মাসে বে লীজিং এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানী ব্যবসা শুরু করে ৫০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে। এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমান ৫০০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালে কোম্পানীটির পরিশোধিত মূলধন ছিল ২৫ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে কোম্পানীটির ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতি দাঁড়ায় ৮০ মিলিয়ন টাকা। এই কোম্পানীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের খাতসমূহ নিচে দেয়া হলঃ

ক) পরিবহন -- বাস, ট্রাক, গাড়ী (নতুন ও রিকন্ডিশন্ড),
খ) বিএমআরই-র জন্য শিল্প যন্ত্রপাতি,
গ) চিকিৎসা সামগ্রী,
ঘ) কম্পিউটার ও ফটোকপিয়ার,
ঙ) জেনারেটর,
চ) কৃষি যন্ত্রপাতি,
ছ) স্থায়ী ভোগ্য পণ্য এবং
জ) লিফট।

তহবিল উৎসঃ

মেয়াদী আমানত প্রাপ্তি এবং প্রমিজরি নোট আকারে শেয়ার পুঁজি এবং সঞ্চয়/আমানতই কোম্পানীর তহবিলের মূল উৎস।

বে লীজিং এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৫	২৫	২৫	২৫
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	০.৫	১.৪	১.৫	১.৫
৪।	আমানতঃ	৬৭	২৩	২৩	২৩
	ক) তলবী আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদী আমানত	৬৭	২৩	২৩	২৩
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১২৫	৮৬	৮০	৭৫
৬।	বিনিয়োগ	৩৩	৩২	৬	১২
৭।	মোট আয়	৭৫	৬৯	৭০	৭২
৮।	মোট ব্যয়	৬৫	৬১	৬১	৬২
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৭	৮	৮	৮

বে লীজিং এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭						
বিতরণ	-	৬	-	৬	২৭	৩৩
আদায়	-	১	-	১	৫	৬
১৯৯৮						
বিতরণ	-	৯	২	১১	২১	৩২
আদায়	-	২	-	২	৪	৬
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯						
বিতরণ	-	-	১	১	৫	৬
আদায়	-	-	-	-	-	-
৩০শে জুন, ১৯৯৯*						
বিতরণ	-	-	৪	৪	৮	১২
আদায়	-	-	-	-	-	-

* প্রাক্কলিত

সারণি–১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৫০	৫০	৫০	৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১	১	১	১
৪।	আমানত	-	১৫	১২	৭
	ক) তলবী আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদী আমানত	-	১৫	১২	৭
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৮	২৫	১৯	৪৬
৬।	বিনিয়োগ	১২	১২	১২	১০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৫২	৫৭	৫৭	৫৮
৮।	মোট আয়	৯	১২	৪	৯
৯।	মোট ব্যয়	৬	১৩	৪	৭
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৮	২০	২০	২৪
	ক) কর্মকর্তা	১০	১১	১১	১৪
	খ) কর্মচারী	৮	৯	৯	১০

পিএফআইএল এর ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২এ দেয়া হল।

সারণি–২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	শিল্প ঋণ				অন্যান্য	সর্বমোট
	কৃষি ঋণ	মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭						
বিতরণ	-	১২	-	১২	-	১২
আদায়	-	২	-	২	-	২
১৯৯৮						
বিতরণ	-	৪৪	-	৪৪	-	৪৪
আদায়	-	১৬	-	১৬	-	১৬
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯*						
বিতরণ	-	৫৭	-	৫৭	-	৫৭
আদায়	-	১৮	-	১৮	-	১৮
৩০শে জুন, ১৯৯৯**						
বিতরণ	-	৭৪	-	৭৪	-	৭৪
আদায়	-	২৩	-	২৩	-	২৩

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি–৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৩	২৭	৪০
	পরিমাণ	১৫	২২	৩৭
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৬	২৬	৩২
	পরিমাণ	৭	১০	১৭
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৩	৪২	৫৫
	পরিমাণ	১৫	৩৫	৫০
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	১৫	১৫
	পরিমাণ	-	১৩	১৩
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯★ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭	২৮	৩৫
	পরিমাণ	১০	৩০	৪০

★ প্রাক্কলিত

উত্তরা ফাইন্যান্স এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড

উত্তরা ফাইন্যান্স এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড কোম্পানী এ্যাক্ট ১৯৯৩ এর আওতায় ১লা নভেম্বর, ১৯৯৫ তারিখে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে যৌথ উদ্যোগে সংগঠিত লীজিং ও ফাইন্যান্সিং ব্যবসায় কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানীটির অনুমোদিত মূলধন ২৫০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ১২০ মিলিয়ন টাকা। উত্তরা ফাইন্যান্স এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড (ইউফিল) এর বাংলাদেশী স্পন্সর হল উত্তরা গ্রুপ অব কোম্পানীজ এবং বিদেশী স্পন্সর হলেন সিংগাপুরের দু'জন নাগরিক। কোম্পানীটির ২১ শতাংশের মালিক বিদেশী এবং বাকী ৭৯ শতাংশের মালিক স্থানীয় উত্তরা গ্রুপ ও জনসাধারণ। উত্তরা ফাইন্যান্স এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড প্রধানতঃ নির্ধারিত আয়ের ব্যক্তিবর্গের মাঝে সহজশর্তে গৃহে ব্যবহার্য জিনিসপত্র ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান এবং গ্রাহকদের চাহিদা মাফিক যে কোন প্রকার যন্ত্রপাতি, জলযান ও সবধরণের স্থল মোটর যানবাহন ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে। 'আরবান ট্রান্সপোর্টেশন প্রজেক্ট'-এর আওতায় কোম্পানীটি শতাধিক বাণিজ্যিক পরিবহণের ব্যবস্থা করে দেশের যোগাযোগ কাঠামোতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। কোম্পানীর লীজ চুক্তির সময়সীমা ১ বছর থেকে ৫ বছর এবং যানবাহনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩ বছর থেকে ৪ বছর। কোম্পানীটি ১৯৯৭ সালের ৩১শে আগষ্ট তারিখে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এর তালিকাভুক্ত হয়। ২৫শে মার্চ, ১৯৯৮ তারিখে কোম্পানীটি মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট গ্রহণ করে।

কোম্পানীটি বিশেষতঃ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জনসাধারণের জন্যে অর্থায়ন করে থাকে। অবশ্য নিয়ন্ত্রণমুক্ত ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত আর্থিকভাবে সাবলম্বী এবং সরকারের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহকেও এ কোম্পানী অর্থায়ন করে থাকে।

উত্তরা ফাইন্যান্স এণ্ড ইনভেষ্টমেন্টস লিমিটেড-এর লীজ চুক্তি ও বিতরণের হিসাব সারণি-১ এ এবং ব্যালেন্সশীট ও লাভ লোকসানের হিসাব সারণি-২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি–১

লীজ চুক্তি ও বিতরণের হিসাব ঃ

বছর	চুক্তি	% পরিবর্তন	বিতরণ	% পরিবর্তন
১৯৯৫	০৯	-	০৩	-
১৯৯৬	১৭৬	১৮৫৬	১২১	৩৯৩৩
১৯৯৭	২৬২	৪৯	২৪০	৯৮
১৯৯৮	২০১	(-২৩)	১৯০	(-২০)

ব্যালেন্সশীট ও লাভ লোকসানের হিসাব ঃ

সারণি–২

ব্যালেন্স শীটঃ

(মিলিয়ন টাকায়)

দায়	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮
শেয়ার হোল্ডারদের তহবিল	২৪.০৪	৩৩.১৮	১২৭.৩৪	১৫৭.২৬
দীর্ঘমেয়াদী দায়	০.৪১	৭৩.৬০	১১৫.২৫	১০০.২০
মোটঃ	২৪.৪৫	১০৬.৭৮	২৪২.৫৯	২৫৭.৪৬

লাভ লোকসানের হিসাব ঃ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮
পরিচালনা লব্ধ আয়	০.১৪	২৭.৭৩	১০৪.৪১	১৭৪.৩৯
পরিচালনা লব্ধ ব্যয়	১.৩৫	২৪.২৪	৮৭.১২	১৪৬.২৬
পরিচালনা লব্ধ মুনাফা	(১.২১)	৩.৪৯	১৭.২৯	২৮.১৩
অপরিচালনা লব্ধ আয়	১.৮৫	০.২৫	১.৩৪	২.৬৮
করপূর্ব মুনাফা	১.০০	৫.৩৪	১৫.৯৯	৩০.৮১
কর বাবদ বরাদ্দ	-	০.৪২	০.৬০	০.৯০
নীট মুনাফা	(০.৯৬)	৩.৯৫	১৮.৩৬	৩৩.২০

ইউনাইটেড লীজিং কোম্পানী লিমিটেড (ইউ এল সি)

ইউনাইটেড লীজিং কোম্পানী লিমিটেড এশিয়ান-ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, কমনওয়েলথ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, লরি গ্রুপ পিএলসি, ডানকান ব্রাদার্স (বাংলাদেশ) লিমিটেড, অষ্টভিয়ান ষ্টীল এণ্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড, শ-ওয়ালেস বাংলাদেশ লিমিটেড, ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এবং ন্যাশনাল ব্রোকারস লিমিটেডের আর্থিক সহায়তায় ১৯৮৯ সালের ২৭শে এপ্রিল তারিখে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন এবং রিজার্ভ ফাণ্ডের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২০ মিলিয়ন, ৭০ মিলিয়ন এবং ২১২ মিলিয়ন টাকা। কোম্পানীর ঋণ ও অগ্রীমের পরিমান ১৯৯৭ সালের ১০২৫ মিলিয়ন টাকা থেকে ৩১০ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালে ১৩৩৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস শেষে ১৪২৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। কোম্পানীটি ১৯৯৮ সালে ৩০৫ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে যার পরিমাণ ১৯৯৭ সালে ছিল ২৬৯ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে কোম্পানীতে মোট কর্মরত জনশক্তি ছিল ২৮ জন।

সারণি-১ এ কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখানো হ'ল।

সারণি–১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭	১৯৯৮	৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১২০	১২০	১২০	১২০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৭০	৭০	৭০	৭০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৮০	২১২	২১২	২১২
৪।	ঋণ ও অগ্রিম	১০২৫	১৩৩৫	১৪২৮	১৫১১
৫।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৬।	মোট পরিসম্পদ	৯৫৬	১১৪৩	১৫০৮	১৯৯১
৭।	মোট আয়	৫২৩	৬৮৭	১৮৮	৩৯৭
৮।	মোট ব্যয়	৪৪৫	৫৮৩	১৬৮	৩৪৮
৯।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	**২৬৯**	**৩০৫**	**৫৯**	**১২১**
	ক) আমদানি	২৫৯	২৯৬	৫৮	১১৪
	খ) রেমিটেন্স	১০	৯	১	৭
১০।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	**২৩**	**২৮**	**২৮**	**২৮**
	ক) কর্মকর্তা	১৮	২৩	২৩	২৩
	খ) কর্মচারী	৫	৫	৫	৫
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১	১

ঋণ বিতরণ ও আদায়

বিভিন্ন লীজ অর্থায়নের মাধ্যমে কোম্পানী ১৯৯৭ সালের ৬০৭ মিলিয়ন টাকা বিতরণের তুলনায় ১৯৯৮ সালে ৮৩০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। একই সময়ে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫১০ মিলিয়ন ও ৪৬৪ মিলিয়ন টাকা। ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেখানো হ'ল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ		
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট
১৯৯৭				
	বিতরণ	৬০৭	-	৬০৭
	আদায়	৫১০	-	৫১০
১৯৯৮				
	বিতরণ	৮৩০	-	৮৩০
	আদায়	৪৬৪	-	৪৬৪
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯*				
	বিতরণ	২৪৬	-	২৪৬
	আদায়	১০৬	-	১০৬
৩০শে জুন, ১৯৯৯**				
	বিতরণ	৪৭১	-	৪৭১
	আদায়	২৪৯	-	২৪৯

* সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

কোম্পানী শুরু থেকে ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট ১৩১৫টি লীজের আওতায় ৩৪১৫ মিলিয়ন টাকার ঋণ প্রদান করে। আকার-ভিত্তিক শিল্প ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩ এ দেখানো হ'ল।

সারণি–৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে				
	লীজ সংখ্যা	-	-	১২৫১
	পরিমাণ	-	-	৩১৬৯
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	লীজ সংখ্যা	১৫৭	১৩৫	২৯২
	পরিমাণ	৬২৭	২০৭	৮৩৪
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ১৯৯৯ তারিখে				
	লীজ সংখ্যা	-	-	১৩১৫
	পরিমাণ	-	-	৩৪১৫
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	লীজ সংখ্যা	২১	৪০	৬১
	পরিমাণ	১৪৫	১০১	২৪৬
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯ * পর্যন্ত				
	লীজ সংখ্যা	-	-	১১৮
	পরিমাণ	-	-	৪৭১

*প্রাক্কলিত

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

১৯৯৮ সালের শেষে মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৭ সালের ১০২৫ মিলিয়ন টাকা থেকে ৩১০ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৩৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যার মধ্যে শিল্প ঋণের পরিমাণ ৯৫৩ মিলিয়ন টাকা। কোম্পানীর মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে দাঁড়ায় ১৪২৮ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প ঋণ ৯৭৩ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতির পরিমাণ সারণি-৪ এ দেখানো হ'ল।

সারণি–৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	মার্চ ৩১, ১৯৯৯ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৯ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	২৬	৫৭	৫৪	৫৬
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	২৬	৫৭	৫৪	৫৬
২।	শিল্পঃ	৭৫১	৯৫৩	৯৭৩	১০২৬
৩।	পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	১৪	১৮	১৮	১৯
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা সেবা	৮৫	৯৬	৯৭	১০১
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২৮	৪৬	৪৮	৫১
৬।	অন্যান্য	১২১	১৬৫	২৩৮	২৫৮
	সর্বমোট	১০২৫	১৩৩৫	১৪২৮	১৫১১

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ১৯৫৪ সালের ২৮শে এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জ হিসাবে গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালের ২৩শে জুন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ হিসেবে এর পুনঃ নামকরণ করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রেডিং এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৬ সালে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এর কার্যক্রম ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ১৯৭৬ সালে পুনরায় শুরু হয়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং এর কার্যক্রম নিজস্ব রুলস, বাই লজ, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ১৯৬৯ -এর অধ্যাদেশ, কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এবং সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এ্যাক্ট-১৯৯৩ অনুসারে পরিচালিত হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯৫ জন। ১০ই আগষ্ট, ১৯৯৮ হতে এর ট্রেডিং কার্যক্রম সম্পূর্ণ অটোমেটেড অন-লাইন পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া কাউন্সিলে সম-সংখ্যক (১২:১২) ব্রোকার ও নন-ব্রোকার কাউন্সিলর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনার ভার একজন প্রধান নির্বাহীর উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে।

তালিকাভূক্ত সিকিউরিটিসমূহ

১৯৯৯ সালের মার্চ মাস শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ তালিকাভূক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ৯টি মিউচুয়্যাল ফান্ড ও ১১টি ডিবেঞ্চারসহ দাঁড়ায় সর্বমোট ২২৯টি। পূর্ববর্তী ১৯৯৭-৯৮ সালে ৯টি মিউচুয়্যাল ফান্ড ও ১১টি ডিবেঞ্চারসহ সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল সর্বমোট ২২৪টি।

সিকিউরিটিসমূহের টার্ণওভার

১৯৯৮-৯৯ সালে (মার্চ পর্যন্ত) মোট ১১৬৩ মিলিয়ন শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার লেনদেন হয় যার মোট মূল্য ৪২১৫২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭-৯৮ সালে (সম্পূর্ণ বছর) ৯৮ মিলিয়ন শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার লেনদেন হয় যার মোট মূল্য ছিল ১২৬১৭ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরের লেনদেন বৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় সংখ্যা ক্ষেত্রে ১০৮৭% এবং মূল্যের ক্ষেত্রে ২৩৪% বেশি।

দৈনিক গড় টার্ণওভার

১৯৯৮-৯৯ সালে (মার্চ পর্যন্ত) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ তালিকাভূক্ত শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের দৈনিক গড় লেনদেনের

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ : প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডঃ এস এ সামাদ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ-এর নব সজ্জিত অফিস ভবন ও ওয়েব সাইট-এর উদ্বোধন করেন।

পরিমাণ ছিল সংখ্যায় ৫.৭৯ মিলিয়ন এবং মূল্যের ক্ষেত্রে ২১০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭-৯৮ সালে যার পরিমাণ ছিল সংখ্যায় ০.৩৯ মিলিয়ন এবং মূল্যে ৪৯ মিলিয়ন টাকা।

সিকিউরিটিসমূহ মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন

১৯৯৮-৯৯ সালের মার্চ শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিসমূহের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন এর পরিমাণ ৪৭০৭৬ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৭-৯৮ সালের ৫৭৮৪৩ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৯% কম।

শেয়ার মূল্য সূচক

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার মূল্য সূচক ১৯৯৭-৯৮ সালের ৬৭৬.৪৭ পয়েন্ট থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৯৮-৯৯ সালের মার্চ মাসে ৫১৬.৯৪ পয়েন্টে দাঁড়ায়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সারণি-১ এ দেয়া হল।

সারণি-১

(মিলিয়নে)

বিবরণ	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯ (মার্চ, '৯৯ পর্যন্ত)
তালিকাভুক্ত ইস্যু সংখ্যাঃ	২২৪	২২৯
তালিকাভুক্তসিকিউরিটিজের সকল পরিশোধিত মূলধনঃ		
ক) টাকায়	২৮৩২৬	২৮৭২১
খ) মার্কিন ডলারে	৬০৮	৫৯০
মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনঃ		
ক) টাকায়	৫৭৮৪৩	৪৭০৭৬
খ) মার্কিন ডলারে	১২৪১	৯৭১
শেয়ার মূল্য সূচকঃ	৬৭৬.৪৭	৫১৬.৯৪
মোট টার্ণওভারঃ		
ক) সংখ্যা	৯৮	১১৬৩
খ) মূল্য (টাকায়)	১২৬১৭	৪২১৫২
গ) মূল্য (মার্কিন ডলারে)	২৭১	৮৯৬
দৈনিক গড় টার্ণওভারঃ		
ক) সংখ্যা	০.৪	৬
খ) মূল্য (টাকায়)	৪৯	২১০
গ) মূল্য (মার্কিন ডলারে)	১	৪
নতুন পাবলিক ইস্যুঃ		
ইস্যুর সংখ্যা	১০	৬
পরিমাণ		
ক) টাকায়	৪৭৭	৩২২
খ) মার্কিন ডলারে	১০	৭

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ গত ১০ই অক্টোবর, ১৯৯৮ তারিখে চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করে। সূচনালগ্নে সিএসইর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল ৩০টি (২৩ টি কোম্পানী ও ৭টি মিউচুয়াল ফান্ড) যা গত ৩১শে মার্চ ১৯৯৯ তারিখে ১৫১ (১৩৭টি কোম্পানী, ৯টি মিউচুয়াল ফান্ড, ৫টি ডিবেঞ্চার) এ উন্নীত হয়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে তালিকাভুক্ত সবকটি সিকিউরিটিজের মূলধনের পরিশোধিত মূল্য ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে ২৪২১১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

এ এক্সচেঞ্জের সব কটি সিকিউরিটিজের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন ৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে ৪০৯৮৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। শেয়ারের মূল্য সূচক ৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ তারিখের কার্য দিবস শেষে ২২১.৪৫ এ দাঁড়ায়। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রমের প্রধান প্রধান দিকগুলো সারণি-১ থেকে দেখা যেতে পারে।

১। তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা, মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন, মূল্যসূচক

সারণি-১

বিবরণ	৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭	৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮	৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯
মোট তালিকাভূতক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যাঃ	১৪১	১৫০	১৫১
ক) কোম্পানী	১২৮	১৩৬	১৩৭
খ) মিউচুয়াল ফান্ড	৯	৯	৯
গ) ডিবেঞ্চার	৪	৫	৫
তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন টাকায়)ঃ	২২৭৬১	২৪১৮০	২৪২১১
ক) কোম্পানী	২১৮৪০	২৩৪৭১	২৩৪৯৬
খ) মিউচুয়াল ফান্ড	২২৫	২২৫	২২৫
গ) ডিবেঞ্চার	৬৯৬	৪৮৪	৪৯০
তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনঃ	৫৫৮৩২	৪১৩৮১	৪০৫৮৪
ক) কোম্পানী	৫৪৩৭২	৩৯৯৯১	৩৯৬৬৬
খ) মিউচুয়াল ফান্ড	৬৬৪	৪৯৭	৪২৫
গ) ডিবেঞ্চার	৭৯৬	৮৯৩	৪৯৩
শেয়ার মূল্য সূচক ঃ	৩৩২.৯৮	২৩২.৮০	২২১.৪৫

অক্টোবর, ১৯৯৮ থেকে মার্চ ১৯৯৯ পর্যন্ত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের টার্নওভার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারনি-২ এ দেয়া হল।

সারণি-২

২. টার্ণওভার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

মাস	লেনদেন দিবস (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	দৈনিক গড় লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)
১৯৯৮			
অক্টোবর	২৫	২৯২৬	১১৭
নভেম্বর	২৩	৩৪১৩	১৪৮
ডিসেম্বর	২৩	১৪৩৯	৬৩
১৯৯৯			
জানুয়ারি	১৯	১৩৮৯	৭২
ফেব্রুয়ারি	১৬	১০৬২	৬২
মার্চ	২২	১১৮৭	৫৪
মোট	১২৮	১১৪১৬	৫১৬

বাঃসংমুঃ-৯৮/৯৯-৪৮৬১ অফসেট—১,০০০ বই।